৩৩শ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজে ১৬:৩,৫খ-৭ক,৮-১৫ক,৩৭ক,৪০-৪৩,৫৯-৬৩

ঈশ্বরের অবিশ্বস্তা কনে যেরুসালেম

প্রভু পরমেশ্বর যেরুসালেমকে একথা বলছেন: 'উৎপত্তিতে ও জন্মসূত্রে তুমি কানানীয়দেরই দেশের; তোমার পিতা ছিল আমোরীয় ও মাতা হিত্তীয়া। তোমার সেই জন্মদিনেই তোমাকে ঘৃণার বস্তুর মত খোলা মাঠে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

আর আমি তোমার কাছ দিয়ে গেলাম, দেখলাম, তুমি তোমার রক্তের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করছিলে; আর তুমি তোমার রক্তে লিপ্তা থাকতে থাকতে আমি তোমাকে বললাম: "বাঁচ!" হ্যাঁ, তুমি তোমার রক্তে লিপ্তা থাকতে থাকতে আমি তোমাকে বললাম: "বাঁচ!" আমি মাঠের ঘাসের মতই তোমার বৃদ্ধি ঘটালাম, তখন তুমি বৃদ্ধি পেয়ে বড় হয়ে উঠলে, পরম কান্তিতে ভূষিতা হলে।

তখন আমি তোমার কাছ দিয়ে গেলাম, তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করলাম; আর দেখ, তোমার সময় ভালবাসার সময়, তাই আমি তোমার উপরে আমার আপন চাদরের প্রান্তভাগ বাড়িয়ে তোমার উলঙ্গতা ঢেকে দিলাম; এবং শপথ করে তোমার সঙ্গে এক সন্ধি স্থির করলাম—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—আর তুমি আমারই হলে। আমি তোমাকে জলে স্নান করালাম, তোমার দেহ থেকে সমস্ত রক্ত মুছে দিলাম, ও তেল মাখালাম; তোমাকে বিচিত্র বসন পরালাম, পায়ে তহশচর্মের জুতো, ও মাথায় ক্ষোমের ভূষণ দিলাম ও রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে দিলাম; তোমাকে নানা ভূষণে ভূষিতা করলাম, হাতে দিলাম কঙ্কণ ও গলায় হার; নাকে দিলাম নথ, কানে দুল ও মাথায় উজ্জ্বল মুকুট। এভাবে তুমি সোনা ও রুপোতে বিভূষিতা হলে; তোমার পরিচ্ছদ ক্ষোম-সুতো ও রেশমীতে নির্মিত এবং শিল্পকর্মে বিচিত্র হল; সেরা ময়দা, মধু ও তেল ছিল তোমার খাদ্য; তুমি উত্তরোত্তর সুন্দরী হয়ে অবশেষে রানীপদে উন্নীতা হলে। তোমার সৌন্দর্যের জন্য তোমার খ্যাতি জাতিসকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, কারণ আমি তোমার উপর যে মহিমা আরোপ করেছিলাম, তাতেই তোমার সৌন্দর্য সিদ্ধিলাভ করেছিল—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

কিন্তু তুমি নিজের সৌন্দর্যে নিজেই আসক্তা হলে, এবং নিজের খ্যাতি হাতিয়ার করে বেশ্যা হলে।

সুতরাং দেখ, আমি তোমার সেই সকল প্রেমিককে জড় করব যাদের কাছে তুমি তত তৃপ্তি দিয়েছ।

তারা তোমার বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তেজিত করবে, তোমাকে পাথর ছুড়ে মারবে ও খড়্গের আঘাতে বিঁধিয়ে দেবে। তারা তোমার বাড়ি-ঘরে আগুন দেবে, বহু নারীদের চোখের সামনে তোমাকে যোগ্য বিচারদণ্ড দেওয়া হবে; এইভাবে আমি তোমার বেশ্যাগিরি বন্ধ করাব, আর তুমি আর কাউকে উপহার দেবে না। তোমার উপর আমার রোষ পরিতৃপ্ত হলে আমার উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালা তোমাকে ছেড়ে যাবে; আমি শান্ত হব, আর ক্ষুব্ধ হব না। আর যেহেতু তুমি তোমার তরুণ বয়সের কথা কখনও স্মরণ করনি, এবং আমার রোষ জাগানো ছাড়া কিছু করনি, সেজন্য দেখ, আমিও তোমার সমস্ত কর্মফল তোমার উপরে নামিয়ে দেব—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। তোমার এইসব জঘন্য কর্মের পরে তুমি আর কুকর্ম জমাবে না।

কারণ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তুমি যেমন ব্যবহার করেছ, আমি তোমার প্রতি সেইমত ব্যবহার করেছি; কারণ তুমি শপথ অবজ্ঞা করে সন্ধি ভঙ্গ করেছ। কিন্তু তোমার তরুণ বয়সে তোমার সঙ্গে আমার যে সন্ধি ছিল, তা আমি স্মরণ করব, এবং তোমার সঙ্গে এমন সন্ধি স্থির করব, যা চিরস্থায়ী। তখন তোমার আচার-ব্যবহারের কথা স্মরণ করে তুমি লজ্জাবোধ করবে—যখন তুমি তোমার বড় বোনদের সঙ্গে তোমার ছোট বোনদেরও গ্রহণ করবে, আর আমি কন্যারূপেই তাদের তোমাকে দেব, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার সন্ধির জোরে নয়! আমি তোমার সঙ্গে আমার সন্ধি নবায়ন করব; তাতে তুমি জানবে যে, আমিই প্রভু; ফলে আমি যখন

তোমার সমস্ত কর্ম ক্ষমা করব, তখন তুমি যেন তা স্মরণ করে লজ্জাবোধ করতে পার, ও নিজের অপমানের খাতিরে আর কখনও মুখ খুলতে না পার—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।'

শ্লোক ইসা ৫৪:৬,৮; এজে ১৬:৬০ দ্রঃ

প্র আমি তোমাকে পরিত্যক্তা পত্নীর মত ডেকেছি; ক্রোধের আবেশে তোমা থেকে শ্রীমুখ লুকিয়েছিলাম।
উ চিরকালীন কৃপায় তোমাকে স্নেহ করেছি—প্রভুর উক্তি।
প্র তোমার তরুণ বয়সে তোমার সঙ্গে আমার যে সন্ধি ছিল, তা আমি স্মরণ করব, এবং তোমার সঙ্গে এমন সন্ধি স্থির করব, যা চিরস্থায়ী।
উ চিরকালীন কৃপায় তোমাকে স্নেহ করেছি—প্রভুর উক্তি।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকগণ বিষয়ক উপদেশ' উপদেশ ৪৬:১৩

দুর্বল খ্রীষ্টভক্ত

প্রভু একথা বলেন: *যে মেষগুলি দুর্বল, তাদের তোমরা বলবান করনি, যেগুলি পীড়িত, তাদের যত্ন করনি।* তিনি তাদেরই উদ্দেশ করে একথা বলেন, যারা মন্দ পালক, ভণ্ড পালক, যারা যীশুখ্রীষ্টের স্বার্থ নয়, নিজেরই স্বার্থের অন্বেষণ করে, ও দুধ ও পশম ভোগ করতে ব্যস্ত হয়ে মেষগুলোকে সেবাযত্ন করে না, এবং পীড়িত মেষকে সবল করে না। এখানে দুর্বল ও পীড়িতের কথা উল্লিখিত, আর যদিও দুর্বল পীড়িতও বলে অভিহিত হতে পারে, তবু আমার মতে দুর্বল ও পীড়িতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, কেননা সে-ই প্রকৃতপক্ষে দুর্বল যার বল নেই, কিন্তু সে-ই পীড়িত যার অসুখ ধরেছে।

সুতরাং সতর্কতা দরকার, যাতে দুর্বল পরীক্ষায় আক্রান্ত না হয় পাছে ভেঙে পড়ে। কিন্তু পীড়িতজন কোন এক দুর্মতিতে ইতিমধ্যেই ভুগছে, আর এ দুর্মতি ঈশ্বরের পথে পা দিতে ও খ্রীষ্টের জোয়াল তুলে নিতে তাকে বাধা দেয়। সেই লোকদেরই দিকে মন আকর্ষণ কর, যারা সৎজীবন যাপন করার ইচ্ছা করে; তারা তো সৎজীবন যাপন করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অথচ সৎকর্ম করতে যতই সজ্জিত, তার চেয়ে অমঙ্গল সহ্য করতে কম উপযুক্ত। কিন্তু খ্রীষ্টভক্তদের দৃঢ়তার বৈশিষ্ট্য সৎকর্ম করা শুধু নয়, অমঙ্গলও সহ্য করা। ফলে যারা সৎকর্ম সাধনে উদ্দীপনা দেখায় কিন্তু আসন্ন দুর্গতি সহ্য করতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম, তারা দুর্বল। একই প্রকারে, যারা কোন দুর্মতির আবেগে সংসারকে ভালবেসে সৎকর্ম থেকেও বিরত থাকে, তারা পীড়িত বা অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছে, ও তাদের সেই পীড়নের ফলেই তারা কেমন যেন শক্তিহীন হয়ে পড়ে কোন সৎকর্ম সাধন করতে অক্ষম।

আত্মায় তেমনই ছিল সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তি, যাকে প্রভুর কাছে ঘরের মধ্যে আনতে না পারায় যারা তাকে বহন করছিল তারা ছাদ খুলে দিয়ে তাকে নামিয়েছিল। তোমাকেও সেইভাবে করতে হবে, যদি আত্মার বেলায় এমনটি করতে চাও যাতে ছাদ খুলে দিয়ে সর্বাঙ্গে অসুস্থ, সৎকর্মে শূন্য, নিজ পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত ও নিজ দুর্মতির রোগে পীড়িত সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত আত্মাকে প্রভুর সামনে নামাতে পার। ফলে সেই আত্মা সর্বাঙ্গে অসুস্থ হলে ও তার পক্ষাঘাত যদি অন্তরেই লুক্কায়িত, তাহলে চিকিৎসকের সামনে তাকে আনবার জন্য—চিকিৎসক অবশ্যই আছেন, তিনি লুকিয়ে আছেন, অন্তরেই রয়েছেন, আর এই তো শাস্ত্রের সেই গুপ্ত অর্থ যা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন!—তাহলে, আবার বলছি, চিকিৎসকের সামনে তাকে আনবার জন্য ছাদ খুলে দাও ও পক্ষাঘাতগ্রস্তকে নামিয়ে দাও, অর্থাৎ তার অন্তরে যা কিছু লুক্কায়িত রয়েছে, তা প্রভুর সামনে বের কর।

যারা তা করে না ও যারা তা করতে অবহেলা করে, তারা যে কি শুনবে তোমরা তা শুনেছে: *যে মেষগুলি দুর্বল, তাদের তোমরা বলবান করনি, যেগুলি পীড়িত, তাদের যত্ন করনি, যেগুলি ক্ষতবিক্ষত, তাদের ক্ষতস্থান বাঁধনি:* এর অর্থ আগেও বলেছি, এ ব্যক্তি পরীক্ষার আতঙ্কে ভেঙে পড়েছিল: যা ভেঙে পড়েছে, তা সঠিক করার উপায় হল এই সান্ত্বনা বাণী: *ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত; তিনি তোমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে তোমাদের পরীক্ষিত হতে দেবেন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা সহ্য করার শক্তি দেওয়ায় রেহাই পাবার উপায়ও দেবেন।*

শ্লোক ১ করি ৯:২২-২৩ দ্রঃ

প্র ঈশ্বরের উদ্দেশে দুর্বলদের জয় করার জন্য আমি দুর্বলদের কাছে হয়েছি দুর্বল।

℣ সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি, যেন যে কোন উপায়ে কয়েকজনকে পরিত্রাণ করতে পারি।
℟ সুসমাচারের জন্য আমি সবই করি, যেন তাদের সঙ্গে তার সহভাগী হতে পারি।
℣ সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি, যেন যে কোন উপায়ে কয়েকজনকে পরিত্রাণ করতে পারি।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ মা ৪:৩৬-৫৯

পবিত্রধাম-শুচীকরণ ও পুনরুৎসর্গ

একদিন যুদা ও তাঁর ভাইয়েরা বললেন, 'দেখ, আমাদের শত্রুরা চূর্ণ হয়েছে; চল, আমরা পবিত্রধাম আবার শুচি করে তুলি এবং তা পুনরায় [ঈশ্বরের উদ্দেশে] উৎসর্গ করি।' তাই গোটা সৈন্যদলকে জড় করে তাঁরা সিয়োন পর্বতে গিয়ে উঠলেন। সেখানে এসে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন, পবিত্রধাম শূন্য, যজ্ঞবেদি কলুষিত এবং যত মন্দিরদ্বার পোড়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে; বন্য বা পার্বত্য জায়গার মত সমস্ত প্রাঙ্গণ জুড়ে ঘাস বেড়ে উঠেছে; এবং পবিত্র লোকালয় সবই ধ্বংসস্তূপ! তখন তাঁরা নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, জোর গলায় কাঁদতে লাগলেন, গায়ে ছাই মাখলেন, উপুড় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, এবং তুরিধ্বনির সঙ্কেতে স্বর্গের দিকে চিৎকার করলেন।

যুদা তাঁর লোকদের আদেশ দিলেন, পবিত্রধাম আবার শুচি না করা পর্যন্ত তারা রাজপুরীর যোদ্ধাদের সংগ্রামে ব্যস্ত রাখবে। তারপর তিনি এমন অনিন্দ্য ও বিধানভক্ত যাজকদের বেছে নিলেন, যারা পবিত্রধাম শুচি করে তুলল এবং অপবিত্রীকৃত পাথরগুলো অশুচি একটা জায়গায় নিয়ে গেল। আহুতি-বেদি কলুষিত করা হয়েছিল বলে তারা তা নিয়ে যে কী করতে হবে, এই সিদ্ধান্ত নেবার জন্য মন্ত্রণা করল। শেষে তারা যথোপযুক্ত ভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল যে, বিজাতীয়দের হাতে অপবিত্রীকৃত হয়েছিল বলে সেই বেদি যেন তাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় না হয় সেজন্য তা ভেঙে দেওয়া হোক। তাই তারা বেদিটা ভেঙে দিল, এবং তার পাথরগুলো গৃহের পর্বতে এমন উপযুক্ত জায়গায় রাখল, যতদিন না একজন নবীর উদয় হয় যিনি সেই পাথরগুলো সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবেন। তারপর তারা বিধানমতে খোদাই-না-করা পাথরগুলো নিয়ে আগেকার বেদির মত নতুন একটা বেদি গাঁথল; পরম পবিত্রস্থান পুনঃসংস্কার করল, গৃহের ভিতরের অঙ্গ ও প্রাঙ্গণগুলো শুচীকৃত করল; পবিত্র পাত্রগুলো নতুন করে তৈরি করল, এবং দীপাধার, ধূপবেদি ও ভোজন-টেবিলটা মন্দিরের মধ্যে বসিয়ে দিল। পরে বেদির উপরে ধূপ পোড়াল এবং দীপাধারের উপরে প্রদীপ জ্বালাল, আর সেগুলোর আলোতে মন্দির উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারা রুটিগুলো টেবিলের উপরে রাখল এবং পরদাগুলো টেনে নিল। এইভাবে তারা তাদের শুরু করা কাজ সমাধা করল।

একশ' আটচল্লিশ সালের নবম মাসের, অর্থাৎ কিস্লেভ মাসের পঞ্চবিংশ দিনে তারা ভোরে উঠে তাদের পুনঃসংস্কার করা আহুতি-বেদির উপরে বিধানমতে বলি উৎসর্গ করল। যে সময়ে ও যে দিনে বিজাতীয়রা তা কলুষিত করেছিল, সেই একই সময়ে ও একই দিনে স্তবগানের মধ্যে ও সেতার, বীণা ও কর্তালের ঝঙ্কারে বেদিটি পুনরায় পবিত্রীকৃত করা হল। গোটা জনসমাজ উপুড় হয়ে প্রণিপাত করল এবং সেই স্বর্গের প্রতি আরাধনা ও ধন্যবাদ-স্তুতি অর্পণ করল, যিনি তাদের প্রতি প্রসন্নতা দেখিয়েছেন। তারা আট দিন ধরেই বেদির উৎসর্গ-পর্ব উদ্‌যাপন করল, আনন্দের মধ্যে আহুতি দিল এবং ধন্যবাদ ও স্তুতি-বলি উৎসর্গ করল। পরে তারা নানা স্বর্ণ মালায় ও ছোট্ট ঢাল লাগিয়ে মন্দিরের অগ্রভাগ ভূষিত করল; মন্দিরের সদর ফটকগুলো ও পবিত্র লোকালয় নতুন করে তৈরি করল; সেখানে আবার নতুন দরজা দিল। বিজাতীয়দের অপমান মুছে দেওয়া হয়েছিল বলে জনগণের অন্তরে মহা আনন্দ ছিল। যুদা, তাঁর ভাইয়েরা ও গোটা ইস্রায়েল-সমাবেশ তখন এই সিদ্ধান্ত নিলেন: কিস্লেভ মাসের পঞ্চবিংশ দিন থেকে শুরু ক'রে আট দিন ধরে, আনন্দের মধ্যে প্রতিটি বছরে ঠিক সময়ে বেদির উৎসর্গ-দিনগুলি পালন করা হবে।

শ্লোক ১ মা ৪:৫৭,৫৬,৫৮; ২ মা ১০:৩৮

℟ তারা নানা স্বর্ণ মালায় ও ছোট্ট ঢাল লাগিয়ে মন্দিরের অগ্রভাগ ভূষিত করল ও বেদির উৎসর্গ-পর্ব উদ্‌যাপন করল;
℣ জনগণের অন্তরে মহা আনন্দ ছিল।

℣ তারা বন্দনাগান ও ধন্যবাদগীতি গেয়ে সেই প্রভুকে ধন্য বলল;
℟ জনগণের অন্তরে মহা আনন্দ ছিল।

দ্বিতীয় পাঠ - যেরুসালেমের বিশপ সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা **৫ম ধর্মশিক্ষা ১২-১৩**

বিশ্বাসোক্তি

বিশ্বাস গ্রহণ করতে ও ঘোষণা করতে গিয়ে তুমি কেবল সেই বিশ্বাস আঁকড়ে ধর ও রক্ষা কর যা এখন মণ্ডলী দ্বারা তোমার কাছে সম্প্রদান করা হচ্ছে ও যা সমস্ত শাস্ত্র দ্বারা সপ্রমাণিত। কিন্তু যেহেতু দক্ষতার অভাবে কিংবা অন্য কারণে অনেকে শাস্ত্র পড়তে পারে না, সেজন্য আত্মা যেন অজ্ঞতাবশত ক্ষতিগ্রস্ত না হয় আমরা বিশ্বাসের সমস্ত তত্ত্ব স্বল্প পদগুলোর মধ্যে সংক্ষিপ্ত করে রাখি।

আমার নির্দেশ, তুমি যেন এ বিশ্বাস তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে পাথেয়রূপে বহন কর ও এ বিশ্বাস ছাড়া যেন অন্য বিশ্বাস না গ্রহণ কর: আমরা যারা এখন তা শেখাচ্ছি, নিজেরাই মত পাল্টিয়ে বিপরীত কিছু বললে তখনও নয়, এমনকি অন্ধকারের দূত আলোর দূতে রূপান্তরিত হয়ে তোমাকে ভ্রান্ত পথে আকর্ষণ করতে চাইলে তখনও নয়। কেননা লেখা আছে, *আমরা তোমাদের কাছে যে সুসমাচার প্রচার করেছি, সেটি ছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেউ প্রচার করে—আমরা নিজেরাই করি, কিংবা স্বর্গ থেকে আগত কোন দূতই করুন—তবে সে বিনাশ-মানতের বস্তু হোক!*

বিশ্বাসোক্তি মুখস্থ কর, কেননা বিশ্বাসের সারকথা মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য রচিত হয়নি, কিন্তু বিশ্বাসের এই অনন্য ধর্মতত্ত্ব গোটা শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বচনগুলো দ্বারাই গঠিত ও পরিপূর্ণ। আর যেমন সর্ষে-বীজের একটি ছোট্ট দানায় বহু ডালপালা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তেমনি বিশ্বাসোক্তি স্বল্প কথার মধ্যে ঠিক যেন বুকের মধ্যেই সেই ধর্মতত্ত্বগুলির গোটা সারকথা বহন করে যা পুরাতন ও নূতন নিয়মে উপস্থিত।

এজন্য ভাইবোনেরা, তোমরা যা গ্রহণ করছ, সেই পরম্পরাগত ধর্মশিক্ষা সযত্নে ধরে রাখ ও তোমাদের হৃদয়-গভীরেই তা লিপিবদ্ধ কর।

ভক্তিভরে জেগে থাক, পাছে সেই শত্রু তোমাদের শিথিল ও নিদ্রাগত অবস্থায় পেয়ে এ মহাধন তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়, কোন ভ্রান্তমতাবলম্বীও পাছে যা তোমাদের শেখানো হয়েছে সেই পরম্পরাগত ধর্মশিক্ষার একটা সত্যমাত্রও বিকৃত করে। কেননা বিশ্বাস বলতে টেবিলের উপরে ফেলানো সেই রুপোর টাকা বোঝায়, যা এইমাত্র তোমাদের কাছে ধার দেওয়া হয়েছে; কারণ ঈশ্বর তোমাদের কাছ থেকে সঞ্চয়ের জবাবদিহি চাইবেন। এবিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *সবকিছুর জীবনদাতা সেই ঈশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে, এবং যিনি পোন্তিয় পিলাতের সাক্ষাতে সেই উত্তম স্বীকারোক্তির বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, সেই খ্রীষ্টযীশুর সাক্ষাতে আমি তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি:* যে বিশ্বাস তোমাদের কাছে সম্প্রদান করা হয়েছে, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব পর্যন্ত তা তোমরা অক্ষুণ্ন রক্ষা কর।

জীবন-ধন তোমার কাছে এখন ন্যস্ত করা হয়েছে, এবং প্রভু তাঁর পুনরাগমনের দিনে তাঁর আপন সঞ্চয় ফেরত চাইবেন—হ্যাঁ, *নির্ধারিত সময়ে তিনি নিজেই সেই আবির্ভাব ঘটাবেন, যিনি স্বয়ং ধন্য ও অনন্য ভগবান, রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু, যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, যিনি অগম্য আলো-নিবাসী, মানুষদের মধ্যে যাঁকে কেউ কখনও দেখতে পায়নি, দেখতেও সক্ষম নয়।* তাঁরই গৌরব, সম্মান ও পরাক্রম যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক হিব্রু ১০:৩৮-৩৯

℣ আমার সেই ধার্মিকজন বিশ্বাসগুণে বাঁচবে; কিন্তু সে যদি পিছিয়ে যায়, তাহলে আমার প্রাণ তার প্রতি প্রসন্ন হবে না।
℟ আমরা কিন্তু নিজেদের সর্বনাশের উদ্দেশ্যে পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ নই, বরং প্রাণ-রক্ষার জন্য বিশ্বাসেরই মানুষ।
℣ যে বিশ্বাস করে না, সে ন্যায় পথে নিষ্ঠাবান হতে পারবে না।
℟ আমরা কিন্তু নিজেদের সর্বনাশের উদ্দেশ্যে পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ নই, বরং প্রাণ-রক্ষার জন্য বিশ্বাসেরই

মানুষ।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজে ১৭:৩-১৫,১৯-২৪

বিনাশ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী

তুমি বল : 'প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন :

এক প্রকাণ্ড ঈগল পাখি ছিল,
তার ডানা বিশাল, তার পালক লম্বা লম্বা ও বিচিত্র লোমে পরিপূর্ণ ;
পাখিটা লেবাননে এসে
এরসগাছের চূড়া ছিঁড়ে নিল ;
সে তার সর্বোচ্চ শাখা ছিন্ন ক'রে
বণিকদের দেশে নিয়ে গিয়ে দোকানদারদের এক নগরে রাখল।
সেই দেশের এক বীজাঙ্কুর বেছে নিয়ে
সে তা উর্বর এক খেতে লাগিয়ে দিল ;
মহাজলরাশির স্রোতের ধারেই তা রাখল,
ঝাউগাছের মতই তা রোপণ করল।
তা গজে উঠে তত উঁচু নয় এমন বিস্তীর্ণ আঙুরলতা হল ;
তার শাখা সেই ঈগলের দিকে ফিরল,
ও সেই পাখির নিচেই তার শিকড় গাড়ল।
তা এমন আঙুরলতা হল,
যাতে পল্লব গজাল ও শাখা বিস্তৃত করল।
কিন্তু বিশাল ডানা ও বহু লোমে পরিপূর্ণ
আর এক প্রকাণ্ড ঈগল পাখি ছিল।
আর দেখ, আঙুরলতা তারও দিকে শিকড় বাড়াল,
তারও দিকে শাখা বিস্তার করল,
সে যেখানে রোপিত ছিল,
সেই বাগিচা থেকে যেন তাকে জলসিক্ত করে।
সে জলরাশির ধারে
উর্বর মাটিতে রোপিতা হয়েছিল,
বহু শাখায় ভূষিতা ও ফলবতী হয়ে
যেন উৎকৃষ্ট আঙুরলতা হতে পারে।
আচ্ছা, তুমি তাদের একথা বল :
প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন :
সে কি সফল হতে পারবে?
বরং সেই পাখি কি তার শিকড় উৎপাটন করবে না?
তার যত ফল কি সংগ্রহ করবে না
যেন তার ডালের নবীন যত ডগা ম্লান হয়?
সমূলে তাকে তুলে নেবার জন্য
তত বলবান হাত বা বহু বহু লোক লাগবেই না!

সে রোপিত আছে বটে,
কিন্তু সফল হতে পারবে?
নাকি, পুব বাতাস তাকে স্পর্শ করামাত্র সে একেবারে শুকিয়ে যাবে?
সে যে বাগিচায় গজে উঠেছিল, ঠিক সেইখানে শুকিয়ে যাবে!'

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'সেই বিদ্রোহী বংশের মানুষকে তুমি একথা বল: তোমরা কি এর অর্থ জান না? তাদের বল: দেখ, বাবিলন-রাজ যেরুসালেমে এসে তার রাজাকে ও তার নেতাদের নিজেরই কাছে সেই বাবিলনে নিয়ে গেল। সে রাজবংশের একজনকে বেছে নিয়ে তার সঙ্গে সন্ধি করল ও শপথে তাকে আবদ্ধ করল। পরে সে দেশের পরাক্রমী সকলকে দেশছাড়া করল, যেন রাজ্য দুর্বল হয়ে আর বৃদ্ধি পেতে না পারে, সেও যেন স্থিতিশীল হয়ে তার সঙ্গে সেই সন্ধি রক্ষা করে। কিন্তু সে তার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে রণ-অশ্ব ও বহু সৈন্য যোগাড় করার জন্য মিশরে দূত পাঠাল। সে কি সফল হতে পারবে? এমন কাজ যে করে, সে কি কখনও নিষ্কৃতি পাবে? সন্ধি যে ভঙ্গ করে, সে কি কখনও অদণ্ডিত থাকবে?

এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমার জীবনেরই দিব্যি, আমার যে শপথ সে অবজ্ঞা করেছে, আমার যে সন্ধি সে ভঙ্গ করেছে, এই সমস্ত কিছুর ফল আমি তার মাথায় নামিয়ে আনব। আমি তার উপরে আমার জাল ফেলব, সে আমার ফাঁদে ধরা পড়বে; আমি তাকে বাবিলনে নিয়ে যাব, এবং সেইখানে তার বিচার করব, কারণ সে আমার প্রতি অবিশ্বস্ততা দেখিয়েছে। তার সৈন্যদলের সেরা যোদ্ধারা খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে, যারা রেহাই পাবে, তাদের চার বায়ুতে বিক্ষিপ্ত করা হবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই, প্রভু, একথা বললাম।

প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
আমিই এরসগাছের চূড়া থেকে,
তার সর্বোচ্চ ডাল থেকে একটা কোমল ডাল তুলে নিয়ে
উচ্চ ও উন্নত এক পর্বতে তা রোপণ করব;
ইস্রায়েলের সর্বোচ্চ পর্বতেই তা রোপণ করব।
তা বহু শাখায় ভূষিত হবে ও ফলবান হবে,
হয়ে উঠবে বিশাল এরসগাছ।
তার তলে সবরকম উড়ন্ত প্রাণী বাসা বাঁধবে,
তার শাখার ছায়ায় সবরকম পাখি বিশ্রাম করবে।
তাতে বনের সমস্ত গাছ জানবে যে,
আমিই প্রভু,
যিনি উচ্চ গাছ নত করি ও নিচু গাছ উচ্চ করি;
সতেজ গাছ শুষ্ক করি ও শুষ্ক গাছ সতেজ করি।
আমিই, প্রভু, একথা বললাম, আর তাই করব।'

শ্লোক এজে ১৭:২৩; মথি ১৩:৩১,৩২

প্র আমি ইস্রায়েলের সর্বোচ্চ পর্বতেই তা রোপণ করব, তা হয়ে উঠবে বিশাল এরসগাছ।
উ তার শাখার ছায়ায় সবরকম পাখি বিশ্রাম করবে।
প্র স্বর্গরাজ্য তেমন একটা সর্ষে-দানার মত, যা সকল বীজের চেয়ে ছোট, কিন্তু একবার বেড়ে উঠলে পর তা গাছ হয়ে ওঠে।
উ তার শাখার ছায়ায় সবরকম পাখি বিশ্রাম করবে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকগণ বিষয়ক উপদেশ' **উপদেশ ৪৬:১৪-১৫**

সময়ে অসময়ে কাজে অনুরক্ত হও

যে মেষগুলি পথভ্রষ্ট, তাদের তোমরা ফিরিয়ে আননি, যেগুলি পথহারা, তাদের খোঁজ করনি। এ মুহূর্ত থেকে আমরা ঠিক যেন দস্যুর হাতে ও ক্রোধোন্মত্ত নেকড়ের দাঁতে পড়ে আছি, আর তেমন বিপদের জন্য তোমাদের

কাছে প্রার্থনা যাচনা করি। তাছাড়া মেষগুলোও বাধ্য নয়। তারা হারিয়ে গেলে আমরা তাদের খোঁজে গেলে তারা নাকি নিজ ভ্রান্তি ও সর্বনাশ ঘটিয়ে বলে যে, তারা আমাদের নয়: 'তোমরা কেন আমাদের চাচ্ছ? কেন আমাদের খোঁজ করছ?' ঠিক যেন তাদের চাওয়া ও খোঁজ করার কারণ এ নয় যে, তারা পথভ্রষ্ট ও হারানো! তারা নাকি বলে, 'আমরা ভ্রান্তি ও সর্বনাশের হাতে থাকলে তুমি আমাকে চাচ্ছ কেন? কেন আমার খোঁজ করছ?' তুমি ভ্রান্তিতে রয়েছ বলেই আমি তোমাকে ডাকতে চাচ্ছি; তুমি সর্বনাশের হাতে রয়েছ বলেই আমি হস্তক্ষেপ করতে চাচ্ছি। 'আমি এভাবেই পথভ্রষ্ট হতে চাচ্ছি, এভাবেই নিজেকে হারাতে চাচ্ছি।'

তুমি কি এভাবেই পথভ্রষ্ট হতে চাচ্ছ? এভাবেই কি নিজেকে হারাতে চাচ্ছ? কিন্তু আমি মহত্তর কারণেই তা চাচ্ছি না, এজন্য তোমাকে স্পষ্টই বলছি, সময়ে অসময়েই কথা বলতে থাকব। আমি তো প্রেরিতদূতের এ বাণী শুনতে পাচ্ছি: *বাণী প্রচার কর, সময়ে অসময়ে প্রচারকাজ জোর দিয়ে করে চল।* কাদের কাছে সময়ে, ও কাদের কাছে অসময়ে? তাদেরই কাছে সময়মত, যারা সম্মত; তাদেরই কাছে অসময়ে, যারা অসম্মত। হ্যাঁ, আমি অসময়েও কথা বলতে প্রস্তুত, তাই সাহস করে তোমাকে বলছি: তুমি পথভ্রান্ত হতে চাচ্ছ, তুমি নিজেকে হারাতে চাচ্ছ, আচ্ছা, আমি তা চাচ্ছি না। পরিশেষে তিনিই তা চাচ্ছেন না, আমি যাঁকে ভয় করি। আমি তোমাদের সর্বনাশ চাইলে, শোন তিনি আমাকে কী বলবেন, শোন আমার বিরুদ্ধে তিনি কী অভিযোগ তুলবেন: *যে মেষগুলি পথভ্রষ্ট, তাদের তোমরা ফিরিয়ে আননি, যেগুলি পথহারা, তাদের খোঁজ করনি।* আমি কি তাঁর চেয়ে তোমাকেই ভয় করব? *আমাদের সকলকেই খ্রীষ্টের বিচারমঞ্চে দাঁড়াতে হবে!*

আমি পথভ্রষ্ট মেষকে ফিরিয়ে আনবই আনব, হারানোটার খোঁজে যাবই যাব। তুমি চাইলে বা না চাইলেও আমি তাই করব। আর তোমার খোঁজে যদিও বনের কাঁটাগাছ আমাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে, তবু আমি যত সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে ঢুকব, যত ঝোপের মধ্যে অনুসন্ধান করব, আর প্রভু আমাকে যতখানি শক্তি দেবেন আমি সর্বস্থানেই ততখানি চলতে থাকব। আমি পথভ্রষ্টকে ডাকতে থাকব, হারানোর খোঁজে ব্যস্ত থাকব। যদি আমাকে সহ্য করে বিরক্ত হতে না চাও, তাহলে পথভ্রষ্ট হয়ো না, হারিয়ে যেয়ো না। তুমি পথভ্রষ্ট ও হারানো হলে আমি যে দুঃখ করব, তা তো যথেষ্ট নয়; আমার ভয়, তোমাকে অবহেলা করায় আমি সবলকেও হত্যা করব। কেননা পরবর্তী বাণী শোন: *সবচেয়ে হৃষ্টপুষ্ট মেষকে তোমরা বধ করেছ।* আমি যদি পথভ্রষ্ট ও হারানো মেষকে অবহেলা করি, তবে বলবানও পথভ্রষ্ট হওয়ায় ও নিজেকে হারানোতে আনন্দ পাবে।

শ্লোক সিরা ৪:২৩,২৪; ২ তি ৪:২

প্র উপযুক্ত সময়ে কথা বলতে অস্বীকার করো না।
উ কথন থেকেই প্রজ্ঞার পরিচয়লাভ, এবং জিহ্বার বচন থেকেই সুশিক্ষার প্রকাশ।
প্র বাণী প্রচার কর, সময়ে অসময়ে প্রচারকাজ জোর দিয়ে করে চল।
উ কথন থেকেই প্রজ্ঞার পরিচয়লাভ, এবং জিহ্বার বচন থেকেই সুশিক্ষার প্রকাশ।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ মা ১২:৩২-৪৬

মৃতদের কল্যাণে পাপার্থে বলিদান

পঞ্চাশত্তমী বলে অভিহিত এই পর্বের পর তারা ইদুমেয়ার সেনাপতি গর্গিয়াসের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাল। গর্গিয়াস তাঁর তিন হাজার পদাতিক সৈন্য ও চারশ'জন অশ্বারোহীর সামনে এগিয়ে এলেন, আর তখন যে যুদ্ধ বেধে গেল, সেই যুদ্ধে অল্প কয়েকজন ইহুদী মারা পড়ল। বাকেনোরের লোকদের মধ্যে দসিতেওস নামে একজন যোদ্ধা—সে নিপুণ অশ্বারোহী বীরপুরুষ ছিল—গর্গিয়াসকে আক্রমণ করল; তাঁর চাদর ধরে সে তাঁকে প্রবল শক্তির সঙ্গে টেনে নিচ্ছিল; চাচ্ছিল, সে সেই ধূর্তকে জীবিতই ধরবে; কিন্তু থ্রাসীয় একজন অশ্বারোহী দসিতেওসের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কাঁধ কেটে ফেলল; তাই গর্গিয়াস মারিসাতে পালিয়ে যেতে পারলেন। এদিকে, যেহেতু এসদ্রিয়া ও তার লোকেরা বেশ কিছু সময় ধরে লড়াই করার ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, সেজন্য যুদা প্রভুকে মিনতি জানালেন, যেন যুদ্ধে তিনি তাদের মিত্র ও নেতা রূপে নিজেকে দেখান। তারপর মাতৃভাষায়

জোর গলায় রণধ্বনি তুলে ও বন্দনাগান করতে করতে তিনি গর্গিয়াসের সৈন্যদলকে আকস্মিক আঘাতে আক্রমণ করে তাদের হটিয়ে দিলেন।

পরে যুদা সৈন্যদলকে জড় করে আদুল্লাম শহরের দিকে এগিয়ে গেলেন। সপ্তাহের সপ্তম দিন হওয়ায় তারা প্রথামত আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া পালন করে সেখানে সাব্বাৎ কাটাল। ব্যাপারটা প্রয়োজনীয় বলে দাঁড়িয়েছে বিধায় যুদার লোকেরা পরদিন মৃতদের তাদের পূর্বপুরুষদের সমাধিমন্দিরে তাদের মৃত আত্মীয়দের সঙ্গে সমাধি দেবার জন্য রণক্ষেত্র থেকে মৃতদেহগুলো তুলতে গেল। কিন্তু তারা যখন দেখতে পেল যে, প্রত্যেক মৃতজনের জামার নিচে যাম্নিয়ার দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদিত একটা ছোট্ট মূর্তি আছে—এ ব্যবহার এমন, যা ইহুদীদের পক্ষে বিধানবিরুদ্ধ, তখন, এরা সকলে কোন্ কারণেই মারা পড়েছে, ব্যাপারটা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াল। তাই যে ন্যায়বিচারক গুপ্ত অপরাধ স্পষ্ট করে তোলেন, সেই ঈশ্বরের পথ ধন্য ক'রে তারা সকলে প্রার্থনায় মন দিল; তারা মিনতি জানাল, যেন সেই সাধিত পাপের জন্য পূর্ণ ক্ষমা দান করা হয়। মহাবীর যুদা যোদ্ধাদের পাপমুক্ত থাকতে সদুপদেশ দিলেন,—তারা তো দেখেছিল সেই মারা পড়া লোকদের পাপের ফল কী! তারপর সকলের কাছ থেকে চাঁদা তুলে প্রায় চার হাজার রৌপ্যমুদ্রা সংগ্রহ করে তা যেরুসালেমে পাঠিয়ে দিলেন যেন একটা পাপার্থে বলিদান করা হয়; তাঁর এই কাজ সত্যিই ভাল ও প্রশংসনীয় কাজ, কারণ পুনরুত্থানের কথা চিন্তা করেই তিনি তা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কেননা তাঁর যদি দৃঢ় প্রত্যয় না থাকত যে পতিতেরা পুনরুত্থান করবে, তাহলে মৃতদের কল্যাণে প্রার্থনা করা অনাবশ্যক ও অর্থহীন হত। কিন্তু ভক্তিপূর্ণ অন্তরে যারা চিরনিদ্রা যায়, তাদের জন্য সঞ্চিত অপরূপ পুরস্কারেরই কথা যদি ছিল যুদার লক্ষ্য, তাহলে তাঁর ধারণা সাধু ও পবিত্র ছিল। সুতরাং, মৃতেরা যেন পাপমোচন লাভ করে, এই উদ্দেশ্যে তিনি এমন ব্যবস্থা করলেন, যেন মৃতদের জন্য প্রায়শ্চিত্তবলি উৎসর্গ করা হয়।

শ্লোক ২ মা ১২:৪৫ দ্রঃ

প্র ভক্তিপূর্ণ অন্তরে যারা চিরনিদ্রা যায়,
উ তারা অপরূপ পুরস্কার লাভ করবে।
প্র মৃতেরা যেন পাপমোচন লাভ করে, এই উদ্দেশ্যে তাদের জন্য প্রায়শ্চিত্তবলি উৎসর্গ করা সত্যিই পুণ্য ও পরিত্রাণদায়ী সঙ্কল্প।
উ তারা অপরূপ পুরস্কার লাভ করবে।

দ্বিতীয় পাঠ - নাজিয়াঞ্জুসের সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি **উপদেশ ৭:২৩-২৪**

মৃতদের কল্যাণ প্রার্থনা করা সত্যি পুণ্যকর্ম

মানুষ কী যে তুমি তার কথা স্মরণে রাখ? এই যে নতুন রহস্য আমাকে ঘিরে রাখে, সেই রহস্য কী? আমি ছোট ও মহান, নগণ্য ও উৎকৃষ্ট, মরণশীল ও অমর, মর্ত ও স্বর্গীয়। প্রথম শব্দগুলিতে ইঙ্গিত করা বিষয় হল এই নিম্ন জগতে আমার সাধারণ সম্পদ; দ্বিতীয় শব্দগুলির বিষয় আমার কাছে ঈশ্বর থেকেই আগত; প্রথমগুলি দৈহিক, দ্বিতীয়গুলি আত্মিক। আমার পক্ষে খ্রীষ্টের সঙ্গে সমাহিত হওয়া দরকার, যাতে খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থান করতে, খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী হতে, ঈশ্বরের সন্তান হতে, এমনকি একপ্রকারে ঈশ্বর হতে পারি।

আমাদের কাছে মহারহস্যটির শিক্ষা এরূপ: যিনি আমাদের জন্য মানবদশা ধারণ করলেন, সেই ঈশ্বর নিজেকে নিঃস্ব করলেন যাতে আমাদের পতিত মানবতা উন্নীত করতে পারেন ও আমাদের মধ্যে তাঁর কলুষিত প্রতিমূর্তি নবায়ন করতে পারেন, আমরা সকলে যেন সেই খ্রীষ্টে এক হতে পারি যিনি আমাদের সকলের মধ্যে তাঁর নিজের পরিপূর্ণতা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করলেন, ফলত আমরা যেন *পুরুষ বা নারী, ভিনভাষী বা স্কুথীয়, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ* আর না হই, কেননা এসব কিছু হল মাংসের লক্ষণ এবং ভেদাভেদ, বরং যেন আমাদের মধ্যে কেবল সেই ঈশ্বরেরই চিহ্ন বহন করি যাঁর দ্বারা ও যাঁর উদ্দেশ্যে আমরা সৃষ্ট হয়েছি, এমনকি তাঁর দ্বারা আমরা এমনভাবে নির্মিত ও চিহ্নিত হয়েছি যে কেবল তাঁর কাছেই আমাদের প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত।

আহা, আমরা যা প্রত্যাশা করি, উপকর্তা ঈশ্বরের মহামঙ্গলময়তা অনুসারে আমরা যদি তা হয়ে উঠতে

পারতাম! তিনি অল্প কিছুই দাবি করেন; কিন্তু যারা সরল মনে তাঁকে ভালবাসে, তিনি তাদের কাছে এখন ও ভাবী যুগে অপরিসীম দান মঞ্জুর করেন। তার মানে, আমরা যখন তাঁর প্রতি ভালবাসা ও প্রত্যাশার খাতিরে *সবকিছু বহন করি, সবকিছু সহ্য করি,* সুখে-দুঃখে সবকিছুর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই, এবং আমাদের আত্মা ও আমাদের সহযাত্রীদেরই আত্মা তাঁর স্মরণে সঁপে দিই যারা আমাদের চেয়ে অধিক প্রস্তুত হয়ে তাঁর আবাসে আগেই পৌঁছেছে, তখন তিনি সেই অপরিসীম দান মঞ্জুর করেন।

হে স্রষ্টা, তুমিই নিখিল সৃষ্টির নির্মাতা, তুমিই সামান্য এই আমাকেও সৃষ্টি করেছ! হে ঈশ্বর, তুমিই তোমার সকল মানুষের পিতা ও শাসনকর্তা! হে জীবন-মৃত্যুর নিয়ন্তা! হে আমাদের প্রাণের রক্ষক ও প্রতিপালক! তুমিই সমস্ত কিছু রচনা কর, সময়মতই সবকিছু রচনা কর। তুমি যে তোমার উচ্চতম প্রজ্ঞা ও যত্নশীলতা অনুসারে ঐশবাণীর মাধ্যমে সমস্ত কিছুর গতি পরিচালনা কর, যাচনা করি: আমাদের প্রথমজাতজনের বিদায় গ্রহণ কর।

যতদিন আমরা গন্তব্যস্থানে না পৌঁছি, দেহে প্রবাসী এই আমাদের ততদিন চালিত ক'রে সময় হলে আমাদেরও গ্রহণ কর। সেদিন আমরা যেন তোমার সামনে শান্ত মনেই দাঁড়াই, ভয়ে অভিভূত হয়ে নয়; সেই চরম দিনে আমরা যেন তোমার প্রতি পিঠ ফিরিয়ে না থাকি, আমাদের অন্তরও যেন তোমার বিমুখ না হয়। সংসার ও দেহলালসার প্রতি আসক্ত তেমন মানুষদের মত আমরা যেন সেদিনে সংসার থেকে নিজেদের উচ্ছিন্ন ও বিদীর্ণ বোধ না করি, কিন্তু তৈরী ও তৎপর হয়েই আমরা যেন সেই পরমধন্য ও অন্তহীন জীবনের দিকে পদার্পণ করি— যে জীবন আমাদের প্রভু সেই খ্রীষ্টযীশুতে নিহিত, যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক সাম ১০৩:১৫ দ্রঃ

প্র প্রভু যীশু, যাদের জন্য তুমি নিজের রক্ত দান করেছ, আমাদের সেই ভাইবোনদের তোমার কাছে গ্রহণ কর:
উ মনে রেখ, আমরা ধুলা, মাঠের ফুলের মতই তো মানুষের আয়ুষ্কাল।
প্র হে দয়াবান, কৃপাময়, করুণাশীল প্রভু,
উ মনে রেখ, আমরা ধুলা, মাঠের ফুলের মতই তো মানুষের আয়ুষ্কাল।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজে ১৮:১-১৩,২০-৩২

প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী বিচারিত হবে

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'তোমরা কেন ইস্রায়েল-দেশভূমির বিষয়ে এই প্রবাদ বলে চল যে, পিতারা অম্ল আঙুরফল খেলে ছেলেদেরই দাঁত টকেছে? আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভুর উক্তি— ইস্রায়েলের মধ্যে তোমাদের এই প্রবাদ তোমরা আর বলতে পারবে না। দেখ, সমস্ত প্রাণ আমারই: যেমন পিতার প্রাণ, তেমনি সন্তানের প্রাণও আমার; যে পাপ করেছে, সেই মৃত্যুভোগ করবে।

যে কেউ ধার্মিক হয় এবং ন্যায় ও ধর্মাচরণ করে, পর্বতের উপরে খায় না, ইস্রায়েলকুলের পুতুলগুলির প্রতি তাকায় না, প্রতিবেশীর স্ত্রীকে মানভ্রষ্টা করে না, ঋতুমতী স্ত্রীর কাছে যায় না, কাউকে অত্যাচার করে না, ঋণীকে বন্ধকী দ্রব্য ফিরিয়ে দেয়, কারও জিনিস জোর করে কেড়ে নেয় না, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করে, বস্ত্রহীনকে পোশাক পরায়, সুদে ঋণ দেয় না, অর্থবৃদ্ধি দাবি করে না, অন্যায় থেকে হাত দূরে রাখে, মানুষদের মধ্যে ন্যায্যতার সঙ্গে নিষ্পত্তি করে, আমার বিধিপথে চলে, ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সদাচরণ ক'রে আমার নিয়মনীতি পালন করে, সে-ই ধার্মিক, সে-ই বাঁচবে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

কিন্তু কোন মানুষের যদি এমন সন্তান থাকে যে হিংসাপন্থী ও রক্তলোভী এবং সেই প্রকার কুকর্ম সাধন করে, পিতা তেমন কিছু কখনও না করলেও তার যদি এমন সন্তান থাকে যে পর্বতের উপরে খায়, প্রতিবেশীর স্ত্রীকে মানভ্রষ্টা করে, দীনহীন ও নিঃস্বকে অত্যাচার করে, পরের জিনিস জোর করে কেড়ে নেয়, বন্ধকী দ্রব্য ফিরিয়ে

দেয় না, পুতুলগুলির প্রতি তাকায়, জঘন্য কর্ম সাধন করে, সুদে ঋণ দেয়, ও অর্থবৃদ্ধি দাবি করে, তবে সেই সন্তান কি বাঁচবে? না, সে বাঁচবে না; তেমন জঘন্য কাজ করেছে বিধায় সে মরবে, সে নিজেই নিজের মৃত্যুর দায়ী হবে। পাপ যে করেছে, তাকেই মরতে হবে; পিতার অপরাধের ভার সন্তান বহন করে না, ও সন্তানের অপরাধের ভার পিতা বহন করে না; ধার্মিককে তার ধর্মিষ্ঠতা, ও দুর্জনকে তার দুষ্কর্ম আরোপ করা হবে।

কিন্তু দুর্জন যদি নিজের সাধিত সমস্ত পাপ থেকে ফেরে, ও আমার বিধিসকল পালন করে, এবং ন্যায় ও ধর্মাচরণ করে, সে অবশ্যই বাঁচবে, সে মরবে না। সেই ক্ষণ থেকে তার আগেকার কোন অধর্ম তার বিরুদ্ধে আর স্মরণ করা হবে না; বরং সে যে ধর্মাচরণ করেছে, তা গুণেই বাঁচবে। আমি কি দুর্জনের মৃত্যুতে প্রীত?—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—বরং সে যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই কি আমি প্রীত নই?

কিন্তু ধার্মিক মানুষ যদি নিজের ধর্মিষ্ঠতা থেকে ফিরে অন্যায় করে, ও দুর্জনের সমস্ত জঘন্য কর্মের অনুকরণে অধর্ম সাধন করে, তবে সে কি বাঁচবে? তার আগের যত শুভকর্ম আর স্মরণে আনা হবে না; সে যে অপরাধ করেছে ও যে পাপ করেছে, তার কারণেই মরবে।

তোমরা নাকি বলছ: প্রভুর ব্যবহার সঠিক নয়। হে ইস্রায়েলকুল, একবার শোন! আমার ব্যবহার কি সঠিক নয়, না, তোমাদেরই ব্যবহার সঠিক নয়? ধার্মিক মানুষ যখন নিজের ধর্মিষ্ঠতা থেকে ফিরে অন্যায় করে ও তার কারণে মরে, তখন ঠিক তার সাধিত অন্যায়ের কারণেই মরে। একই প্রকারে দুর্জন যখন নিজের সাধিত দুষ্কর্ম থেকে ফিরে ন্যায় ও ধর্মাচরণ করে, তখন সে নিজেকে বাঁচায়। সে বিবেচনা করে নিজের সাধিত সমস্ত অধর্ম থেকে ফিরল; তাই সে অবশ্যই বাঁচবে, মরবে না। অথচ ইস্রায়েলকুল নাকি বলছে, প্রভুর ব্যবহার সঠিক নয়! হে ইস্রায়েলকুল, আমার ব্যবহার কি সঠিক নয়, না, তোমাদেরই ব্যবহার সঠিক নয়? সুতরাং, হে ইস্রায়েলকুল, আমি তোমাদের প্রত্যেকের আচার ব্যবহার অনুসারেই তোমাদের বিচার করব—প্রভুর উক্তি। মন ফেরাও, তোমাদের যত অন্যায় প্রত্যাখ্যান কর, তখন সেই অন্যায় হবে না তোমাদের সর্বনাশের কারণ। তোমাদের সাধিত সমস্ত অন্যায় ছেড়ে নিজেদের মুক্ত কর; নিজেদের জন্য গড়ে তোল এক নতুন হৃদয়, এক নতুন আত্মা। হে ইস্রায়েলকুল, তোমরা কেন মরতে চাও? আমি তো কারও মৃত্যুতে প্রীত নই—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। মন ফেরাও, তবেই বাঁচবে।'

শ্লোক যেরে ৩১:২৯; এজে ১৮:২০,৩০

প্র সেই দিনগুলিতে কেউই আর বলবে না: পিতারা অম্ল আঙুরফল খেলে ছেলেদেরই দাঁত টকেছে।
উ পাপ যে করেছে, তাকেই মরতে হবে।
প্র আমি তোমাদের প্রত্যেকের আচার ব্যবহার অনুসারেই তোমাদের বিচার করব: পিতার অপরাধের ভার সন্তান বহন করে না, ও সন্তানের অপরাধের ভার পিতা বহন করে না।
উ পাপ যে করেছে, তাকেই মরতে হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকগণ বিষয়ক উপদেশ' **উপদেশ ৪৬:১৮-১৯**

আঙুরলতার মত মণ্ডলী বৃদ্ধি পেয়ে সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে

আমার মেষগুলি পর্বতে পর্বতে ও যত উপপর্বতে ভ্রষ্ট হয়ে বেড়াচ্ছে, তারা সারা পৃথিবী জুড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। 'সারা পৃথিবী জুড়ে বিক্ষিপ্ত,' এর অর্থ কী? এর অর্থ হল: পার্থিব বিষয়ের অনুসরণ ক'রে তারা পৃথিবীর দৃষ্টিতে যা কিছু উজ্জ্বল তা-ই ভালবাসে, তাতেই আসক্ত হয়। তাদের জীবন যেন খ্রীষ্টে নিহিত থাকে, এর জন্য যে মৃত্যুভোগ করা প্রয়োজন, তারা এতে সম্মত নয়। হ্যাঁ, তারা 'সারা পৃথিবী জুড়ে বিক্ষিপ্ত,' কারণ পার্থিব বিষয়ের প্রতি আসক্ত; আবার এ কারণে যে, পথভ্রষ্ট মেষগুলো পৃথিবী জুড়েই রয়েছে। তারা তো বিভিন্ন স্থানে রয়েছে, গর্ব হল তাদের সকলের অনন্য মাতা, যেমন আমাদের কাথলিক মণ্ডলী হল সারা বিশ্বে বিস্তৃত সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসীর অনন্য মাতা।

ফলত, গর্ব বিচ্ছেদ জন্মায় ও ভালবাসা ঐক্য জন্মায়—এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তথাপি কাথলিক মাতা

মণ্ডলী, ও তার মধ্যে পালক নিজেই সর্বত্রই পথভ্রষ্টদের খোঁজ করেন, দুর্বলদের সান্ত্বনা দেন, পীড়িতদের চিকিৎসা করেন, বিক্ষতদের ক্ষতস্থান বেঁধে দেন—কাউকে এক স্থান থেকে, কাউকে অন্য স্থান থেকে গ্রহণ করেন, ও তারা নিজেদের কাছে অপরিচিত; কিন্তু তবুও মণ্ডলী তাদের সকলকে জানে, কারণ সে সকলের সঙ্গেই একীভূত।

মণ্ডলী এমন এক আঙুরলতার মত যা বৃদ্ধি পেতে পেতে সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে; ওরা কিন্তু এমন নিষ্প্রয়োজন শাখার মত যা অনুর্বর হওয়ায় কৃষকের ছুরি আঙুরলতা ছাটাই করার জন্যই কেটে দিয়েছে, আঙুরলতা উচ্ছিন্ন করার জন্য নয়। ফলে, সেই শাখাগুলো যেখানে ছাঁটাই করা হয়েছিল, সেইখানে রয়ে গেছে, কিন্তু আঙুরলতা সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়তে পড়তে সেই শাখাগুলোকেও জানে, যেগুলো তার সঙ্গে এখনও সংযুক্ত, আর সেগুলোকেও জানে, যেগুলো ছাঁটাই করা হলে পর তার কাছাকাছি পড়ে থাকছে।

তথাপি মণ্ডলী পথভ্রষ্টদের ডাকতে থাকে, কারণ এ কাটা ডালের বিষয়েও প্রেরিতদূত বলেন: *সেগুলোকে পুনরায় জোড়-কলম করে লাগানোর ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে।* সুতরাং পাল থেকে পথভ্রষ্ট মেষগুলোর কথা বলা হোক, বা আঙুরলতা থেকে ছাঁটাই করা শাখাগুলোর কথা বলা হোক, মেষগুলোকে ডাকার ব্যাপারে বা কাটা ডালগুলোকে আবার লাগানোর ব্যাপারে ঈশ্বর কম উপযুক্ত নন, কারণ তিনিই সর্বোত্তম মেষপালক, তিনিই সত্যকার কৃষক। *আমার মেষগুলি সারা পৃথিবী জুড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে,* আর সেই মন্দ পালকদের মধ্যে *এমন কেউই নেই যে তাদের অন্বেষণ বা সন্ধান করবে, এমন কেউই নেই যে তাদের ডাকবে*; না, তাদের খোঁজ করবে, এমন কোন মানুষ নেই!

সুতরাং, হে পালকেরা, প্রভুর বাণী শোন: আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভুর উক্তি। লক্ষ কর তিনি কোথা থেকে শুরু করেন। এ যেন ঈশ্বরের শপথেরই মত, তাঁর নিজের জীবনকেই সাক্ষীরূপে দাঁড় করান: *আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভুর উক্তি।* পালকেরা মারা গেল, কিন্তু মেষগুলো নিরাপদ; জীবনময় ঈশ্বর আছেন। কিন্তু কোন্ কোন্ পালক মারা গেল? যারা খ্রীষ্টের স্বার্থের নয়, নিজেদেরই স্বার্থের অন্বেষণ করছিল, তারা। তাহলে কি এমন পালক থাকবে, এমন পালককে পাওয়া যাবে, যারা নিজেদের স্বার্থের নয়, খ্রীষ্টেরই স্বার্থের অন্বেষণ করবে? হ্যাঁ, অবশ্যই থাকবে, অবশ্যই পাওয়া যাবে—এখনও তেমন পালকদের অভাব নেই, পরেও তেমন পালকদের অভাব থাকবে না!

শ্লোক ২ করি ৩:৪,৬,৫

প্র ঈশ্বরের সামনে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের তেমন ভরসা আছে!
উ তিনিই আমাদের এক নতুন সন্ধির সেবাকর্মী করে তুলেছেন—অক্ষরের নয়, আত্মারই এক সন্ধি।
প্র আমরা যে নিজেরাই কিছু ধারণা করতে নিজেদেরই গুণে উপযুক্ত, তা নয়; কিন্তু আমাদের যোগ্যতা ঈশ্বর থেকেই আসে:
উ তিনিই আমাদের এক নতুন সন্ধির সেবাকর্মী করে তুলেছেন—অক্ষরের নয়, আত্মারই এক সন্ধি।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ মা ৬:১-১৭

আন্তিওখস এপিফানেসের মৃত্যু

আন্তিওখস রাজা উত্তর প্রদেশগুলোর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে জানতে পারলেন যে, পারস্য দেশে এলিমাইস নামে একটা নগরী আছে, যা ধন-ঐশ্বর্য ও সোনা-রুপোর জন্য বিখ্যাত; এমনকি সেখানে ঐশ্বর্য-ভরা একটা মন্দিরও আছে, যার মধ্যে সেই সমস্ত স্বর্ণ রণসজ্জা, বক্ষস্ত্রাণ ও অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে, যা ফিলিপের সন্তান সেই মাকিদনিয়ার রাজা আলেকজান্দার সেখানে রেখেছিলেন, যিনি গ্রীকদের উপরে প্রথম রাজত্ব করেছিলেন। তাই তিনি সেখানে গিয়ে লুট করার জন্য শহরটাকে দখল করে নিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেই চেষ্টায় ব্যর্থ হলেন, কারণ শহরবাসীরা তাঁর পরিকল্পনা জানতে পেরে অস্ত্রের বলে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াল; তাই তাঁকে হটে যেতে হল, এবং বড় দুঃখের সঙ্গে পিছটান দিতে দিতে তিনি বাবিলনে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। তিনি

পারস্য দেশে তখনও রয়েছেন, এমন সময়ে এক দূত এসে তাঁকে এই খবর দিল যে, যুদার বিরুদ্ধে যে সৈন্যদল রণ-অভিযানে বেরিয়েছিল, তারা হটে যেতে বাধ্য হয়েছে; লিসিয়াসও অত্যন্ত শক্তিশালী এক সৈন্যদল নিয়ে ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের সামনে থেকে হটে যেতে বাধ্য হয়েছেন; তাছাড়া ইহুদীরা যে যে সৈন্যদলকে টুকরো টুকরো করে তাদের যে অস্ত্র, রণ-সরঞ্জাম ও বাকি সবকিছু লুট করেছিল, তা নিয়ে এখন খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে; অবশেষে, তিনি যেরুসালেমে যজ্ঞবেদির উপরে যে জঘন্য বস্তুটা বসিয়েছিলেন, ইহুদীরা তা ভেঙে দিয়েছে, পবিত্রধামটিকে আগের মত উচ্চ প্রাচীর দিয়েই ঘিরে ফেলেছে, এবং তাঁর নিজের একটা শহর, সেই বেথ্-সুরেও, প্রাচীর দিয়েছে।

এই সমস্ত খবর শুনে রাজা একেবারে স্তম্ভিত হলেন, অন্তরে অত্যন্ত বিচলিত হলেন; তিনি শয্যা নিলেন ও দুঃখে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কারণ তিনি যেমন আশা করেছিলেন, সেইমত কিছুই ঘটেনি। তেমন অবস্থায় তিনি বহুদিন কাটালেন, দুঃখের তীব্র লাঞ্ছনায় বারবার আক্রান্ত হলেন, যতক্ষণ না তিনি বুঝলেন, মৃত্যু এবার সন্নিকট। তখন তাঁর সকল বন্ধুকে কাছে ডেকে তাদের বললেন, 'নিদ্রা আমার চোখ এড়াচ্ছে, আমার মন দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হচ্ছে; আমি ভাবলাম: আমি যে এতই ভাগ্যবান হয়ে আমার রাজাসনে ভালবাসার পাত্র ছিলাম, এবার কী করে এমন তীব্র ক্লেশের ধারে এসে পৌঁছেছি? কী করে এমন মারাত্মক অস্থিরতার মধ্যে পড়েছি? কিন্তু এখন সেই সমস্ত অনিষ্টের কথা আমার মনে পড়ছে, যা আমি যেরুসালেমের বিরুদ্ধে ঘটিয়েছিলাম, হ্যাঁ, সেখানে যত সোনা-রুপোর দ্রব্য-সামগ্রী ছিল, তা কেড়ে নিয়েছিলাম, এবং অকারণে যুদা-বাসীদের বিনাশ করতে হুকুম দিয়েছিলাম। আমি স্বীকার করছি যে, তেমন কিছুর ফলেই এই সমস্ত অমঙ্গল এখন আমার উপর আঘাত হানছে: আর দেখ, নিদারুণ দুঃখের জ্বালায় আমি বিদেশী মাটির বুকে মরতে বসেছি।' তিনি তাঁর রাজবন্ধুদের একজন সেই ফিলিপকে আহ্বান করে তাঁকে সমস্ত রাজ্যের অস্থায়ী শাসনকর্তা করে নিযুক্ত করলেন; রাজমুকুট, রাজসজ্জা ও আঙটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তিনি তাঁকে তাঁর ছেলে আন্তিওখসকে পরিচালনা করতে ও রাজ্যভার গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করতে দায়িত্ব দিলেন। একশ' ঊনপঞ্চাশ সালে সেই জায়গায়ই আন্তিওখস রাজার মৃত্যু হয়। লিসিয়াস যখন জানতে পারলেন, রাজার মৃত্যু হয়েছে, তখন তাঁর পদে তাঁর সন্তান আন্তিওখসকে বসালেন; তাঁকে তিনি নিজেই ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছিলেন; তাঁর নাম এউপাতোর রাখলেন।

শ্লোক লুক ১:৫১-৫২; ১৮:১৪

প্র তিনি পরাক্রম সাধন করেছেন আপন বাহুবলে, গর্বিতদের বিক্ষিপ্ত করেছেন তাদের হৃদয়ের মতলবে,
উ তিনি ক্ষমতাশালীদের নামিয়ে দিয়েছেন সিংহাসন থেকে, বিনম্রদের করেছেন উন্নীত।
প্র যে কেউ নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা হবে; কিন্তু যে নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।
উ তিনি ক্ষমতাশালীদের নামিয়ে দিয়েছেন সিংহাসন থেকে, বিনম্রদের করেছেন উন্নীত।

দ্বিতীয় পাঠ - ফেকাঁর মঠাধ্যক্ষ যোহন-লিখিত 'ঐশতাত্ত্বিক স্বীকারোক্তি' **২:৩-৪**

উত্তম পালক খ্রীষ্ট দুঃখী এই আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন

হে পবিত্রতম পিতা, তোমার পুত্রের দেহধারণ ও তাঁর জন্মগ্রহণের জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি; আমার মাতা তাঁর সেই গৌরবময়ী জননীর জন্যও তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যাঁর উপরে আস্থা রাখি তিনি তোমার দয়ার কাছে আমাকে অধিক সহায়তা করবেন। আমি খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগ, ক্রুশ, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এজন্যও তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, তিনি এখন সপরাক্রমে তোমার ডান পাশে সমাসীন। আমি তাঁর সকল শিক্ষা ও কর্মের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কেননা এ দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়েই তিনি পুণ্য ও অনিন্দনীয় জীবন যাপন করতে আমাদের গঠন করেন ও উদ্বুদ্ধ করেন।

আমি তাঁর সেই অপরূপ ও অমূল্য রক্তক্ষরণের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কেননা সেই রক্তক্ষরণেই আমরা মুক্তি পেয়েছি; তাঁর সেই দেহ-রক্তের পরিত্রাণদায়ী রহস্যের জন্যও তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কেননা তা গ্রহণ করে আমরা প্রতিদিন তোমার মণ্ডলীতে পরিপুষ্ট ও পবিত্রিত হয়ে উঠি ও অনন্য সর্বোচ্চ ঈশ্বরত্বের সহভাগী হয়ে উঠি।

আমাদের ঈশ্বর প্রভু, আমি তোমার অসীম দয়া ও তোমার সমস্ত করুণার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কেননা সেই করুণা গুণেই তুমি প্রসন্ন হয়ে এতই অসাধারণ ভাবে আমাদের সহায়তায় এসেছ: আমরা তো পাপে বিনষ্টই ছিলাম, কিন্তু মুক্তি পেয়েছি তোমার স্বয়ং পুত্র আমাদের সেই মুক্তিসাধক দ্বারা যাঁকে *আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে।* তিনি এখন তোমার ডান পাশে চিরজীবনময় হয়ে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন—তিনি যে সেই উত্তম পালক ও প্রকৃত মহাযাজক যিনি নিজ রক্তমূল্যে কেনা আপন বিশ্বস্ত মেষপালের দুঃখযন্ত্রণার অংশীদার। তোমার সঙ্গে তিনিও আমাদের প্রতি করুণাবিষ্ট, কারণ তিনিও ঈশ্বর—তোমার দ্বারা জনিত, তোমার সঙ্গে সহ-সনাতন ও তোমার সত্তার সম্পূর্ণরূপে অধিকারী: ঈশ্বর হওয়ায় সর্বশক্তিমানও বলে তিনি চিরকালের মত আমাদের মুক্তি সাধন করতে সক্ষম।

উপরন্তু তিনি তোমারই দ্বারা জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তারূপে নিযুক্ত হয়েছেন; কেননা তুমি তো কারও বিচার কর না, কিন্তু সমস্ত বিচার তোমার সেই পুত্রেরই হাতে তুলে দিয়েছ, যাঁর বুকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমস্ত ঐশ্বর্য-ধন নিহিত রয়েছে যাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে ন্যায়বান ও সত্যাশ্রয়ী বিচারক ও সাক্ষী হতে পারেন যার ফলে কোন মানুষের অন্তর যেন তাঁর দৃষ্টি না এড়াতে পারে।

ভয়ঙ্কর পরীক্ষা থেকে ধার্মিক প্রায়ই রেহাই পাবে না: আর আমি, আমি যে এত হীন, আমি যে প্রায়ই তোমার সকল আদেশ লঙ্ঘন করেছি, তোমার বিচারমঞ্চে উপনীত হয়ে আমি কী বলব, কী করব? হে করুণাময় পিতা ঈশ্বর, তোমার কাছে আমার এই যাচনা: যিনি শাশ্বতকালীন বিচারক ও *আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তবলি,* তাঁর খাতিরে আমার হৃদয়ের অনুতাপ ও অশ্রুপূর্ণ দুঃখ মঞ্জুর কর, যেন আমার প্রাণের ক্ষতস্থান সম্বন্ধে আমি দিনরাত অঝোরে চোখের জল ফেলি, কেননা এই তো প্রসন্নতার সময়, এই তো পরিত্রাণের দিন। আমার বহু দুষ্কর্ম ও আমার অসংখ্য পাপ যা এখন গুপ্ত, তা যেন সেই ভয়ঙ্কর বিচারের দিনে দূত ও স্বর্গদূত, নবী ও প্রেরিতদূত, পুণ্যজন ও সকল ধার্মিকের সামনে অভিব্যক্ত না হয়। আমাকে দয়া কর, প্রভু, আমাকে দয়া কর; তুমি তো বল: *দুর্জনের মৃত্যুতে আমি প্রীত নই; বরং সে যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই আমি প্রীত।*

শ্লোক তোবিত ১৩:২; দা ৩:৪০,২৬,৪২ দ্রঃ

প্র ধন্য পরমেশ্বর, তিনি নিত্য জীবনময়: কারণ তিনি শাস্তি দেন, আবার ক্ষমা করেন; পৃথিবীর গভীরতম পাতালে নামিয়ে দেন, মহাধ্বংসস্তূপ থেকে তুলে আনেন;

উ যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা আশাভ্রষ্ট হবে না।

প্র ধন্য প্রভু, আমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর: তিনি তাঁর বদান্যতা অনুসারেই ব্যবহার করেন আমাদের প্রতি।

উ যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা আশাভ্রষ্ট হবে না।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজে ২০:২৭-৪৪

ইস্রায়েলের ইতিহাসে অবিশ্বস্ততার বর্ণনা

এজন্য তুমি, হে আদমসন্তান, ইস্রায়েলকুলের কাছে কথা বল; তাদের বল: 'প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমার প্রতি অবিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবহার করে এতেও আমাকে অপমান করেছে যে, আমি তাদের যে দেশ দেব বলে হাত উত্তোলন করে শপথ করেছিলাম, যখন সেই দেশে তাদের আনলাম, তখন তারা সবরকম উচ্চ পর্বত ও সব ধরনের সবুজ গাছ দেখতে পেল, আর সেইখানে বলি দিল ও তাদের সেই প্ররোচনাজনক অর্ঘ্য নিবেদন করল; সেইখানে তাদের সুরভিত গন্ধদ্রব্য রাখল ও তাদের পানীয়-নৈবেদ্য ঢালল। আমি তাদের বললাম, তোমরা এই যে উচ্চস্থানে যাও, এটা বা কী? আর তাই আজ পর্যন্ত তার নাম 'উচ্চস্থান'

হয়ে রয়েছে। তাই তুমি ইস্রায়েলকুলকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তোমরা যখন তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রথামত নিজেদের অশুচি করছ, যখন তাদের ঘৃণ্য কর্ম অনুসারে ব্যভিচার করছ, তোমাদের অর্ঘ্য-নৈবেদ্য দ্বারা ও তোমাদের ছেলেদের আগুনের মধ্য দিয়ে পার করিয়ে যখন তোমরা আজ পর্যন্ত তোমাদের সমস্ত পুতুল দ্বারা নিজেদের অশুচি করছ, তখন, হে ইস্রায়েলকুল, আমি কি এমনটি হতে দেব যে, তোমরা আমার অভিমত অনুসন্ধান করবে? আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—না, আমি এমনটি হতে দেব না যে, তোমরা আমার অভিমত অনুসন্ধান করবে। আর তোমরা যা অন্তরে মনে করছ, তা কখনও হবে না; তোমরা তো বলছ, আমরা জাতিগুলির মতই হব, অন্যান্য দেশের সেই গোষ্ঠীদেরই মত হব, যারা কাঠ ও পাথর পূজা করে। আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—আমি শক্তিশালী হাতে, প্রসারিত বাহুতে ও রোষ বর্ষণ করে তোমাদের উপর রাজত্ব করব। এবং শক্তিশালী হাতে, প্রসারিত বাহুতে ও রোষ বর্ষণ করে জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের বের করে আনব; যে সকল দেশে তোমরা বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছ, সেই সকল দেশ থেকে তোমাদের জড় করব, এবং সর্বজাতির প্রান্তরে তোমাদের এনে সেইখানে মুখোমুখি হয়ে তোমাদের বিচার করব। আমি মিশর দেশের প্রান্তরে যেমন তোমাদের পিতৃপুরুষদের বিচার করেছিলাম, তেমনি তোমাদের বিচার করব—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। আমি আমার লাঠির নিচ দিয়ে যেতে তোমাদের বাধ্য করব, এবং সন্ধির জোয়ালের নিচ দিয়ে তোমাদের চালিত করব। যে সকল বিদ্রোহী মানুষ আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাদের সকলকে তোমাদের মধ্য থেকে দূর করে দেব; তারা যে দেশে বর্তমানে বাস করছে, সেখান থেকে তাদের বের করে আনব বটে, কিন্তু তারা ইস্রায়েল-দেশভূমিতে প্রবেশ করবে না; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।

হে ইস্রায়েলকুল, প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তোমরা যাও, প্রত্যেকে নিজ নিজ পুতুল পূজা কর, কিন্তু অবশেষে তোমরা আমার কথা শুনতে বাধ্য হবে; তখন তোমাদের অর্ঘ্য-নৈবেদ্য ও পুতুল দ্বারা আমার পবিত্র নাম আর অপবিত্র করবে না, কারণ আমার পবিত্র পর্বতে, ইস্রায়েলের সেই উচ্চ পর্বতে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—গোটা ইস্রায়েলকুল, দেশে সকলেই, আমার সেবা করবে; সেইখানে আমি প্রসন্নতার সঙ্গে তাদের গ্রহণ করে নেব, সেইখানে আমি তোমাদের সমস্ত অর্ঘ্য, তোমাদের নৈবেদ্যের প্রথমাংশ ও তোমাদের যত পবিত্রীকৃত উপহার দাবি করব। যখন জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের বের করে আনব, যখন তোমাদের জড় করব সেই সমস্ত দেশ থেকে যেখানে তোমরা বিক্ষিপ্ত ছিলে, তখন আমি সুরভিত সুগন্ধির মত প্রসন্নতার সঙ্গে তোমাদের গ্রহণ করে নেব: জাতিগুলির দৃষ্টিগোচরে আমি তোমাদের দ্বারা নিজেকে পবিত্র বলে দেখাব। আর আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশ দেব বলে হাত উত্তোলন করে শপথ করেছিলাম, সেই ইস্রায়েল-দেশভূমিতে যখন তোমাদের আনব, তখন তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু। সেখানে তোমরা তোমাদের সেই আচার ব্যবহার ও সমস্ত অপকর্ম স্মরণ করবে, যা দ্বারা নিজেদের কলুষিত করেছ; এবং তোমাদের সাধিত সেই সমস্ত কুকর্মের জন্য নিজেদেরই অধিক ঘৃণা করবে। হে ইস্রায়েলকুল—প্রভুর উক্তি—আমি যখন তোমাদের দুরাচার অনুসারে নয়, তোমাদের কুকর্ম অনুসারেও নয়, কিন্তু আমার নিজের নামের খাতিরেই তোমাদের প্রতি ব্যবহার করব, তখন তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।'

শ্লোক এজে ২০:৩৬,৩৭,৪৩

প্র আমি প্রান্তরে যেমন তোমাদের পিতৃপুরুষদের বিচার করেছিলাম, তেমনি তোমাদের বিচার করব—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

উ আমি আমার লাঠির নিচ দিয়ে যেতে তোমাদের বাধ্য করব, এবং সন্ধির জোয়ালের নিচ দিয়ে তোমাদের চালিত করব।

প্র সেখানে তোমরা তোমাদের সেই আচার ব্যবহার ও সমস্ত অপকর্ম স্মরণ করবে, যা দ্বারা নিজেদের কলুষিত করেছ; এবং তোমাদের সাধিত সেই সমস্ত কুকর্মের জন্য নিজেদেরই
অধিক ঘৃণা করবে।

উ আমি আমার লাঠির নিচ দিয়ে যেতে তোমাদের বাধ্য করব, এবং সন্ধির জোয়ালের নিচ দিয়ে তোমাদের চালিত করব।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকগণ বিষয়ক উপদেশ' **উপদেশ ৪৬:২০-২১**

তারা যা বলে, তোমরা তা কর,
কিন্তু তারা যা করে, তোমরা তা করো না

সুতরাং, হে পালকেরা, প্রভুর বাণী শোন। কিন্তু তোমরা কী শুনবে? *প্রভু পরমেশ্বর একথা বলেন: দেখ, আমি সেই পালকদের বিপক্ষে! আমি তাদের হাত থেকে আমার মেষপাল আদায় করব।*

হে ঈশ্বরের মেষগুলো, শোন, উদ্বুদ্ধ হও: ঈশ্বর মন্দ পালকদের কাছ থেকে নিজ মেষগুলোকে আদায় করবেন, ও তাদের নিজেদের হাত দ্বারা ঘটিত মেষগুলোর মৃত্যু বিষয়ে জবাবদিহি চাইবেন। বাস্তবিকই তিনি একই নবীর মুখ দিয়ে অন্যত্র বলেন: *হে আদমসন্তান, আমি তোমাকেই ইস্রায়েলকুলের পক্ষে প্রহরীরূপে নিযুক্ত করলাম; আমার মুখের একটা বাণী শুনলে তুমি আমার পক্ষ থেকে তাদের সতর্ক কর। যখন আমি দুর্জনকে বলি: হে দুর্জন, তুমি মরবেই মরবে, তখন তুমি তার পথের বিষয়ে সেই দুর্জনকে সতর্ক করার জন্য যদি কিছু না বল, তবে সেই দুর্জন নিজের অপরাধের কারণে মরবে বটে, কিন্তু তোমারই কাছে আমি তার রক্তের কৈফিয়ত চাইব! কিন্তু তুমি সেই দুর্জনকে তার পথ থেকে ফেরাবার জন্য তার পথের বিষয়ে সাবধান বাণীর মত কিছু শোনালে যদি সে তার পথ থেকে না ফেরে, তবে সে তার নিজের অপরাধের কারণে মরবে, কিন্তু তুমি নিজের প্রাণ বাঁচাবে।*

ভাইবোনেরা, এর অর্থ কী? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ, নীরব থাকা কতই না বিপজ্জনক ব্যাপার? দুর্জন মরবে, আর তার মৃত্যু ন্যায্য; নিজ অধর্ম ও নিজ পাপের কারণেই মরবে, বাস্তবিকই তার অবহেলাই তার মৃত্যু ঘটায়, কেননা সে সেই জীবনময় পালককেই খুঁজে পেতে পারত যিনি বলেন: *আমি জীবনময়—প্রভুর উক্তি;* কিন্তু যেহেতু চেতনা-বাণী বলার জন্য যে অধ্যক্ষ ও প্রহরী বলে নিযুক্ত হয়েছিল সে চেতনা-বাণী না দেওয়ায় দুর্জন যখন জীবনময় পালকের খোঁজ নিতে অবহেলা করেছে, তখন তার মৃত্যুও ন্যায্য, অধ্যক্ষের বিনাশও ন্যায্য। কিন্তু, প্রভু বলছেন, আমি যাকে খড়্গের হুমকি দিয়েছি, তুমি যদি সেই দুর্জনকে বল *তোমার মৃত্যু হবে,* আর সে অবশ্যম্ভাবী খড়্গ এড়ানোতে অবহেলা করে ও খড়্গ তার উপরে এসে পড়ে তাকে সংহার করে, তবে সে নিজের পাপের কারণে মরবে, কিন্তু তুমি নিজ প্রাণ বাঁচাবে। এজন্য নীরব না থাকা আমাদের কর্তব্য; কিন্তু আমরা নীরব থাকলেও পবিত্র শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ পালকের বাণী শোনা তোমাদের কর্তব্য।

অতএব এসো, আমার সঙ্কল্প অনুসারে একটু দেখি, ভাল পালকদের হাতে মেষগুলোকে দেবার জন্য তিনি মন্দ পালকদের হাত থেকে সেগুলোকে কেড়ে নেন কিনা। কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি, তিনি মন্দ পালকদের হাত থেকে সেগুলোকে কেড়ে নেন; বস্তুত তিনি বলেন: *দেখ, আমি সেই পালকদের বিপক্ষে! আমি তাদের হাত থেকে আমার মেষপাল আদায় করব, এবং তাদের পালন-দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত করব। সেই পালকেরা নিজেদের আর পালন করবে না।* কেননা আমি যখন বলি, তারা আমার মেষগুলো পালন করুক, তখন তারা নিজেদেরই পালন করে, আমার মেষগুলোকে নয়: *তাদের পালন-দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত করব। সেই পালকেরা নিজেদের আর পালন করবে না।*

সেই পালকেরা যেন তাঁর মেষগুলো পালন না করে, তিনি কেমন করে সেগুলোকে তাদের হাত থেকে কেড়ে নেবেন? *তারা যা বলে, তোমরা তা কর; কিন্তু তারা যা করে, তোমরা তা করো না।* তিনি ঠিক যেন বলছেন, 'তারা আমার বাণী প্রচার করে, কিন্তু নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে। মন্দ পালকেরা যা করে, তোমরা যখন তা না করে থাক, তখন তারা তোমাদের পালন করছে না; কিন্তু তারা যা বলে, তোমরা যখন তা করে থাক, তখন আমিই তোমাদের পালন করছি।'

শ্লোক লুক ১২:৪২,৪৩; ১ করি ৪:২

প্র কে সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ, যাকে তার প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করবেন?
উ সুখী সেই দাস, যাকে তার প্রভু এসে তার নিজের কাজে ব্যস্ত পাবেন।
প্র গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়।
উ সুখী সেই দাস, যাকে তার প্রভু এসে তার নিজের কাজে ব্যস্ত পাবেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ মা ৯:১-২২

সংগ্রামে মাকাবীয় যুদার মৃত্যু

দেমেত্রিওস যখন শুনতে পেলেন, নিকানোরের মৃত্যু হয়েছে ও তাঁর সৈন্যদল যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে, তখন দ্বিতীয়বারের মত বাক্কিদেস ও আল্কিমসকে যুদেয়ায় পাঠিয়ে দিলেন; তাঁদের সঙ্গে তাঁর নিজের সামরিক বাহিনীর ডান পক্ষভাগও পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা গালিলেয়ার পথ ধরে আর্বেলা অঞ্চলে মেসালোতের উপরে শিবির বসালেন; কিন্তু আগে তা দখল করে নিয়ে বহু লোকের মৃত্যু ঘটালেন। একশ' বাহান্ন সালের প্রথম মাসে তাঁরা যেরুসালেমের বাইরে শিবির স্থাপন করলেন। পরে সেখান থেকে শিবির তুলে কুড়ি হাজার পদাতিক সৈন্য ও দু'হাজার রণ-অশ্ব নিয়ে বেরেয়ায় গেলেন। যুদা এলাসায় শিবির বসিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে তিন হাজার বাছাই করা যোদ্ধা ছিল। তেমন বিপুল সৈন্যদল দেখে তারা নিরাশ হয়ে পড়ল, এমনকি অনেকে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে মিলিয়ে গেল, তাই কেবল আটশ'জন লোক সেখানে রইল। যুদা যখন দেখলেন যে, তীব্র সংগ্রাম অবধারিত, অথচ, তাঁর সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হচ্ছে, তখন তাঁর অন্তর নিঃশেষ হল, কারণ তাঁর সকল যোদ্ধাকে সমবেত করার মত আর সময় ছিল না; নিরাশ হয়েও তবু তিনি, যারা তখনও তাঁর সঙ্গে ছিল, তাদের বললেন, 'ওঠ, আমাদের বিপক্ষদের মুখোমুখি হই; কে জানে, হয় তো তাদের পরাজিত করার শক্তি আমাদের এখনও আছে।' তারা কিন্তু এই বলে তাঁকে পিছটান দেওয়াতে চেষ্টা করছিল, 'নিজেদের বাঁচাব, এ ছাড়া আপাতত আমাদের আর বেশি শক্তি নেই, কিন্তু পরে আমাদের ভাইদের সঙ্গে আবার এসে সংগ্রাম করব; আমাদের সংখ্যা এখন যথেষ্ট নয়!' যুদা বলে উঠলেন, 'তাদের সামনে থেকে পালিয়ে যাব, এমন কাজ যেন কখনও না করি! যদি আমাদের ক্ষণ এসে থাকে, তবে এসো, আমাদের ভাইদের জন্য বীরপুরুষেরই মত মরি, কিন্তু আমাদের ব্যবহারের ফলে যেন আমাদের গৌরবের কোন কলঙ্ক না হয়!'

শত্রুদল শিবির ছেড়ে ইহুদীদের সামনে দাঁড়াল: অশ্বারোহীরা দু'ভাগে বিভক্ত হল, এবং ফিঙেধারী ও তীরন্দাজেরা সৈন্যদলের পুরোভাগে এগতে লাগল; সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা প্রথম সারিতে ছিল, এবং বাক্কিদেস নিজে ডান পাশে ছিলেন। তুরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সেই সুবিন্যস্ত দল দু'পাশ থেকে শুরু করে এগিয়ে আসতে লাগল; যুদার পক্ষের লোকেরাও তুরি বাজাল। সৈন্যদল দু'টোর কোলাহলে ভূমি কম্পান্বিত হল, এবং এমন প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হল, যা সকাল থেকে আরম্ভ হয়ে কেবল সন্ধ্যায় শেষ হল। যুদা লক্ষ করলেন যে, বাক্কিদেস ও সৈন্যদলের সবচেয়ে শক্তিশালী অঙ্গ ডানে ছিলেন; তখন তাঁর সবচেয়ে বীরপুরুষ যোদ্ধা তাঁর সঙ্গে যোগ দিল; তাদের প্রবল আঘাতে শত্রুদলের ডান পাশ চূর্ণ হল, আর যুদা আসদোদ পর্বত পর্যন্ত তাদের পিছনে ধাওয়া করলেন। কিন্তু বাঁ পাশের যোদ্ধারা যখন দেখল, ডান পাশ চূর্ণ হয়েছে, তখন যুদার ও তাঁর যোদ্ধাদের একই পথ ধরে পিছন থেকে তাদের আক্রমণ করল। এইভাবে এমন তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল যে, দু'পক্ষের বহু বহু যোদ্ধা মারা পড়ল। যুদাও মারা পড়লেন, তখন অন্য সকলে পালিয়ে গেল। যোনাথান ও সিমোন তাঁদের ভাই যুদাকে তুলে নিয়ে মদীনে তাঁর পিতৃপুরুষদের সমাধিমন্দিরে সমাধি দিলেন। সমগ্র ইস্রায়েল চোখের জল ফেলল; সকলে মহাশোক প্রকাশ করল, এবং অনেক দিন ধরে এই বলে বিলাপ করল, 'যিনি ইস্রায়েলকে ত্রাণ করতেন, সেই মহাবীরের কেমন পতন হল!' যুদার অন্য যত কর্মকীর্তি, তাঁর যুদ্ধ-সংগ্রাম, তাঁর দেখানো বীর্যবত্তা, তাঁর গৌরবের দাবি, এই সমস্ত কথা লেখা হয়নি; আসলে সেগুলোর সংখ্যা অগণন।

শ্লোক ১ মা ৪:৮,৯,১০ দ্রঃ

প্র শত্রুদের আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ো না; তোমাদের পিতৃপুরুষেরা কেমন ত্রাণ পেয়েছিলেন, এই কথা স্মরণ কর।

উ আমরা স্বর্গের দিকে কণ্ঠস্বর তুলি, যেন আমাদের ঈশ্বর আমাদের দয়া করেন।

প্র লোহিত সাগরে ফারাও ও তার সেনাদলের বিরুদ্ধে প্রভুর কর্মকীর্তির কথা স্মরণ কর।

উ আমরা স্বর্গের দিকে কণ্ঠস্বর তুলি, যেন আমাদের ঈশ্বর আমাদের দয়া করেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'শুভ মৃত্যু' **৩:৯; ৪:১৫**

এসো, সর্বদা সর্বস্থানে খ্রীষ্টের মৃত্যু বহন করে চলি

প্রেরিতদূত বলেন: *জগৎ আমার কাছে ক্রুশবিদ্ধ, আমিও জগতের কাছে ক্রুশবিদ্ধ।* উপরন্তু, আমরা যেন জানতে পারি যে, এ জীবনেও মৃত্যু রয়েছে, আর তেমন মৃত্যু শুভ, সেজন্য তিনি চেতনা-বাণী দিয়ে আমাদের বলেন যেন *সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যীশুর মৃত্যু বহন করে চলি, কারণ যে ব্যক্তি নিজের দেহে খ্রীষ্টের মৃত্যু বহন করে থাকবে, তার দেহে যীশুর জীবনও থাকবে।*

তবে আমাদের মধ্যে মৃত্যু নিজ কর্ম সাধন করুক, যাতে জীবনও নিজ কর্ম সাধন করতে পারে; মৃত্যুর পরে শুভ জীবন আসুক, অর্থাৎ বিজয়ের পরে শুভ জীবন আসুক, সংগ্রাম শেষে শুভ জীবন আসুক, যাতে দেহের বিধান আর আত্মার বিধানের বিরোধিতা না করতে পারে ও আমাদের মরণশীল দেহের সঙ্গে আর কোন সংগ্রাম না থাকে, কিন্তু মরণশীল দেহে বিজয়ই বিরাজ করে! আর আমি নিজেও জানি না, জীবনের চেয়েও এ মৃত্যু অধিক শক্তিশালী কিনা। অবশ্যই প্রেরিতদূতের প্রভাবশালী উক্তি দ্বারা আমি উদ্দীপিত; তিনি তো বলেন: *আমাদের মধ্যে মৃত্যুই সক্রিয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে জীবন।* একজনের মৃত্যু কতগুলো জাতিরই না জীবন গড়েছে! এভাবে তিনি এ শিক্ষা দেন যে, এ জীবনে থাকাকালেও আমাদের এ মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকতে হবে, যাতে আমাদের দেহে খ্রীষ্টের সেই মৃত্যু উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায়, সেই যে পরমধন্য মৃত্যু যা দ্বারা আমাদের বাইরের মানুষ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে চলছে *যেন অন্তরের মানুষ দিনে দিনে নবীকৃত হতে পারে, এবং আমাদের পার্থিব আবাস বিলীন হতে চলছে* যেন আমাদের জন্য স্বর্গীয় আবাস উন্মুক্ত হয়।

তাহলে মৃত্যুকে সে-ই অনুকরণ করে, যে এই দেহের সাহচর্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ও সেই সমস্ত শেকল থেকে নিজেকে মুক্ত করে, যা সম্বন্ধে ইসাইয়ার মুখ দিয়ে প্রভু বলেন, *অধর্মের সমস্ত বন্ধন খুলে দাও, নির্মম জোয়ালের বোঝা সরিয়ে দাও, বন্দিদের মুক্ত করে ছেড়ে দাও ও সমস্ত জোয়াল ভেঙে ফেল।*

প্রভু মৃত্যুকে অনুপ্রবেশ করতে দিলেন যাতে পাপের কর্তৃত্ব শেষ হতে পারে; আবার কিন্তু যেন মৃত্যুতে মানবস্বরূপের শেষ পরিণতি না হয়, সেজন্য মৃতদের পুনরুত্থান দেওয়া হয়েছে, যাতে মৃত্যু দ্বারা পাপ নিঃশেষিত হতে পারে, কিন্তু পুনরুত্থান দ্বারা মানবস্বরূপ চিরকালীন হতে পারে।

সুতরাং এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সকলেই পার হতে বাধ্য। প্রয়োজন রয়েছে, তুমি অবিরতই পার হতে থাকবে: কিন্তু ক্ষয়শীলতা থেকে অক্ষয়শীলতায়ই পার, মরণশীলতা থেকে অমরত্বেই পার, অস্থিরতা থেকে শান্তিতেই পার। তাই মৃত্যুর কথা শুনে তুমি যেন ঘৃণাবোধ না কর, কিন্তু শুভ পারের উপকার যেন তোমাকে আনন্দিত করে তোলে। কেননা রিপুর সমাধি ও সদ্‌গুণের জাগরণ ছাড়া মৃত্যু আর কী হতে পারে? এজন্য তিনিও বললেন: *ধার্মিকের মৃত্যুর মতই হোক আমার প্রাণের মৃত্যু,* অর্থাৎ কিনা, আমার প্রাণের সমাধি হোক, যেন রিপু ত্যাগ ক'রে আমার প্রাণ সেই ধার্মিকদের অনুগ্রহ ধারণ করে, যারা দেহে ও প্রাণে খ্রীষ্টের মৃত্যু বহন করে চলে।

শ্লোক ২ তি ২:১১-১২; সিরা ১:২৩

প্র একথা বিশ্বাস্য যে, আমরা যদি তাঁর সঙ্গে মরি, তবে জীবিতও থাকব তাঁর সঙ্গে;
উ যদি কষ্ট সহ্য করি, তবে রাজত্বও করব তাঁর সঙ্গে।
প্র ধৈর্যশীল মানুষ কিছুকালের মত সহ্য করে, শেষে কিন্তু তার আনন্দ বিস্ফুরিত হবে।
উ যদি কষ্ট সহ্য করি, তবে রাজত্বও করব তাঁর সঙ্গে।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজে ২৪:১৫-২৭

নবীর জীবন জনগণের পক্ষে চিহ্নস্বরূপ

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'হে আদমসন্তান, দেখ, আমি আকস্মিক এক মারাত্মক আঘাতেই তোমার চোখের প্রীতি তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে যাচ্ছি; কিন্তু তোমাকে শোক করতে, কাঁদতে বা চোখের জল ফেলতে নেই। নীরবেই দীর্ঘশ্বাস ফেল, মৃতজনের জন্য শোক করো না; মাথায় শিরোভূষণ বাঁধ, পায়ে জুতো দাও, দাড়ি ঢেকে রেখো না, শোকের রুটিও খেয়ো না।'

সকালবেলায় আমি লোকদের কাছে কথা বললাম, আর সন্ধ্যাবেলায় আমার স্ত্রীর মৃত্যু হল; পরদিন সকালে আমি সেই আজ্ঞামত কাজ করলাম। লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, 'তুমি যেভাবে ব্যবহার করছ, এর অর্থ কি আমাদের জানাবে না?' উত্তরে আমি বললাম, 'প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলেছে: তুমি ইস্রায়েলকুলকে একথা বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমার যে পবিত্রধাম তোমাদের শক্তির গর্ব, তোমাদের চোখের প্রীতি ও তোমাদের প্রাণের অভিলাষ, তা আমি অপবিত্রীকৃত হতে দেব; তোমাদের যে পুত্রকন্যাকে সেখানে ফেলে রেখেছ, তারা খড়্গের আঘাতে পড়বে। আমি যেমন করেছি, তোমরাও তখন সেইমত করবে: দাড়ি ঢেকে রাখবে না ও শোকের রুটি খাবে না। তোমরা মাথায় শিরোভূষণ ও পায়ে জুতো দেবে, শোক করবে না, কাঁদবেও না, কিন্তু তোমাদের অপরাধের জন্য ক্ষীণ হয়ে যাবে, ও নিজেদের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।

এজেকিয়েল তোমাদের পক্ষে প্রতীক-চিহ্ন হবে: যখন এই সব কিছু ঘটবে, তখন তোমরা ঠিক তারই মত ব্যবহার করবে, আর তখন জানবে যে, আমিই প্রভু পরমেশ্বর। আর তুমি, হে আদমসন্তান, যে দিন আমি তাদের কাছ থেকে তাদের শক্তি, তাদের কান্তির পুলক, তাদের চোখের প্রীতি, তাদের প্রাণের অভিলাষ, তাদের পুত্রকন্যাদের কেড়ে নেব, সেদিন এই সংবাদ দিতে রেহাই পাওয়া একজন লোক তোমার কাছে আসবে। সেদিন রেহাই পাওয়া সেই লোকের সঙ্গে কথা বলার জন্য তোমার মুখ খুলে দেওয়া হবে, তখন তুমি কথা বলবে, আর বোবা থাকবে না; তাদের পক্ষে তুমি প্রতীক-চিহ্ন হবে, তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।'

শ্লোক এজে ২৪:২৪; যোয়েল ২:১৩

প্র এজেকিয়েল তোমাদের পক্ষে প্রতীক-চিহ্ন হবে: যখন এই সব কিছু ঘটবে, তখন তোমরা ঠিক তারই মত ব্যবহার করবে,

উ আর তখন তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু পরমেশ্বর।

প্র তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো,

উ আর তখন তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু পরমেশ্বর।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকগণ বিষয়ক উপদেশ' উপদেশ ৪৬:২৪-২৫,২৭

আমি উর্বর চারণমাঠেই আমার মেঘগুলোকে পালন করব

আমি জাতিসকলের মধ্য থেকে তাদের ফিরিয়ে আনব, সমস্ত দেশ থেকে তাদের সংগ্রহ করব; আমি তাদের নিজেদের দেশভূমিতে ফিরিয়ে আনব, এবং ইস্রায়েলের পর্বতে পর্বতে তাদের চরাব। তিনি ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বত বলে পবিত্র শাস্ত্রের দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন: যাতে তোমরা নিরাপদে চরতে পার, সেখানেই চরে বেড়াও। সেখানে যা কিছু শুনতে পাবে, তা রুচিকর খাদ্য বলে উপভোগ কর; কিন্তু তার বাইরে যা কিছু আছে, তা উগরে দাও। কুয়াশার মধ্যে পথভ্রষ্ট হয়ো না, পালকদের কণ্ঠ শোন। পবিত্র শাস্ত্রের পাহাড়পর্বতে সম্মিলিত হও; এইখানে তো তোমাদের হৃদয়ের সুখ, এইখানে তো বিষাক্ত কিছু নেই, বিপজ্জনক কিছু নেই; শাস্ত্রের বাণীই উর্বর চারণভূমি! তোমরা যারা সুস্থ মেষ, কেবল তোমরাই এসো; সুস্থ মেষ যে তোমরা, ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বতে চরে বেড়াও।

জলস্রোতের ধারে ও পৃথিবীর যত লোকালয়ে …। উপরোক্ত পাহাড়পর্বত থেকেই তখন সুসমাচারের বাণীপ্রচারের জলস্রোত নির্গত হল, যখন *সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁদের কণ্ঠ পরিব্যাপ্ত হল*, ও পৃথিবীর যত লোকালয় মেষগুলোকে চরাবার জন্য আনন্দময় ও উর্বর হয়ে উঠল।

আমি সেরা চারণমাঠে তাদের চালনা করব, এবং তাদের ঘেরি হবে ইস্রায়েলের উচ্চ উচ্চ পর্বতের উপর; সেখানে তারা উত্তম ঘেরিতে শুয়ে বিশ্রাম করবে; অর্থাৎ সেইখানে তারা শুয়ে বিশ্রাম পাবে, সেইখানে বলবে, 'এখানে থাকা ভালই লাগে,' সেইখানে বলবে, 'সত্যি ও স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, আমরা প্রবঞ্চিত হইনি।' তারা ঈশ্বরের গৌরবেই বিশ্রাম করবে যেন তাদের নিজেদের ঘেরিতে। *তারা নিদ্রা যাবে*, অর্থাৎ তারা শুয়ে বিশ্রাম পাবে, ও *সুখে শান্তিতেই বিশ্রাম করবে।*

তারা ইস্রায়েলের পর্বতমালায় উর্বরতম চারণমাঠে চরে বেড়াবে। আমি ইস্রায়েলের এ পর্বতমালার কথা, উত্তমই পর্বতমালার কথা আগেও বলেছি, সেই *যে পর্বতমালার দিকে আমরা চোখ তুলি* যাতে সেখান থেকে আমাদের সহায়তা আসে। কিন্তু *আমাদের সহায়তা সেই প্রভুর কাছ থেকে আসে, আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাতা যিনি।* এজন্য আমাদের প্রত্যাশা যেন কেবল উত্তম পর্বতমালায় স্থাপিত না হয়, তিনি 'আমি আমার মেষগুলোকে ইস্রায়েলের পর্বতমালার উপরে চরাব' একথার পর পরেই বলে চললেন, *আমি নিজেই আমার মেষগুলোকে চরাব*, যাতে তুমি সেই পর্বতমালায় একা না থাক। যে পর্বতমালা থেকে তোমার সহায়তা আসবে, সেই পর্বতমালার দিকে চোখ তোল, কিন্তু তাঁর এ কথাও শোন, *আমিই তাদের চরাব।* হ্যাঁ, তোমার সহায়তা *সেই প্রভুর কাছ থেকে আসে, আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাতা যিনি।*

আর তাঁর শেষ কথা এ: *আমি ন্যায়বিচার-নীতিতে তাদের চরাব।* লক্ষ কর কেমন করে ন্যায়বিচার-নীতিতে কেবল তিনিই চরান। বস্তুতপক্ষে কোন্ মানুষ মানুষের বিষয়ে বিচার করতে পারে? অপদার্থ বিচারে জগৎও পরিপূর্ণ! যার উপর আমাদের আর কোন আশা নেই, সে হঠাৎ মনপরিবর্তন করে উত্তম হয়ে ওঠে; যার উপর অনেক প্রত্যাশা রাখছিলাম, সে সহসা সরে গিয়ে নিকৃষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের ভয়ও নিশ্চিত নয়, আমাদের ভালবাসাও নিশ্চিত নয়!

এক ব্যক্তি আজ যে কী, সে নিজেই প্রায় তা জানে। তথাপি সে আজ যে কী, তা কোন প্রকারে জানলেও তবু কাল সে কী হবে, তা এখনও জানে না। সুতরাং কেবল তিনিই ন্যায়বিচার-নীতিতে চরিয়ে প্রত্যেককে নিজ নিজ প্রাপ্য বিতরণ করেন: একজনকে এক জিনিস, অন্যকে অন্য জিনিস—এক একজনকে তার প্রাপ্য অনুসারে, কেননা তিনি জানেন কী করছেন। বিচারিত হয়ে তিনি যাদের মুক্তি সাধন করেছেন, তাদের ন্যায়বিচার-নীতিতে চরান। অতএব কেবল তিনিই ন্যায়বিচার-নীতিতে চরান।

শ্লোক যোহন ১০:১৪; এজে ৩৪:১১,১৩

প্র আমিই উত্তম মেষপালক:
উ যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে।
প্র দেখ, আমি নিজেই আমার মেষপাল খোঁজ করব, তার দিকে দৃষ্টি রাখব; সমস্ত দেশ থেকে তাদের সংগ্রহ করব, ও চারণভূমিতে তাদের চরাব।
উ যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দা ১:১-২১

বাবিলনের রাজপ্রাসাদে যুবা ইস্রায়েলীয়দের বিশ্বস্ততা

যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের রাজত্বকালের তৃতীয় বর্ষে বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার যেরুসালেমের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালিয়ে নগরী অবরোধ করলেন। প্রভু যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমকে এবং পরমেশ্বরের গৃহের বেশ কয়েকটা পাত্র তাঁর হাতে তুলে দিলেন, আর তিনি সেইসব কিছু শিনারে নিয়ে গিয়ে পাত্রগুলি তাঁর নিজের

দেবমন্দিরের ধনাগারে রাখলেন।

রাজা তাঁর উচ্চ রাজকর্মচারী আস্পেনাজকে ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে রাজবংশের বা অভিজাত বংশের কয়েকজন যুবককে আনতে হুকুম দিলেন; তাদের হতে হবে দেহে নিখুঁত, চেহারায় সুদর্শন, প্রজ্ঞার সমস্ত বিষয়ে বিচক্ষণ, জ্ঞানবিদ্যার সমস্ত ক্ষেত্রে সুদক্ষ, সুবিবেচক, ও রাজপ্রাসাদে পরিচর্যার যোগ্য; আস্পেনাজ ব্যবস্থা করবেন, যেন তারা কাল্দিয়া-সাহিত্য ও ভাষা শেখে। রাজা এও স্থির করলেন যে, রাজ-টেবিলে পরিবেশিত খাবার ও আঙুররস থেকে প্রতিদিনের খোরাক তাদের দেওয়া হবে; তিন বছর ধরে তাদের জন্য শিক্ষা-দীক্ষার এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যেন সেই তিন বছর শেষে তারা রাজ-পরিচর্যায় নিযুক্ত হতে পারে। সেই যুবকদের মধ্যে ছিলেন যুদা-সন্তান দানিয়েল, হানানিয়া, মিশায়েল ও আজারিয়া; কিন্তু সেই প্রধান রাজকর্মচারী তাঁদের অন্য নাম রাখলেন; তিনি দানিয়েলকে বেল্টেশাজার, হানানিয়াকে শাদ্রাক, মিশায়েলকে মেশাক, ও আজারিয়াকে আবেদ্নেগো নাম দিলেন।

কিন্তু দানিয়েল মনে স্থির করলেন যে, তিনি রাজ-টেবিলের সেই খাবার ও আঙুররস খেয়ে নিজেকে কোন মতে অশুচি করবেন না; তাই প্রধান রাজকর্মচারীকে অনুরোধ করলেন, যেন তেমন কলুষ থেকে তাঁকে রেহাই দেন। পরমেশ্বর প্রধান রাজকর্মচারীর কাছে দানিয়েলকে কৃপা ও মমতার পাত্র করলেন; তবু প্রধান রাজকর্মচারী দানিয়েলকে বললেন: 'আমার ভয় হয়, পাছে আমার প্রভু মহারাজ—যিনি নিজে স্থির করলেন তোমাদের কি কি খাওয়া ও পান করা উচিত—তোমাদের সমবয়সী যুবকদের মুখের চেয়ে তোমাদের মুখ রুগ্ন দেখেন; তখন তোমাদের কারণে রাজার কাছে আমারই মাথার বিপদ হবে।' পরে প্রধান রাজকর্মচারী যে প্রহরীর হাতে দানিয়েল, হানানিয়া, মিশায়েল ও আজারিয়ার ভার ন্যস্ত করেছিলেন, তাকে দানিয়েল বললেন: 'আপনার দোহাই, আপনার দাসদের দশ দিন পরীক্ষা করুন; আমাদের শুধু শাকসবজি ও জল খেতে দেওয়া হোক, পরে, রাজ-টেবিলের খাবার খায় যারা, তাদের চেহারার সঙ্গে আমাদের চেহারা আপনার সামনে তুলনা করা হোক; তখন আপনি যেমন দেখবেন, সেই অনুসারে আপনার এই দাসদের প্রতি ব্যবহার করবেন।' সে রাজি হল, তাই দশ দিন ধরে তাঁদের পরীক্ষা করল, এবং সেই দশ দিন শেষে দেখা গেল, যারা রাজ-টেবিলের খাবার খেত, তাদের চেয়ে এঁদেরই চেহারা সুন্দর ও শরীর হৃষ্টপুষ্ট। ফলে তাঁদের জন্য যে খাবার ও আঙুররস বরাদ্দ ছিল, প্রহরী তা না দিয়ে তাঁদের শুধু শাকসবজি দিতে লাগল।

পরমেশ্বর এই চার যুবককে সাহিত্য ও প্রজ্ঞার সমস্ত বিষয়ে পারদর্শী করে তুললেন; দানিয়েল সবরকম দর্শন ও স্বপ্নের অর্থ বুঝবার অধিকারও পেলেন। রাজা যে সময় শেষে সেই সকল যুবককে নিজের সাক্ষাতে আনতে বলে রেখেছিলেন, সেই সময় পার হলে প্রধান রাজকর্মচারী নেবুকাদ্নেজারের কাছে তাঁদের উপস্থিত করলেন। রাজা তাঁদের সঙ্গে আলাপ করলেন, কিন্তু সকলের মধ্যে দানিয়েল, হানানিয়া, মিশায়েল ও আজারিয়ার সমকক্ষ কাউকেই পাওয়া গেল না, ফলে তাঁরাই রাজ-পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকলেন। প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধি-সংক্রান্ত যে কোন বিষয় রাজা তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর সমগ্র রাজ্যের সকল মন্ত্রজালিক ও গণকের চেয়ে তাঁরা দশগুণ বেশি বিজ্ঞ ছিলেন। দানিয়েল সাইরাস রাজার প্রথম বর্ষ পর্যন্ত সেখানে থাকলেন।

শ্লোক দা ১:১৭,২০ দ্রঃ

প্র প্রভু এ যুবকদের সুবুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দান করলেন;
উ আপন আত্মা দানে ঈশ্বর তাঁদের হৃদয় সবল করলেন।
প্র প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধি-সংক্রান্ত যে কোন বিষয় রাজা তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, সেই বিষয়ে তাঁরা বিজ্ঞই ছিলেন।
উ আপন আত্মা দানে ঈশ্বর তাঁদের হৃদয় সবল করলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - দ্বিতীয় শতাব্দীর অজানা লেখকের উপদেশ **১:১–২:৭**

যা কিছু বিনষ্ট হতে চলছিল,
খ্রীষ্ট তা ত্রাণ করতে ইচ্ছা করলেন

এসো, ভাইবোনেরা, যীশুখ্রীষ্টকে প্রকৃত ঈশ্বর বলে ও জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা বলে ভক্তিভরে স্বীকার

করি; আমাদের পরিত্রাণ নিয়েও গর্ব বোধ করি। কেননা এ সমস্ত বিষয় যদি তত মূল্যবান মনে না করি, তাহলে আমাদের ভাবী বিষয়ও তত প্রত্যাশা করতে পারব না, আর যারা আমাদের শিথিল কথা শোনে, তারাও পাপ করবে ও আমরাও পাপ করব, কারণ এতে দেখাব, আমরা জানি না কার দ্বারা ও কোন্ উদ্দেশ্যে আহূত হয়েছি ও আমাদের জন্য যীশুখ্রীষ্ট কত কিছুই না বহন করেছেন।

ফলত, তিনি আমাদের যা দান করেছেন, তার বিনিময়ে কেমন প্রতিদান ও কেমন ফল দিতে পারব যা তাঁর যোগ্য? আর তাঁর কাছে আমরা কতগুলো উপকারের জন্য না ঋণী? বাস্তবিকই তিনি আমাদের আলো দিয়েছেন, পিতার মত আমাদের সন্তান বলে অভিহিত করেছেন, ও বিনাশ-যাত্রী এই আমাদের ত্রাণ করেছেন। তবে তাঁর সমস্ত উপকারের যোগ্য প্রতিদান স্বরূপ আমরা তাঁকে কেমন প্রশংসা বা কেমন কৃতজ্ঞতা আরোপ করব? কেননা পাথর ও গাছপালা, আর মানুষের হাতে তৈরী রুপো, সোনা ও তামার বস্তু পূজা করে আমরা নির্বোধ ছিলাম; এবং আমাদের গোটা জীবন কেবল মৃত্যুই ছিল। কিন্তু আমরা যখন তেমন অন্ধকারে চারদিক থেকে আবিষ্ট ছিলাম ও আমাদের চোখ কুয়াশায় পূর্ণ ছিল, তখন আমরা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলাম, এবং যে মেঘ আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখছিল, তাঁর ইচ্ছাক্রমে তা সরিয়ে দিলাম।

আসলে তিনি যখন আমাদের মধ্যে সেই ভারী ভুলভ্রান্তি ও অনিবার্য বিনাশ দেখলেন, এবং এও দেখলেন যে, তাঁর নিজের অনুগ্রহ ছাড়া আমাদের পরিত্রাণের কোন আশাই ছিল না, তখন আমাদের প্রতি করুণা দেখালেন ও মমতাপূর্ণ দয়ায় বিগলিত হয়ে আমাদের পরিত্রাণ করলেন: হ্যাঁ, আমরা যারা অস্তিত্বহীন ছিলাম, তিনি আমাদের আহ্বান করলেন, এবং চাইলেন, শূন্যময় অবস্থার মধ্য থেকে আমরা অস্তিত্ব পাব।

সানন্দে চিৎকার কর, বন্ধ্যা,—তুমি যে কখনও সন্তান প্রসব করনি! সানন্দে চিৎকার কর, উল্লাসে ফেটে পড়, তুমি যে প্রসবযন্ত্রণা কখনও ভোগ করনি! কারণ বিবাহিতার সন্তানদের চেয়ে পরিত্যক্তার সন্তানেরা বেশি। যখন তিনি বলেন, *সানন্দে চিৎকার কর, বন্ধ্যা,—তুমি যে কখনও সন্তান প্রসব করনি,* তখন আমাদেরই দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন, কেননা আমাদের জন্ম দেবার আগে মণ্ডলী বন্ধ্যাই ছিল। আর যখন তিনি বলেন, *উল্লাসে ফেটে পড়, তুমি যে প্রসবযন্ত্রণা কখনও ভোগ করনি!* তখন আমাদের আহ্বান করেন যাতে ঈশ্বরের কাছে আনন্দের সঙ্গে প্রার্থনা নিবেদন করি। আবার তিনি যখন বলেন, *কারণ বিবাহিতার সন্তানদের চেয়ে পরিত্যক্তার সন্তানেরা বেশি,* তখন এ সত্য দেখাতে চান যে, আমাদের জনগণ একসময়ে ঈশ্বর-বিহীন ও ঈশ্বর-পরিত্যক্ত বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল; এখন কিন্তু বিশ্বাস করেছি এই যে আমরা তাদেরও চেয়ে সংখ্যায় বেশি, যাদের ঈশ্বরের একমাত্র অধিকারী বলে মনে হচ্ছিল।

শাস্ত্রে অন্যত্র বলে: *আমি ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই আহ্বান জানাতে এসেছি।* এ বাণী দ্বারা তিনি বলতে চান, তাঁকে বিনাশ-যাত্রীদেরই ত্রাণ করতে হবে, কেননা যা সতেজ তা নয়, যা পতনোন্মুখ তা-ই বাঁচানো মহা আশ্চর্য কাজ! সুতরাং খ্রীষ্টও তা-ই ত্রাণ করতে চাইলেন যা বিনষ্ট হতে যাচ্ছিল, আর বাস্তবিকই বিনাশ-যাত্রী এই আমাদের আহ্বান করতে এসে অনেককেই ত্রাণ করলেন।

শ্লোক ১ থে ৫:৯-১০; কল ১:১৩ দ্রঃ

প্র ঈশ্বর পরিত্রাণের উদ্দেশ্যেই আমাদের নিযুক্ত করেছেন, আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা যিনি আমাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন

উ আমরা যেন তাঁর সঙ্গে জীবিতই থাকি।

প্র তিনি অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে তাঁর সেই প্রিয়তম পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন,

উ আমরা যেন তাঁর সঙ্গে জীবিতই থাকি।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজে ২৮:১-১৯

গর্বিতা নগরী তুরসের বিরুদ্ধে বাণী

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আদমসন্তান, তুরসের জনপ্রধানকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:

যেহেতু তোমার হৃদয় গর্বিত হয়েছে,
ও তুমি বলেছ: আমি ঈশ্বর!
আমি গভীর সমুদ্রে ঐশ্বরিক আসনে আসীন!
অথচ তুমি মানুষমাত্র, ঈশ্বর নও,
তোমার মন পরমেশ্বরের মনের সমকক্ষ করেছ,
সেজন্য দেখ, তুমি দানেলের চেয়েও প্রজ্ঞাবান!
রহস্যময় কোন কথা তোমার কাছে আবৃত নয়;
তোমার প্রজ্ঞায় ও তোমার সুবুদ্ধিতে
তুমি তোমার নিজের প্রতাপ গড়েছ,
তোমার পেটিকায় সোনা ও রুপো জমিয়েছ;
তোমার মহাজ্ঞান ও বাণিজ্যের ফলে
তোমার ঐশ্বর্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে,
আর তোমার সেই ঐশ্বর্যে তোমার হৃদয় গর্বিত হয়েছে;
সেজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
যেহেতু তুমি তোমার মন পরমেশ্বরের মনের সমকক্ষ করেছ;
সেজন্য দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে
ভিনদেশের মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র জাতিকে আনব,
তারা তোমার পরম প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে খড়্গ নিষ্কোষিত করবে,
তোমার বিভা কলুষিত করবে,
তোমাকে গহ্বরের মধ্যে নিক্ষেপ করবে,
আর তোমার মৃত্যু হবে সমুদ্রের মাঝে মৃতদের মৃত্যুর মত।
তোমার হত্যাকারীদের সামনে
তখন তুমি কি আবার বলবে: আমি ঈশ্বর?
কিন্তু যে তোমাকে বিঁধিয়ে দেবে,
তার হাতে তুমি তো মানুষমাত্র, ঈশ্বর নও।
ভিনদেশের মানুষদের হাতে
তোমার মৃত্যু হবে অপরিচ্ছেদিতদের মৃত্যুর মত,
কারণ আমিই একথা বলেছি।'
—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আদমসন্তান, তুরসের রাজার জন্য বিলাপগান ধর; তাকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:

তুমি ছিলে পরমসিদ্ধির আদর্শ,
ছিলে প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ, সৌন্দর্যে সিদ্ধ;
তুমি পরমেশ্বরের উদ্যানে, সেই এদেনেই থাকতে,

সবরকম বহুমূল্য প্রস্তর, রুধিরাখ্য, পোখরাজ, হীরক, হেমকান্তি, বৈদূর্য,
সূর্যকান্ত, নীলকান্ত, ফিরোজা ও মরকত ছিল তোমার আচ্ছাদন;
খঞ্জনি ও বাঁশির কারুকার্যের সোনায় তুমি ছিলে অলঙ্কৃত;
এই সব কিছু তোমার সৃষ্টিদিনেই প্রস্তুত করা হয়েছিল।
আমি তোমাকে রক্ষকরূপে
বিস্তৃত ডানা-খেরুব করেছিলাম;
তুমি ছিলে পরমেশ্বরের পবিত্র পর্বতের উপর,
হেঁটে বেড়াচ্ছিলে অগ্নিময় প্রস্তরের মধ্যে।
তোমার সৃষ্টিদিন থেকে আচরণে তুমি আদর্শবান ছিলে,
যতক্ষণ না তোমার মধ্যে শঠতা দেখা দিল।
তোমার বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে
তুমি অত্যাচারে ও পাপে পরিপূর্ণ হলে;
তাই আমি তোমাকে পরমেশ্বরের পর্বত থেকে বিচ্যুত করলাম,
এবং তোমাকে, হে রক্ষী খেরুব, অগ্নিময় প্রস্তরের মধ্যে বিনষ্ট করলাম।
তোমার হৃদয় তোমার কান্তির কারণে গর্বিত হয়েছিল,
তোমার বিভার কারণে তোমার প্রজ্ঞা বিকৃত হয়েছিল,
তাই আমি তোমাকে মাটিতে ফেলে দিলাম,
রাজাদের সামনে রাখলাম, যেন তারা তোমাকে দেখতে পায়।
তোমার অপকর্মের ভারে, তোমার বাণিজ্যের অন্যায়ে,
তুমি তোমার পবিত্রধাম কলুষিত করলে,
তাই আমি তোমার মধ্য থেকে এমন আগুন জাগিয়ে তুলেছি,
যা তোমাকে গ্রাস করবে।
আমি তোমার সকল দর্শকের চোখের সামনে
তোমাকে মাটিতে ছাইয়ে পরিণত করলাম।
জাতিসকলের মধ্যে যত লোক তোমাকে জানে,
তারা সকলে তোমার দশায় বিহ্বল হল;
হ্যাঁ, তুমি আতঙ্কের বস্তু হলে,
তুমি যে চিরকালের মত মিলিয়ে গেলে!'

শ্লোক ইসা ১৪:১১,১৯; এজে ২৮:১৭

প্র তোমার ঘটা, তোমার সেতারের ঝঙ্কার, সবই পাতালে নিক্ষেপ করা হল;
উ তোমাকে তোমার সমাধি থেকে বাইরে ফেলে দেওয়া হল কুৎসিত একটা অজাত ভ্রূণেরই মত!
প্র তোমার হৃদয় তোমার কান্তির কারণে গর্বিত হয়েছিল, তোমার বিভার কারণে তোমার প্রজ্ঞা বিকৃত হয়েছিল, তাই আমি তোমাকে মাটিতে ফেলে দিলাম।
উ তোমাকে তোমার সমাধি থেকে বাইরে ফেলে দেওয়া হল কুৎসিত একটা অজাত ভ্রূণেরই মত!

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকগণ বিষয়ক উপদেশ' **উপদেশ ৪৬:২৯-৩০**

যাঁরা উত্তম পালক,
তাঁরা সকলে সেই অনন্য পালকের মধ্যে রয়েছেন

খ্রীষ্ট তোমাকে ন্যায়বিচার-নীতিতেই চরান, তিনি জানেন কোন্ মেষগুলো তাঁর আপন ও কোন্ গুলো তাঁর আপন নয়। তিনি বলেন: *যে মেষগুলি আমার নিজের, তারাই আমার কণ্ঠে কান দেয় ও আমার অনুসরণ করে।* এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি, যাঁরা উত্তম পালক, তাঁরা সকলে সেই অনন্য পালকের মধ্যে রয়েছেন। বাস্তবিকই

উত্তম পালকদের অভাব নেই, তাঁরা কিন্তু অনন্য এক পালকের মধ্যে রয়েছেন। পৃথক পৃথক হওয়ায় তাঁরা অনেকেই বটে, কিন্তু এখানে কেবল একজনেরই কথা উল্লিখিত, কারণ ঐক্যের কথা সমর্থন করা হচ্ছে। আর কেবল এ কারণেই এখানে বহু পালকদের কথা উত্থাপিত নয়, কিন্তু একজনমাত্র পালকেরই কথা উপস্থাপিত,—প্রভু যার হাতে মেষগুলো ন্যস্ত করবেন এমন কাউকে পান না, এজন্য নয়! আসলে তিনি একসময়ে মেষগুলোকে ন্যস্ত করেছিলেন, এর কারণ, তিনি পিতরকে পেয়েছিলেন; এমনকি সেই পিতরে তিনি ঐক্যের গুরুত্ব স্পষ্টই করেছিলেন। প্রেরিতদূত অনেকে ছিলেন, কিন্তু কেবল একজনকেই বলা হল, *আমার মেষগুলোকে পালন কর।* ঈশ্বর করুন, আজও যেন উত্তম পালকের অভাব না হয়; আমাদেরই যেন উত্তম পালকদের অভাব না হয়; বরং তাঁর দয়া গুণে তিনি যেন উত্তম পালকদের নিত্যই জাগরণ ঘটান ও মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে তাঁদের নিযুক্ত করেন।

অবশ্য, যদি উত্তম মেষ থাকে, তবে উত্তম পালকও থাকবেন, কেননা উত্তম মেষগুলো থেকেই উত্তম পালকদের উদ্ভব হয়। তবু সেই সকল উত্তম পালক এক পালকের মধ্যেই থাকেন, তাঁর সঙ্গে তাঁরা এক। তাঁরা চরান, খ্রীষ্টই চরান। কেননা বরের বন্ধুরা নিজেদের কণ্ঠ ধ্বনিত করেন না, কিন্তু বরের কণ্ঠের জন্য তাঁরা মহা আনন্দে আনন্দিত। সুতরাং তাঁরা চরালে তিনি নিজেই চরান; এবং একথা বলেন, *আমিই চরাই,* কেননা তাঁদের মধ্যেই তাঁর কণ্ঠ, তাঁদের মধ্যেই তাঁর ভালবাসা।

যখন তিনি মেষগুলো পিতরের হাতে ন্যস্ত করছিলেন, তখন একজন যেরূপে মেষগুলোকে অন্য একজনের হাতে ন্যস্ত করে, সেরূপেই তিনি পিতরের হাতে মেষগুলো ন্যস্ত করছিলেন; তথাপি তিনি পিতরকে নিজের সঙ্গে এক করতে চাচ্ছিলেন; এবং তিনি মেষগুলোকে তাঁর হাতে এমনভাবে ন্যস্ত করতে চাচ্ছিলেন, যাতে তিনি নিজেই মাথা হন ও পিতর দেহের তথা মণ্ডলীর প্রতীক বহন করেন, এবং তিনি ও পিতর যেন এক হতে পারেন যেভাবে বর ও কনে একদেহে এক।

এজন্য, তাঁর হাতে ছাড়া অন্য কারও হাতে নয় এমনভাবেই পিতরের হাতে মেষগুলোকে ন্যস্ত করার জন্য তিনি তাঁকে প্রথমে কী বলেন? *পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ভালবাসি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আর তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ভালবাসি। তৃতীয়বারের মত তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আর তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ভালবাসি।* তিনি ভালবাসা সুদৃঢ় করেন যাতে ঐক্যই সুদৃঢ় করতে পারেন। সুতরাং তিনি পালকদের মধ্যে একাই চরান, আর তাঁরা সেই একজনের মধ্যেই চরান।

একদিক দিয়ে পালকেরা উল্লিখিত নন, অন্য দিক দিয়ে তাঁরা উল্লিখিত। পালকেরা গর্ব করেন বটে, কিন্তু *যে গর্ব করে, সে প্রভুতেই গর্ব করুক।* এই তো খ্রীষ্টকে চরানো, এই তো খ্রীষ্টের জন্য চরানো, এই তো খ্রীষ্টের মধ্যে চরানো, খ্রীষ্টের জন্য ছাড়া নিজের জন্য না চরানো। তাই যখন নবীর ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা ঈশ্বর বললেন, *আমিই আমার মেষগুলোকে চরাব* কারণ আমার এমন কেউ নেই যার হাতে মেষগুলোকে ন্যস্ত করব, তখন তিনি এমন প্রতিকূল কালের কথা ইঙ্গিত করতে চাচ্ছিলেন না, যে কালে পালকদের অভাব দেখা দেবে; কেননা যখন স্বয়ং পিতর ও অন্য প্রেরিতদূতেরা এ জগতে জীবিত ছিলেন, তখনও তিনি, কেবল যাঁরই মধ্যে সকল পালক এক, বলেছিলেন, *আমার আরও মেষ আছে, যারা এই ঘেরির নয়; তাদেরও আমাকে নিয়ে আসতে হবে; তখন থাকবে একটামাত্র মেষপাল, একটিমাত্র মেষপালক।*

অতএব সকল পালক সেই একটিমাত্র পালকে স্থিত থাকুন, ও সেই পালকের একটামাত্র কণ্ঠ ধ্বনিত করুন; মেষগুলো সেই একটামাত্র কণ্ঠ শুনুন ও কেবল এক পালকেরই অনুসরণ করুন—অমুক তমুক পালকের নয়, একটিমাত্র পালকেরই অনুসরণ করুন। আর সকলে তাঁর মধ্যে একটামাত্র কণ্ঠ ধ্বনিত করুন, তাঁদের যেন নানা কণ্ঠ না থাকে। *ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের অনুরোধ করছি: তোমরা সকলে যেন এককণ্ঠ হও, তোমাদের মধ্যে যেন কোন বিভেদ না থাকে।* সমস্ত বিচ্ছেদ থেকে বিচ্ছিন্ন ও সমস্ত ভ্রান্তমত থেকে বিশুদ্ধ এমন কণ্ঠই মেষগুলো শুনুন, ও তাঁদের সেই পালকের অনুসরণ করুন যিনি বলেন: *যে মেষগুলি আমার নিজের, তারাই আমার কণ্ঠে কান দেয় ও আমার অনুসরণ করে।*

শ্লোক

℣ প্রভু, তোমার মেষপালকে একা ফেলে রেখো না,

℟ হে উত্তম পালক, তুমি যে কখনও নিদ্রাগত হও না, কিন্তু নিত্যই জাগ্রত আছ!

℣ প্রভু, তোমার দয়া গুণে আমাদের রক্ষায় জেগে থাক, পাছে সেই কুটিল দুর্জন আমাদের প্রলোভন দেখাতে আসে।

℟ হে উত্তম পালক, তুমি যে কখনও নিদ্রাগত হও না, কিন্তু নিত্যই জাগ্রত আছ!

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দা ২:২৬-৪৭

মূর্তি বিষয়ক স্বপ্ন
ঈশ্বরের চিরকালীন রাজ্য

সেসময়, রাজা দানিয়েলকে—যাঁর নাম বেল্টেশাজার দেওয়া হয়েছিল—জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি যে স্বপ্ন দেখেছি, তুমি কি সত্যি সেই স্বপ্ন ও তার অর্থ আমাকে জানাতে পার?' দানিয়েল রাজার সামনে দাঁড়িয়ে উত্তর দিয়ে বললেন, 'মহারাজ যে রহস্যের অর্থ জিজ্ঞাসা করছেন, কোন জ্ঞানীগুণী বা মন্ত্রজালিক বা জ্যোতির্বেত্তা তা জানাতে পারেনি; কিন্তু স্বর্গে এমন ঈশ্বর আছেন, যিনি সমস্ত রহস্যময় বিষয় অনাবৃত করেন; তিনিই মহারাজ নেবুকাদ্নেজারকে প্রকাশ করবেন অন্তিম দিনগুলোতে কী কী ঘটবে। সুতরাং আপনার স্বপ্ন, ও শয্যায় শুয়ে আপনার মনে যে দর্শন দেখা দিল, তা এ: হে মহারাজ, আপনি শয্যায় শুয়ে থাকাকালে আপনার যে যে চিন্তা উৎপন্ন হয়েছে, তা ভাবীকাল সংক্রান্ত; রহস্য-প্রকাশক যিনি, তিনি আপনাকে প্রকাশ করলেন ভবিষ্যতে কী কী ঘটতে যাচ্ছে। অন্য কোন জীবিত লোকের চেয়ে আমার প্রজ্ঞা বেশি বলেই যে এই রহস্য আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছে, এজন্য নয়, বরং এইজন্য, যেন মহারাজকে রহস্যের অর্থ জানানো হয়, আর আপনি যেন নিজের মনের চিন্তা বুঝতে পারেন।

মহারাজ, আপনি চেয়ে দেখছিলেন, আর হঠাৎ এক মূর্তি, অসাধারণ জ্যোতির্মন্ডিত এক বিশাল মূর্তি আপনার সামনে দাঁড়াল, যা দেখতে ভয়ঙ্কর। তার মাথা ছিল খাঁটি সোনার, বুক ও বাহু রুপোর, পেট ও উরুত ব্রঞ্জের, পায়ের হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত লোহার, পায়ের পাতা কিছুটা লোহার ও কিছুটা পোড়া মাটির। আপনি চেয়ে দেখছিলেন, এমন সময় একটা পাথর খসে পড়ল—কিন্তু মানুষের হাতে নয়—এবং মূর্তির সেই লোহা ও পোড়া মাটির পা দু'টোতে আঘাত করে তা চূর্ণবিচূর্ণ করল। তখন সেই লোহা, পোড়া মাটি, ব্রঞ্জ, রুপো ও সোনাও সেইসঙ্গে চূর্ণ হয়ে গ্রীষ্মকালে খামারের তুষের মত হল; বাতাস সেইসব উড়িয়ে নিয়ে গেল, সেগুলোর আর কোন চিহ্ন রইল না; আর সেই যে পাথর ওই মূর্তিকে আঘাত করেছিল, তা বেড়ে বেড়ে এমন বিশাল পর্বত হয়ে উঠল যে, সমস্ত পৃথিবী তাতে পূর্ণ হল।এটি স্বপ্ন। এখন আমরা মহারাজকে তার অর্থ জানিয়ে দেব।

হে মহারাজ, আপনি রাজাধিরাজ! স্বর্গেশ্বর আপনাকে রাজ্য, ক্ষমতা, পরাক্রম ও মহিমা দিয়েছেন; তিনি মানবসন্তান, বন্যজন্তু ও আকাশের পাখি—সবই আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন, এইসব কিছুর উপরে কর্তৃত্ব আপনারই: আপনিই সেই সোনার মাথা। আপনার পরে আর এক রাজ্যের উদয় হবে, যা আপনারটার চেয়ে ক্ষুদ্র; তারপর তৃতীয় আর এক রাজ্যের উদয় হবে—ব্রঞ্জের এই রাজ্যই সমগ্র পৃথিবীর উপরে কর্তৃত্ব করবে। চতুর্থ আর এক রাজ্যও হবে, যা লোহার মত দৃঢ়, যা সেই লোহার মত যা সবকিছু চূর্ণবিচূর্ণ করে। লোহা যেমন সবকিছু টুকরো টুকরো করে, তেমনি সেই রাজ্য সবই ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করবে। আর আপনি তো দেখেছেন, সেই পায়ের পাতা দু'টো ও পায়ের আঙুল ছিল কিছুটা কুমোরের পোড়া মাটির ও কিছুটা লোহার: এর অর্থ হল এই যে, রাজ্য বিভক্ত হবে, তবু রাজ্যে লোহার কিছু দৃঢ়তা থাকবে, যেমন আপনি নিজেই দেখেছিলেন যে, এঁটেল মাটির সঙ্গে লোহা মেশানো ছিল। পায়ের আঙুল যেমন কিছুটা লোহার ও কিছুটা পোড়া মাটির ছিল, তেমনি রাজ্যের একটা অংশ দৃঢ় ও একটা অংশ ভঙ্গুর হবে। আপনি যে দেখেছেন, লোহা এঁটেল মাটির সঙ্গে মেশানো, এর অর্থ হল এ: সেই অংশ দু'টো একদিন রক্ত-সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মিশে যাবে, কিন্তু কখনও এক হতে পারবে না, যেমনটি

লোহাও পোড়া মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে এক হতে পারে না। সেই রাজাদের দিনগুলিতে স্বর্গেশ্বর এমন এক রাজ্যের উদ্ভব ঘটাবেন, যা কখনও বিধ্বস্ত হবে না; সেই রাজ্য অন্য জাতির হাতে যাবে না; বরং অন্য সকল রাজ্যকে চূর্ণবিচূর্ণ ও বিধ্বস্ত করবে আর নিজেই হবে চিরস্থায়ী। কেননা আপনি নিজেই তো দেখেছেন যে, পর্বত থেকে একটা পাথর খসে পড়ল—কিন্তু মানুষের হাতে নয়—এবং সেই লোহা, ব্রঞ্জ, পোড়া মাটি, রুপো ও সোনা—সবই চূর্ণবিচূর্ণ করল। এখন থেকে যা ঘটতে যাচ্ছে, মহান ঈশ্বর তা মহারাজকে প্রকাশ করলেন। স্বপ্নটা সত্য ও তার ব্যাখ্যা বিশ্বাসযোগ্য।'

তখন নেবুকাদ্নেজার রাজা মাটিতে উপুড় হয়ে দানিয়েলকে প্রণাম করলেন, এবং হুকুম দিলেন, যেন তাঁর উদ্দেশে অর্ঘ্য ও সুগন্ধি নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়। পরে দানিয়েলকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, 'সত্যি, তোমাদের ঈশ্বর দেবতাদের ঈশ্বর, রাজাদের প্রভু ও রহস্যগুলির প্রকাশক, কারণ তুমি এই রহস্য প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছ।'

শ্লোক দা ২:৪৪; লুক ২০:১৭,১৮ দ্রঃ

প্র স্বর্গেশ্বর এমন এক রাজ্যের উদ্ভব ঘটাবেন, যা কখনও বিধ্বস্ত হবে না; সেই রাজ্য অন্য জাতির হাতে যাবে না।

উ ঈশ্বরের রাজ্য হবে চিরস্থায়ী!

প্র গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তরটি প্রত্যাখ্যান করল, তা তো হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর; আর এই প্রস্তর যার উপরে পড়বে, সে চূর্ণবিচূর্ণ হবে।

উ ঈশ্বরের রাজ্য হবে চিরস্থায়ী!

দ্বিতীয় পাঠ - দ্বিতীয় শতাব্দীর অজানা লেখকের উপদেশ **৩:১–৪:৫; ৭:১-৬**

এসো, কর্ম দ্বারাই ঈশ্বরকে স্বীকার করি

প্রভু আমাদের প্রতি অসীম দয়া দেখিয়েছেন: প্রথমত, তিনি এমনটি দিলেন না যে, জীবিত এই আমরা মৃত দেবতাদের কাছে বলি উৎসর্গ করব ও তাদের পূজা করব, কিন্তু এমনটি দিলেন যাতে আমরা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সত্যের পিতাকে জানতে পারি; এখন, যাঁর দ্বারা আমরা তাঁকে জেনেছি, তাঁকে অস্বীকার করব না, এ ছাড়া আর কোন্ জ্ঞান আমাদের তাঁর কাছে চালিত করবে? তিনি নিজেই তো এবিষয়ে বলেন: *যে কেউ আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব।* সুতরাং যাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছি, আমরা যদি তাঁকে স্বীকার করি, তাহলে এ-ই আমাদের পুরস্কার হবে। কিন্তু কিসেতেই আমরা তাঁকে স্বীকার করব? তিনি যা যা বলেন আমরা তা করব, তাঁর আদেশগুলো অবজ্ঞা করব না, আর কেবল মুখে নয়, কিন্তু সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত মন দিয়েই তাঁকে সম্মান করব। কেননা ইসাইয়া বলেন: *এই জাতির মানুষেরা কেবল কথায়ই আমার কাছে এগিয়ে আসে, কেবল ওষ্ঠেই আমাকে সম্মান করে, কিন্তু তাদের হৃদয় আমা থেকে দূরে রয়েছে।*

সুতরাং এসো, তাঁকে প্রভু বলে ডাকব এমনটি যেন যথেষ্ট মনে না করি; কারণ তাতে আমরা পরিত্রাণ পাব না; কেননা তিনি বলেন: *যে কেউ বলে, প্রভু, প্রভু, সে পরিত্রাণ পাবে এমন নয়, কিন্তু ধর্মময়তা যে পালন করে সে-ই পরিত্রাণ পাবে।* এজন্য ভাইবোনেরা, এসো, কর্ম দ্বারাই তাঁকে স্বীকার করি—পরস্পরকে ভালবেসে, ব্যভিচার না করে, পরনিন্দা ও হিংসা বাতিল করে, এবং শুচিতা, দয়া ও মঙ্গলময়তায় জীবন যাপন করেই তাঁকে স্বীকার করি। উপরন্তু, অর্থলাভের কামনা নয়, কিন্তু পারস্পরিক সাহায্য দানই আমাদের জীবনাচরণ চালিত করার কথা। এসো, এপ্রকার কর্ম দ্বারাই তাঁকে স্বীকার করি, এর বিপরীত কর্ম দ্বারা নয়; তাছাড়া মানুষকে ভয় করব না, ঈশ্বরকেই ভয় করব। অন্যথা প্রভু আমাদের বলবেন: *তোমরা আমার বুকে সম্মিলিত হয়েও যদি আমার আদেশগুলো পালন না কর, আমি তোমাদের পরিত্যাগ করে বলব: আমার কাছ থেকে দূর হও, অপকর্মা সকল! আমি জানি না তোমরা কোথা থেকে আস।*

এজন্য আমার ভাইবোনেরা, এসো, লড়াই করি, একথা জেনে যে, আমরা শুভ লড়াইতেই রত আছি, আর একই সময়ে অনেকে নশ্বর লড়াইয়ের প্রতি আকর্ষিত; কিন্তু আমরা জানি যে, সকলেই জয়মালায় ভূষিত হবে

এমন নয়, তারাই মাত্র হবে, যারা অধিক পরিশ্রম করেছে ও গৌরবময় ভাবে লড়াই করেছে। তাই এসো, লড়াই করি, যাতে সকলেই জয়মালায় ভূষিত হতে পারি। এসো, ন্যায় পথে দৌড় দিতে থাকি, কারণ এ পথ অনশ্বর; এবং অনেকে মিলেই তাঁর দিকে সমুদ্র-যাত্রা করি ও লড়াই করি যাতে জয়মালাও লাভ করতে পারি। আর যদি সকলেই মাল্যভূষিত না হতে পারি, কমপক্ষে যেন প্রথমদের মধ্যেই স্থান পাই। তবু একথা আমাদের জানা উচিত যে, নশ্বর লড়াইতে যারা লড়াই করে, তাদের মধ্যে কেউ যদি চালাকি করে থাকে, তাকে কশাঘাত করা হয়, লড়াইচ্যুত করা হয়, ও ক্রীড়াঙ্গন থেকে বহিষ্কার করা হয়।

তাই তোমরা কী মনে কর? অনশ্বর লড়াইতে যে চালাকি করে, তার কি দন্ড হবে না? কেননা যারা খ্রীষ্টীয় সীলমোহর অক্ষুণ্ন রাখেনি, তাদের বিষয়ে তিনি বলেন: *তাদের কীট কখনও মরবে না, তাদের আগুন কখনও নিভবে না, তারা হবে সকলের বিতৃষ্ণার পাত্র।*

শ্লোক ১ থে ১:৯,১০; ১ যোহন ২:২৮

প্র তোমরা মনপরিবর্তন করেছ যেন সেই জীবনময় প্রকৃত ঈশ্বরের সেবা করতে পার এবং যাঁকে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, স্বর্গ থেকে তাঁর পুত্রের প্রতীক্ষায় থাক,
উ কেননা তিনিই আসন্ন ক্রোধ থেকে আমাদের নিস্তারকর্তা।
প্র এখন, বৎস, তোমরা তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাক, তিনি যখন আবির্ভূত হবেন, তখন আমরা যেন সৎসাহসের সঙ্গেই দাঁড়াতে পারি এবং তাঁর আগমনে আমাদের যেন লজ্জায় দূরে সরে যেতে না হয়।
উ কেননা তিনিই আসন্ন ক্রোধ থেকে আমাদের নিস্তারকর্তা।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজে ৩৪:১-৬,১১-১৬,২৩-৩১

ইস্রায়েলই সেই মেষপাল

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আদমসন্তান, ইস্রায়েলের পালকদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দাও; ভবিষ্যদ্বাণী দাও, সেই পালকদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: ইস্রায়েলের সেই পালকদের ধিক্, যারা নিজেদেরই পালন করছে! এ কি বরং উচিত নয় যে, পালকেরা মেষগুলিকেই পালন করবে? তোমরা তো দুধ খেয়ে নিজেদের পুষ্ট কর, পশমের কাপড় পর, সবচেয়ে হৃষ্টপুষ্ট মেষকে বলি দাও, কিন্তু পালকে প্রতিপালন কর না। যে মেষগুলি দুর্বল, তাদের তোমরা বলবান করনি, যেগুলি পীড়িত, তাদের যত্ন করনি, যেগুলি ক্ষতবিক্ষত, তাদের ক্ষতস্থান বাঁধনি, যেগুলি পথভ্রষ্ট, তাদের ফিরিয়ে আননি, যেগুলি পথহারা, তাদের খোঁজ করনি, বরং নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে ও অত্যাচার চালিয়েই তাদের শাসন করেছ। পালকের দোষে মেষগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে; তারা বন্যজন্তুদের শিকার হয়েছে: হ্যাঁ, তারা এখন বিক্ষিপ্ত। আমার মেষপাল পর্বতে পর্বতে ও যত উপপর্বতে ভ্রষ্ট হয়ে বেড়াচ্ছে; আমার মেষগুলি সারা পৃথিবী জুড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে; আর তাদের অন্বেষণ বা সন্ধান করবে এমন কেউ নেই!

এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি নিজেই আমার মেষপাল খোঁজ করব, তার দিকে দৃষ্টি রাখব। বিক্ষিপ্ত পালের মধ্যে থাকার সময়ে পালক যেমন মেষগুলির খোঁজখবর রাখে, তেমনি আমি আমার মেষগুলির খোঁজখবর রাখব। মেঘাচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় দিনে তারা যেখানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল, সেই সমস্ত জায়গা থেকে আমি তাদের উদ্ধার করব। আমি জাতিসকলের মধ্য থেকে তাদের ফিরিয়ে আনব, সমস্ত দেশ থেকে তাদের সংগ্রহ করব, ও আমি তাদের নিজেদের দেশভূমিতে ফিরিয়ে আনব। আমি ইস্রায়েলের পর্বতে পর্বতে ও যত উপত্যকায় ও অঞ্চলের সকল চারণভূমিতে তাদের চরাব। আমি সেরা চারণমাঠে তাদের চালনা করব, এবং তাদের ঘেরি হবে ইস্রায়েলের উচ্চ উচ্চ পর্বতের উপর; সেখানে তারা উত্তম ঘেরিতে শুয়ে বিশ্রাম করবে, এবং ইস্রায়েলের পর্বতমালায় উর্বরতম চারণমাঠে চরে বেড়াবে। আমি নিজেই আমার মেষগুলিকে চরাব, আমি নিজেই

তাদের শুইয়ে রাখব—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। যে মেষ পথহারা আমি তাকে খোঁজ করব, যেটা পথভ্রষ্ট তাকে ফিরিয়ে আনব, যেটা ক্ষতবিক্ষত তার ক্ষতস্থান বেঁধে দেব, যেটা দুর্বল তাকে বলবান করব, যেটা হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান তাকে বলি দেব। আমি ন্যায়ের সঙ্গেই তাদের চরাব।

তাদের জন্য আমি অনন্য এক পালকের উদ্ভব ঘটাব, যিনি তাদের প্রতিপালন করবেন—তিনি আমার দাস দাউদ; তিনিই তাদের চরাবেন, তিনিই তাদের পালক হবেন; আর আমি প্রভু হব তাদের আপন পরমেশ্বর, এবং আমার দাস দাউদ তাদের মধ্যে জনপ্রধান হবেন; আমি প্রভুই একথা বললাম। আমি তাদের সঙ্গে শান্তির এক সন্ধি স্থির করব, হিংস্র যত জন্তুকে দেশ থেকে দূর করে দেব; তখন তারা নিরাপদে প্রান্তরে বাস করবে ও বনে বনে বিশ্রাম করবে।

আমি তাদের সকলকে ও আমার পর্বতের চারদিকের সমস্ত অঞ্চল আশীর্বাদের পাত্র করব: যথাসময় জলধারা বর্ষণ করব, আর সেই জলধারা হবে আশিসধারা! মাঠের গাছপালা ফলশালী হয়ে উঠবে, ভূমি তার আপন ফসল দেবে, আর তারা তাদের নিজেদের দেশভূমিতে ভরসাভরে বাস করবে; আর তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু, যখন আমি তাদের জোয়ালের ডাণ্ডা ছিন্ন করব, ও যারা তাদের উপর প্রভুত্ব চালাচ্ছে, তাদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করব। তারা জাতিগুলির লুটতরাজের বস্তু আর হবে না, বন্যজন্তুও তাদের আর গ্রাস করবে না; তারা বরং নিরাপদে বাস করবে, তাদের ভয় দেখাবে এমন কেউ থাকবে না।

আমি তাদের জন্য উর্বরতম উদ্যান প্রস্ফুটিত করব, তখন দেশের মধ্যে তারা আর ক্ষুধায় ভুগবে না, এবং জাতিগুলির অপমানও তাদের আর ভোগ করতে হবে না। তাতে তারা জানবে যে, আমি—তাদের পরমেশ্বর প্রভু—তাদের সঙ্গে আছি, এবং তারা—ইস্রায়েলকুল—আমার আপন জনগণ। প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

আর তোমরা, হে আমার মেষগুলো, তোমরাই আমার আপন চারণভূমির মেষপাল, আর আমি তোমাদের আপন পরমেশ্বর।'—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

শ্লোক এজে ৩৪:৩১,১৫; যোহন ১০:১৪

প্র তোমরা, হে আমার মেষগুলো, তোমরাই আমার আপন চারণভূমির মেষপাল, আর আমি তোমাদের আপন পরমেশ্বর।

উ আমি নিজেই আমার মেষগুলিকে চরাব, আমি নিজেই তাদের শুইয়ে রাখব।

প্র আমিই উত্তম মেষপালক; যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে।

উ আমি নিজেই আমার মেষগুলিকে চরাব, আমি নিজেই তাদের শুইয়ে রাখব।

দ্বিতীয় পাঠ - এজেকিয়েলের পুস্তকে মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি ২য় পুস্তক, ৪:১৯-২০

বাণী মাংস হলেন
যাতে আমাদের আত্মিক করে তুলতে পারেন

আমরা একটু বিবেচনা করতে চাই—এই আমরা যারা এ সমস্ত বিষয় আলোচনা করছি—আমরা কে। একথা নিশ্চিত যে, আমরা বিধর্মীদের মধ্য থেকে আগত; এ কথাও নিশ্চিত যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা কাঠ ও পাথর পূজা করতেন। তাহলে, নবী এজেকিয়েলের এই যে গভীরতম রহস্য হিব্রুরা নিজেরাও জানে না, তেমন রহস্যগুলো তলিয়ে দেখার আলো আমরা কোথা থেকেই বা পেলাম?

সুতরাং এসো, সেই একজনমাত্রকে ধন্যবাদ জানাই যিনি, পবিত্র শাস্ত্রে নিজের বিষয়ে যা যা লেখা আছে, সেই সমস্ত কিছু নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করলেন, যাতে শোনা সত্ত্বেও মানুষের পক্ষে যা কিছু উপলব্ধির অতীত ছিল, তা দৃশ্য হওয়ায় স্পষ্ট হতে পারে। কেননা তাঁর দেহধারণ, যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু, পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ সবই শাস্ত্রে উল্লিখিত। কিন্তু আমাদের মধ্যে কেইবা তা শুনে বিশ্বাস করতে পারত, যদি না তা বাস্তবায়িত বলেই জানত?

যোহনের প্রত্যাদেশে যেরূপে পাঠ করা যেতে পারে, সীলমোহর-যুক্ত এমন পুস্তক যা কেউই খুলে দিতে ও পাঠ করতে সক্ষম ছিল না, তা যুদার সিংহই খুলে দিলেন, যেহেতু তিনি আপন যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থান দ্বারাই সেই

সমস্ত রহস্য আমাদের কাছে প্রকাশ করলেন। আর আমাদের দুর্বলতার সমস্ত অমঙ্গল নিজেই বহন করায় তিনি আমাদের কাছে আপন পরাক্রম ও গৌরবের মঙ্গল দেখালেন।

বাস্তবিক পক্ষে তিনি মাংস হলেন যাতে আমাদের আত্মিক করে তুলতে পারেন; প্রসন্নতার সঙ্গে আমাদের প্রতি আনত হলেন যাতে আমাদের তুলে ধরতে পারেন, বাইরে গেলেন যাতে আমাদের প্রবেশ করাতে পারেন, দৃশ্যমান হলেন যাতে অদৃশ্য বিষয় আমাদের দেখাতে পারেন, কশাঘাত বরণ করলেন যাতে আমাদের সুস্থ করতে পারেন, দুর্নাম ও অবজ্ঞা সহ্য করলেন যাতে অনন্ত লজ্জা থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারেন, মৃত্যুবরণ করলেন যাতে আমাদের সঞ্জীবিত করে তুলতে পারেন।

সুতরাং এসো, মৃত ও জীবনদাতা যিনি, এমনকি মৃত হওয়ায়ই অধিকতর জীবনদাতা যিনি, তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। এজন্য যিনি আমাদের পরিত্রাণ ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের কথা উত্তমরূপে উপলব্ধি করেছিলেন, সেই ইসাইয়া বললেন, *প্রভু উত্থিত হবেন, এভাবে তিনি তাঁর আপন কর্মের, তাঁর সেই রহস্যময় কর্মের সিদ্ধি ঘটাবেন, তাঁর আপন কর্ম, তাঁর সেই অসাধারণ কর্ম সম্পন্ন করবেন।* বাস্তবিকই তাঁর নিজের দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত প্রাণ একত্র করা, ও সনাতন আলোর পরমানন্দে তাদের ফিরিয়ে আনাই ঈশ্বরের কর্ম। কিন্তু কশাঘাত ও থুথু গ্রহণ করা, ক্রুশবিদ্ধ হওয়া, মৃত্যুবরণ করা ও সমাহিত হওয়া, এসমস্ত বিষয় প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের কর্ম নয়, কিন্তু সেই পাপী মানুষেরই কর্ম, যে মানুষ পাপের ফলে এ সমস্ত কিছুর যোগ্য ছিল। *কিন্তু তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন।* আর যিনি নিজের স্বরূপে নিত্যই উপলব্ধির অতীত হয়ে থাকেন, তিনি আমাদের স্বরূপে কশাঘাত গ্রহণ করতে প্রসন্ন হলেন, কেননা আমাদের অসুস্থতার সমস্ত কিছু যদি নিজেই না ধারণ করতেন, তবে আমাদের তাঁর নিজের শক্তির পরাক্রম পর্যন্ত কখনও উন্নীত করতে পারতেন না। তাই যাতে আপন কর্ম সাধন করতে পারেন, তিনি আপন অসম্ভব কর্ম সিদ্ধ করলেন; এবং যাতে আপন ব্যাপার সম্পন্ন করতে পারেন, তিনি আপন অসাধারণ ব্যাপার সম্পন্ন করলেন, কেননা আপন ধর্মময়তার উদ্দেশে আমাদের একত্র করার উদ্দেশ্যে দেহধারী ঈশ্বর প্রসন্ন হয়ে আমাদের জন্য নিজেকে প্রহৃত হতে দিলেন। আর আপন কাজ সাধন করার জন্য সত্যিই অসম্ভব কাজ সিদ্ধ করলেন, কেননা যন্ত্রণাভোগ করে আমাদের অমঙ্গল বহন করায়ই তিনি তাঁর নিজের সৃষ্টি এই আমাদের আপন পরাক্রমের গৌরব পর্যন্ত চালিত করলেন—যে গৌরবে তিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

শ্লোক হিব্রু ২:১৬,১৭; বারুক ৩:৩৮ দ্রঃ

প্র খ্রীষ্ট তো স্বর্গদূতদের আপন করে নিচ্ছেন না, আব্রাহামের বংশকেই নিচ্ছেন,
উ এজন্যই তাঁকে সব দিক দিয়ে নিজের ভাইদের মত হতে হয়েছে, যেন জনগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি দয়াবান হয়ে উঠতে পারেন।
প্র আমাদের ঈশ্বর পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন, ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন।
উ এজন্যই তাঁকে সব দিক দিয়ে নিজের ভাইদের মত হতে হয়েছে, যেন জনগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি দয়াবান হয়ে উঠতে পারেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দা ৩:৮-১২,১৯-২৪,৯১-৯৭

রাজার সেই স্বর্ণ মূর্তি
অগ্নিকুণ্ডে সেই তিনজন যুবক

একদিন কয়েকজন কাল্দীয় ইহুদীদের বিরুদ্ধে শঠতাপূর্ণ অভিযোগ আনবার জন্য এগিয়ে এল; তারা নেবুকাদ্নেজার রাজাকে বলল: 'হে রাজন্, চিরজীবী হোন! হে রাজন্, আপনি এমন রাজপত্র জারি করেছেন, যা অনুসারে যে কেউ শিঙা, বাঁশি, বীণা, চতুস্তন্ত্রী যন্ত্র, পরিবাদিনী, মৃদঙ্গ ও সবরকম বাদ্যযন্ত্রের সুর শুনবে, সে উপুড় হয়ে ওই সোনার মূর্তির উদ্দেশে প্রণাম জানাবে; এবং যে কেউ উপুড় হয়ে প্রণাম করবে না, তাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেওয়া হবে। আচ্ছা, এমন কয়েকজন ইহুদী লোক আছে, যাদের হাতে আপনি বাবিলন প্রদেশের

ব্যবস্থাপনার ভার দিয়েছেন, অর্থাৎ সেই শাদ্রাক, মেশাক ও আবেদ্নেগো; তারা, হে রাজন্, আপনার আজ্ঞা মানে না; তারা আপনার দেব-দেবীর সেবাও করে না, এবং আপনি যে সোনার মূর্তি দাঁড় করিয়েছেন, তাকেও প্রণাম করে না।'

তখন নেবুকাদ্নেজার ক্রোধে জ্বলে উঠলেন ও শাদ্রাক, মেশাক ও আবেদ্নেগোর বিরুদ্ধে মুখ আরও ভয়ঙ্কর করলেন; তিনি সাধারণ তাপের চেয়ে অগ্নিকুণ্ডের তাপ সাতগুণ বাড়াতে হুকুম দিলেন, এবং তাঁর সৈন্যদের সবচেয়ে বলিষ্ঠ যোদ্ধার মধ্যে কয়েকজনকে আজ্ঞা করলেন, যেন তারা শাদ্রাক, মেশাক ও আবেদ্নেগোকে বেঁধে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দেয়। তখন ওই যুবকদের, জামা, চাদর, পোশাক, পাগড়ি ইত্যাদি বস্ত্র পরা অবস্থায় বেঁধে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। কিন্তু যে লোকেরা শাদ্রাক, মেশাক ও আবেদ্নেগোকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দেওয়ার জন্য রাজার কড়া হুকুম অনুসারে তা অধিক উত্তপ্ত করে তুলেছিল, তারা নিজেরা সেই একই মুহূর্তে আগুনের শিখায় মারা পড়ল, যে মুহূর্তে শাদ্রাক, মেশাক ও আবেদ্নেগোও বাঁধা অবস্থায় জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়ছিলেন; তাঁরা অগ্নিশিখার মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন, ঈশ্বরের প্রশংসা করছিলেন ও প্রভুকে ধন্য বলছিলেন।

নেবুকাদ্নেজার রাজা স্তম্ভিত হয়ে হঠাৎ পায়ে উঠে দাঁড়ালেন; তাঁর মন্ত্রীদের তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা কি তিনজন মানুষকে বাঁধা অবস্থায় আগুনের মধ্যে ফেলে দিইনি?' উত্তরে তারা বলল, 'হ্যাঁ, মহারাজ।' তখন তিনি বলে চললেন, 'দেখ, আমি চারজন মানুষকে দেখতে পাচ্ছি; তারা বাঁধন-মুক্ত হয়ে আগুনের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে, আর তাদের কোন ক্ষতি হচ্ছে না; এমনকি চতুর্থজনের চেহারা দেবপুত্রেরই মত।' তখন নেবুকাদ্নেজার সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মুখের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'হে পরাৎপর ঈশ্বরের দাস শাদ্রাক, মেশাক ও আবেদ্নেগো, বেরিয়ে এসো, এখানে এসো।' তখন শাদ্রাক, মেশাক ও আবেদ্নেগো আগুনের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন। পরে ক্ষিতিপাল, প্রদেশপাল, গণশাসক, ও রাজমন্ত্রীরা ওই তিনজনকে লক্ষ করতে সমবেত হলেন, আর দেখলেন, আগুন তাঁদের শরীরের উপর একটু প্রভাবও ফেলতে পারেনি: তাঁদের মাথার একটা চুল পর্যন্তও পোড়েনি, তাঁদের পোশাকেও আগুনের স্পর্শের কোন চিহ্ন নেই, তাদের দেহে আগুনের গন্ধও নেই।

নেবুকাদ্নেজার বলে উঠলেন, 'ধন্য শাদ্রাকের, মেশাকের ও আবেদ্নেগোর ঈশ্বর! তিনি তাঁর দূত পাঠিয়ে তাঁর সেই দাসদের নিস্তার করলেন, যারা তাঁর উপরে আস্থা রেখে রাজার আজ্ঞা অমান্য করেছে ও নিজেদের দেহ সঁপে দিয়েছে, যেন তাদের ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন দেবতার সেবা ও পূজা করতে না হয়। তাই আমি এই আজ্ঞা জারি করছি যে, যে কোন দেশ, জাতি ও ভাষার মানুষই হোক না কেন, যে কেউ শাদ্রাক, মেশাক ও আবেদ্নেগোর ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিন্দাজনক একটা কথাও উচ্চারণ করবে, তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হোক ও তার বাড়ি সারের ঢিপি করা হোক; কারণ তেমন উদ্ধারকর্ম সাধন করার সামর্থ্য আর কোন দেবতার নেই।' তখন রাজা বাবিলন প্রদেশে শাদ্রাক, মেশাক ও আবেদ্নেগোকে উচ্চপর্যায়ে উন্নীত করলেন।

শ্লোক দা ৩:৪৯,৫০,৯৫

প্র প্রভুর দূত আগুনের শিখা আজারিয়া ও তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেকে বাইরের দিকে সরিয়ে দিলেন;
উ তাতে আগুন তাদের আদৌ স্পর্শ করল না, তাদের কোন ক্ষতি বা অসুবিধাও ঘটাল না।
প্র ধন্য ঈশ্বর! তিনি তাঁর দূত পাঠিয়ে তাঁর সেই দাসদের নিস্তার করলেন, যারা তাঁর উপরে আস্থা রেখেছিল।
উ তাতে আগুন তাদের আদৌ স্পর্শ করল না, তাদের কোন ক্ষতি বা অসুবিধাও ঘটাল না।

দ্বিতীয় পাঠ - দ্বিতীয় শতাব্দীর অজানা লেখকের উপদেশ **৮:১—৯:১১**

অকপট মনপরিবর্তন

এসো, যতদিন এই জগতে আছি, ততদিন তপস্যা করে চলি। আসলে আমরা কুমোরের হাতে মাটিমাত্র। আর কুমোর যেমন গড়া পাত্রটা কুশ্রী ও ভঙ্গুর দেখলে তা নতুন করে গড়ে, কিন্তু পাত্রটা চুল্লিতে দেওয়ার মত মনে করলে তা আর স্পর্শ করে না, তেমনি আমরাও যতদিন এই জগতে রয়েছি, যতদিন সময় আছে, এসো, দুর্বল মাংসের কারণে যে সকল পাপ করেছি, তার জন্য সমস্ত হৃদয় দিয়ে তপস্যা করি যেন প্রভুর পরিত্রাণ লাভ করতে

পারি।

কেননা এই জগৎ থেকে বিদায় নেবার পর আমরা পাপস্বীকার করতে বা তপস্যা করতে আর পারব না। এজন্য, ভাইবোনেরা, পিতার ইচ্ছা পালন করলে, দেহ শুচি রাখলে ও প্রভুর আদেশগুলি মেনে চললে তবেই আমরা অনন্ত জীবন লাভ করব। প্রভু তো সুসমাচারে একথা বলেন: যখন সামান্য ব্যাপারে বিশ্বস্ত হওনি, তখন কে তোমাদের বড় ব্যাপারে দায়িত্ব দেবে? *আমি তোমাদের সত্যি বলছি: সামান্য ব্যাপারে যে বিশ্বস্ত, সে বড় ব্যাপারেও বিশ্বস্ত।* তিনি আসলে বলতে চান: তোমরা দেহ শুচি ও খ্রীষ্টীয় সীলটা নিষ্কলঙ্ক রাখ, যেন জীবন ফিরে পেতে পার।

আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউই যেন না বলে, এ দেহের বিচার হবে না, তার পুনরুত্থানও হবে না। বিবেচনা করে দেখ: এ দেহে জীবন যাপন করার সময়ে, এ দেহে ছাড়া তোমরা কিসেতেই পরিত্রাণ পেয়েছ, কিসেতেই বা প্রাণ গ্রহণ করেছ? অতএব এ দেহকে ঈশ্বরের মন্দিররূপে রক্ষা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা তোমরা যেমন দেহেই আহূত হয়েছ, তেমনি দেহেই বিচারমঞ্চে উপস্থিত হবে। যিনি আমাদের পরিত্রাণ করলেন ও আগে আত্মিক ছিলেন, সেই খ্রীষ্ট প্রভু যখন মাংস হলেন ও সেই মাংসে আমাদের আহ্বান করলেন, তখন আমরাও এই মাংসেই পুরস্কার পাব।

সুতরাং এসো, পরস্পরকে ভালবাসি, যাতে সকলেই ঈশ্বরের রাজ্যে যেতে পারি। সুস্থ হওয়ার জন্য যতক্ষণ সময় রয়েছে, এসো, ততক্ষণ ধরে চিকিৎসক সেই ঈশ্বরের হাতে নিজেদের সঁপে দিই ও তাঁর হাতে আমাদের কর্মফল নিবেদন করি। কোন্ কর্মফল? অকপট হৃদয়ের তপস্যাই আমাদের কর্মফল। কেননা তিনি একটা কিছু ঘটবার আগেও তা জানেন, আমাদের হৃদয়ের সমস্ত গতিও জানেন। তাই তাঁর প্রশংসাবাদ করি, কেবল মুখে নয়, হৃদয় দিয়েও তাঁর প্রশংসাবাদ করি, তিনি যেন আমাদের সন্তানরূপেই গ্রহণ করেন। কেননা প্রভু বললেন: *যারা আমার পিতার ইচ্ছা পালন করে, তারাই আমার ভাই।*

শ্লোক এজে ১৮:৩১,৩২; ২ পি ৩:৯ দ্রঃ

প্র তোমাদের সাধিত সমস্ত অন্যায় ছেড়ে নিজেদের মুক্ত কর; নিজেদের জন্য গড়ে তোল এক নতুন হৃদয়, এক নতুন আত্মা।

উ আমি তো কারও মৃত্যুতে প্রীত নই—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। মন ফেরাও, তবেই বাঁচবে।

প্র তোমাদের প্রতি তিনি অসীম সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছেন: কেননা তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা এই নয় যে, কেউ বিনষ্ট হবে, বরং সকলে যেন মনপরিবর্তন করার একটা সুযোগ পায়।

উ আমি তো কারও মৃত্যুতে প্রীত নই—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। মন ফেরাও, তবেই বাঁচবে।

৩৪শ সপ্তাহ

বিশ্বরাজ প্রভু যীশুখ্রীষ্ট

(বিজোড় বর্ষ)

প্রথম পাঠ - দা ৭:১-২৭

মানবপুত্র রাজ্য গ্রহণ করেন, এর দর্শন

বাবিলন-রাজ বেল্শাজারের প্রথম বর্ষে দানিয়েল শয্যায় শুয়ে থাকাকালে একটা স্বপ্ন দেখলেন, ও তাঁর মনে নানা দর্শনও দেখা দিল। তিনি সেই স্বপ্নের একটা বিবরণী লিখলেন; বিবরণীতে দানিয়েল বলেন:

আমি রাত্রিবেলায় একটা দর্শনে দেখছিলাম, এমন সময় আকাশের চারবায়ু প্রচণ্ড বেগে মহাসমুদ্রের উপরে বইতে লাগল, আর বিশাল চারটে পশু সমুদ্র থেকে বেরিয়ে উঠতে লাগল—সেগুলোর প্রত্যেকের চেহারা আলাদা ছিল: প্রথমটা ছিল সিংহের মত, তার ডানাও ছিল, ঈগল পাখির ডানার মত। আমি দেখতে দেখতে তার সেই দুই ডানা কেড়ে নেওয়া হল, এবং মাটি থেকে উচ্চতে তোলা হলে তাকে মানুষের মত দুই পায়ে দাঁড় করানো হল ও

মানব হৃদয় তাকে দেওয়া হল। পরে দেখ, ভালুকের মত দ্বিতীয় একটা পশু: তা এক পাশে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছিল, এবং তার মুখে, তার দাঁতেই, তিনটে পাঁজরের হাড় ছিল; তাকে বলা হল: ওঠ, প্রচুর মাংস গ্রাস কর। এর পরে আমি তাকিয়ে আছি, এমন সময় চিতাবাঘের মত আর একটা পশু উপস্থিত: তার পিঠে পাখির মত চারটে ডানা ছিল; তার চারটে মাথাও ছিল; একে কর্তৃত্ব দেওয়া হল।

আমি রাত্রিবেলায় আবার দর্শনে দেখছিলাম, এমন সময় ভয়ঙ্কর, সন্ত্রাসজনক ও খুবই শক্তিশালী চতুর্থ একটা পশু দেখা দিল: তার বিশাল লৌহ দাঁত ছিল; তা সবকিছু গ্রাস করছিল ও চূর্ণবিচূর্ণ করছিল, আর বাকিটুকু পায়ে মাড়িয়ে দিচ্ছিল; আগের পশুদের চেয়ে এটা আলাদা ছিল—তার ছিল দশটা শিঙ! আমি তখনও সেই শিঙের দিকে তাকিয়ে আছি, আর দেখ, সেগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্র আর একটা শিঙ গজে উঠছে, আর এটা যেন জায়গা পায়, আগের শিঙগুলির তিনটে শিঙ উপড়ে ফেলা হল; আর দেখ, ওই শিঙে ছিল মানুষের চোখের মত চোখ ও একটা মুখ, যা দম্ভ-ভরা কথা বলে।

আমি তখনও তাকিয়ে আছি,
এমন সময় কয়েকটা সিংহাসন এনে রাখা হল,
এবং প্রাচীন একজন আসন নিলেন:
তাঁর পোশাক তুষারের মত শুভ্র,
ও তাঁর মাথার চুল পশমের মত শুভ্র;
তাঁর সিংহাসন ছিল অগ্নিশিখার মত,
তার চাকাগুলো জ্বলন্ত আগুনের মত।
তাঁর সম্মুখ থেকে অগ্নি-স্রোত নির্গত হয়ে বয়ে চলছিল;
লক্ষ লক্ষ কারা যেন তাঁর সেবা করছিল,
এবং কোটি কোটি কারা যেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।
তখন বিচারসভা আসন নিল,
ও পুস্তকগুলো খোলা হল।

আমি তাকিয়ে রইলাম; আর ওই শিঙ যে দম্ভ-ভরা কথা উচ্চারণ করছিল, তার তীব্র শব্দে আমি তখনও সেদিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় আমি দেখলাম, পশুটাকে বধ করা হল, ও তার দেহ বিনষ্ট হলে পর আগুনের উপরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল। অন্য পশুগুলো নিজ নিজ কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত হল, এবং তাদের আয়ু নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই স্থির করা হল।

আমি রাত্রিবেলায় আবার দর্শনে দেখছিলাম,
এমন সময়ে আকাশের মেঘের সঙ্গে
মানবপুত্রের মত কে যেন একজন এগিয়ে আসছেন:
সেই প্রাচীনজনের কাছে এসে উপস্থিত হলে
তাঁকে তাঁর সাক্ষাতে আনা হল;
তাঁকে আরোপ করা হল
কর্তৃত্ব, মহিমা ও রাজ-অধিকার;
সকল জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষ
তাঁর সেবায় নিবদ্ধ হল।
তাঁর কর্তৃত্ব সনাতন কর্তৃত্ব
যা কখনও লোপ পাবে না,
এবং তাঁর রাজ্য কখনও বিলুপ্ত হবে না।

আমি, দানিয়েল, আমার দেহের মধ্যে আত্মায় বিষণ্ন হলাম, আমার মনের নানা দর্শন আমাকে এতই বিহ্বল করেছিল! যাঁরা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের একজনের কাছে এগিয়ে গিয়ে এই সমস্ত কিছুর প্রকৃত অর্থ

জিজ্ঞাসা করলাম, আর তিনি আমাকে তার অর্থ এই বলে প্রকাশ করলেন: 'ওই চারটে বিশাল পশু হল চার রাজা, পৃথিবী থেকেই যাদের উদ্ভব হবে; কিন্তু পরাৎপরের পবিত্রজনেরা রাজ্য গ্রহণ করবে এবং রাজত্ব করবে চিরকাল—যুগে যুগে চিরকাল।' আমি তখন সেই চতুর্থ পশুর আসল কথা জানতে চাইলাম, সেই যে পশু অন্য সকল পশুর চেয়ে আলাদা ও অধিক ভয়ঙ্কর, যার দাঁত লোহার ও নখ ব্রঞ্জের, যা সবকিছু গ্রাস করছিল ও চূর্ণবিচূর্ণ করছিল ও বাকিটুকু পায়ে মাড়িয়ে দিচ্ছিল। আর তার মাথায় সেই দশটা শিঙের অর্থ, ও যে অন্য শিঙটা গজে উঠেছিল, যার সামনে তিনটে শিঙ পড়ে গেল; আবার জানতে চাইলাম সেই শিঙের আসল কথা, যে শিঙের চোখ ছিল ও এমন মুখ ছিল, যা দম্ভ-ভরা কথা বলছিল, এবং অন্য শিঙগুলোর চেয়ে যা বড় দেখাচ্ছিল। আমি তাকিয়ে দেখছিলাম, এমন সময়ে সেই শিঙ পবিত্রজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের উপর বিজয়ী হচ্ছিল, যতক্ষণ না সেই প্রাচীনজন এলেন; তখন পরাৎপরের পবিত্রজনদের পক্ষে বিচার সম্পন্ন করা হল, এবং সেই সময় এল যখন পবিত্রজনদেরই রাজ্যভার গ্রহণ করার কথা।

তাই তিনি আমাকে একথা বললেন:

'চতুর্থ পশুটা হল পৃথিবীর চতুর্থ এক রাজ্য,
যা সকল রাজ্যের চেয়ে আলাদা হবে
ও সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করবে,
মাড়িয়ে দেবে ও চূর্ণবিচূর্ণ করবে।
তার দশটা শিঙের অর্থ এ:
ওই রাজ্য থেকে দশ রাজার উদ্ভব হবে,
আর তাদের পরে আর এক রাজার উদ্ভব হবে,
যে আগেকার রাজাদের চেয়ে আলাদা হবে,
ও সেই তিন রাজাকে ভূপাতিত করবে;
সে পরাৎপরকে টিটকারি দেবে,
পরাৎপরের পবিত্রজনদের উৎপীড়ন করবে,
এবং উপাসনা-কাল ও বিধান বদলাবার কথাও ভাববে;
পবিত্রজনেরা এক কাল, নানা কাল ও অর্ধেক কালের জন্য
তার হাতে সমর্পিত হবে।
পরে বিচার সম্পন্ন হবে,
আর তার কর্তৃত্ব তার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হবে,
অবশেষে তাকে নিঃশেষে বিনাশ করা হবে,
সে নিশ্চিহ্নই হয়ে যাবে।
তখন রাজ-অধিকার, কর্তৃত্ব
ও সমস্ত আকাশের নিচের যত রাজ্যের মহিমা
সেই পরাৎপরেরই পবিত্র জনগণকে দেওয়া হবে,
যাঁর রাজ্য সনাতন রাজ্য,
বিশ্বের যত কর্তৃত্ব যাঁকে সেবা করবে
ও যাঁর প্রতি বাধ্যতা স্বীকার করবে।'

শ্লোক মার্ক ১৩:২৬-২৭; সাম ৯৮:৯ দ্রঃ

℣ সেসময় লোকেরা দেখতে পাবে, মানবপুত্র সপরাক্রমে ও মহাগৌরবে মেঘবাহনে আসছেন। তিনি দূতদের প্রেরণ ক'রে

℟ পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকেই তাঁর মনোনীতদের জড় করবেন।

℣ তিনি ধর্মময়তার সঙ্গে জগৎ, সততার সঙ্গে জাতিগুলিকে বিচার করবেন।

℟ পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকেই তাঁর মনোনীতদের জড় করবেন।

(বিকল্প) শ্লোক ১ বংশ ২৯:১১,১২; ২ মা ১:২৪ দ্রঃ

℣ তোমারই তো প্রভু, পরাক্রম, তোমারই রাজ-অধিকার;
℟ সবকিছুর উপরে তুমি তো শাসনকর্তা; হে প্রভু, শান্তি মঞ্জুর কর আমাদের দিনে।
℣ হে বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর, তুমি ভয়ঙ্কর ও পরাক্রমী, তুমি ন্যায়বান ও দয়াময়।
℟ সবকিছুর উপরে তুমি তো শাসনকর্তা; হে প্রভু, শান্তি মঞ্জুর কর আমাদের দিনে।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ২য় পুস্তক

খ্রীষ্ট নিজেকে নমিত করলেন যাতে প্রথম হয়ে রাজ্যে ফিরে গিয়ে
আমাদের জন্য রাজ-গৌরবের সূত্রপাত ও পথ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারেন

পিতা, জগৎ হবার আগে তোমার কাছে আমার যে গৌরব ছিল, তুমি এখন তোমার নিজের সাক্ষাতে আমাকে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত কর। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কেমন করে এই পদে খ্রীষ্ট গৌরবের সূচনা নয়, কিন্তু সেই গৌরবেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা যাচনা করেন, যে গৌরব আগে তাঁরই ছিল? এবং কেমন করে তিনি মানুষ হিসাবেই এ সমস্ত কথা বলেন? দেহধারণের খাতিরে পুত্রের কাছে সবকিছু দেওয়া হয়েছে, কেবল প্রকৃত ভক্তজনই শাস্ত্রের সর্বস্থানে একথা আবিষ্কার করতে ও উপলব্ধি করতে পারবে; সে বিশেষভাবে দানিয়েলের সেই ভয়ঙ্কর দর্শনেই এর প্রমাণ পাবে, যে দর্শন অনুসারে দানিয়েল বলেন, তিনি প্রাচীন এমন একজনকে দেখতে পেলেন যিনি সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, *লক্ষ লক্ষ কারা যেন তাঁর সেবা করছিল, এবং কোটি কোটি কারা যেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।* এরপর তিনি বলে চলেন: *আর দেখ, আকাশের মেঘের সঙ্গে মানবপুত্রের মত কে যেন একজন এগিয়ে আসছেন: সেই প্রাচীনজনের কাছে এসে উপস্থিত হলে তাঁকে তাঁর সাক্ষাতে আনা হল; তাঁকে আরোপ করা হল কর্তৃত্ব, মহিমা ও রাজ-অধিকার; সকল জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষ তাঁর সেবায় নিবদ্ধ হল।*

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, এ পদ কেমন করে এখানে দেহধারণ-গোটা রহস্য সূক্ষ্মরূপে বর্ণনা করে? দেখতে পাচ্ছ, কেমন করে লেখা আছে, পুত্র পিতার কাছ থেকে রাজ্য গ্রহণ করলেন? এ তো একজন নবীর সামান্য বাণী নয়, কিন্তু তিনি বলেন, মানবপুত্রের মত এক ব্যক্তি আবির্ভূত হলেন। এবিষয়ে এ কথাও লেখা আছে: *তিনি নিজেকে অবনমিত করলেন, ও আকারে প্রকারে মানুষের মত আবির্ভূত হলেন,* যাতে প্রথম হয়ে রাজ্যে ফিরে গিয়ে তিনি আমাদের জন্য রাজ-গৌরবের সূত্রপাত ও পথ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারেন।

আর আমাদের মানবস্বরূপ অনুযায়ী জীবন ধারণ করে তিনি যেমন আমাদের খাতিরে ও সকলের জন্য দৈহিক মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে নমিত করলেন যাতে মৃত্যু ও ক্ষয়শীলতা থেকে আমাদের উদ্ধার করেন,—কেননা আমাদের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য গুণে তিনি আমাদের সঙ্গে নিজেকে মিশ্রিত করলেন ও আমাদের তাঁর অনন্ত জীবনের সহভাগী করলেন, তেমনি ঈশ্বর হওয়ায় গৌরবের প্রভু হয়েও তবু তিনি আমাদের হীনাবস্থার অনুরূপ হলেন যাতে মানবস্বরূপ রাজ-মর্যাদায় ফিরিয়ে আনতে পারেন।

প্রেরিতদূত পল যেমন বলেন, *সবকিছুতে তিনিই শীর্ষপদের অধিকারী:* হ্যাঁ, তিনিই পথ, দরজা, আমাদের মঙ্গলদানের প্রথমফসল—তিনিই মৃত্যু থেকে জীবনে, ক্ষয়শীলতা থেকে অক্ষয়শীলতায়, দুর্বলতা থেকে শক্তিতে, দাসত্ব থেকে ঐশপুত্রত্ব লাভে, অসম্মান ও হীনাবস্থা থেকে রাজ্যের সম্মানে ও তার গৌরবে চালিত করেন।

শ্লোক দা ৭:১৩,১৪

℣ আমি রাত্রিবেলায় আবার দর্শনে দেখছিলাম, এমন সময়ে আকাশের মেঘের সঙ্গে মানবপুত্রের মত কে যেন একজন এগিয়ে আসছেন: সেই প্রাচীনজনের কাছে এসে উপস্থিত হলে তাঁকে আরোপ করা হল কর্তৃত্ব, মহিমা ও রাজ-অধিকার।
℟ সকল জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষ তাঁর সেবায় নিবদ্ধ হল।
℣ তাঁর কর্তৃত্ব সনাতন কর্তৃত্ব যা কখনও লোপ পাবে না, এবং তাঁর রাজ্য কখনও বিলুপ্ত হবে না।

℟ সকল জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষ তাঁর সেবায় নিবদ্ধ হল।

বিকল্প (জোড় বর্ষ)

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ১:৪-৬,১০,১২-১৮; ২:২৬-২৮; ৩:৫,১২,২০-২১

মানবসন্তান পরাক্রমে ভূষিত, এর দর্শন

আমি, যোহন, এশিয়ার সপ্ত মণ্ডলীর সমীপে: যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, তাঁর কাছ থেকে, তাঁর সিংহাসনের সম্মুখীন সপ্ত আত্মার কাছ থেকে এবং বিশ্বস্ত সাক্ষ্যদাতা যিনি, মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত ও পৃথিবীর রাজাদের অধিরাজ সেই যীশুখ্রীষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক! যিনি আমাদের ভালবাসেন, যিনি নিজের রক্তে আমাদের পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন, এবং আমাদের করে তুলেছেন রাজ্য, তাঁর আপন ঈশ্বর ও পিতার উদ্দেশে যাজক, তাঁরই গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল। আমেন।

প্রভুর দিনে আমি আত্মায় আবিষ্ট হলাম; তখন আমার পিছনে তুরিধ্বনির মত উদাত্ত এক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম; কার্ কণ্ঠ আমাকে উদ্দেশ করে কথা বলছে, তা দেখবার জন্য আমি ফিরে দাঁড়ালাম; তখন ফিরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, সাতটা সুবর্ণ দীপাধার, আর সেই দীপাধারগুলির মাঝখানে *মানবপুত্রের সদৃশ কে যেন একজন রয়েছেন:* তিনি দীর্ঘ পোশাক পরে আছেন, তাঁর বুকে *সুবর্ণ একটা বন্ধনী বাঁধা; তাঁর মাথার চুল শুভ্র পশমের মত, তুষারেরই মত; তাঁর চোখ দু'টো জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত; তাঁর পা দু'টো যেন আগুনে যাচাই করা উজ্জ্বল ব্রঞ্জের মত; তাঁর কণ্ঠস্বর জলরাশির ধ্বনির মত;* তিনি ডান হাতে সাতটা তারা ধরে আছেন, তাঁর মুখ থেকে তীক্ষ্ণ একটা দুধারী খড়্গ নির্গত, ও তাঁর মুখমণ্ডল সূর্যের মত—পূর্ণ তেজেই দীপ্তিমান সূর্যের মত।

তাঁকে দেখামাত্র আমি কেমন যেন মৃত হয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লাম, কিন্তু তিনি এই বলে আমার উপর ডান হাত রাখলেন, 'ভয় করো না, আমি প্রথম ও শেষ ও সেই জীবনময়। আমি ছিলাম মৃত, আর দেখ, সেই আমি আজ জীবিত চিরকালের মত, আর আমার হাতে রয়েছে মৃত্যু ও মৃত্যু-রাজ্যের চাবিকাঠি। যে বিজয়ী শেষ পর্যন্ত আমার আদিষ্ট কর্ম সাধনে নিষ্ঠাবান থাকে, তাকে আমি *জাতিগুলির উপরে অধিকার দেব; সে লৌহদণ্ড দ্বারা তাদের পালন করবে, কুমোরের পাত্রের মতই তাদের টুকরো টুকরো করবে*—সেই একই অধিকার, যা আমি নিজে পিতা থেকে পেয়েছি। আর আমি তাকে প্রভাতী তারা দান করব। আমি তার নাম জীবন-পুস্তক থেকে আদৌ মুছে ফেলব না, বরং আমার পিতার সাক্ষাতে ও তাঁর স্বর্গদূতদের সাক্ষাতে তার নাম স্বীকার করব।

যে বিজয়ী, তাকে আমি আমার ঈশ্বরের পবিত্রধামে একটা স্তম্ভেরই মত করব, এবং সে আর কখনও সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে না। তার উপরে আমি আমার ঈশ্বরের নাম লিখে দেব, এবং আমার ঈশ্বরের নগরী সেই যে নতুন যেরুসালেম স্বর্গ থেকে, আমার ঈশ্বরেরই কাছ থেকে নেমে আসছে, তার নাম ও আমার নতুন নাম লিখে দেব।

দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি; আমার গলা শুনে কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়, তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে। যে বিজয়ী, তাকে আমি আমার পাশে আমার সিংহাসনে বসতে দেব, যেমন আমি নিজেই বিজয়ী হয়েছি ও আমার পিতার পাশে তাঁর সিংহাসনে আসন নিয়েছি।'

শ্লোক মার্ক ১৩:২৬-২৭; সাম ৯৮:৯ দ্রঃ

প্র সেসময় লোকেরা দেখতে পাবে, মানবপুত্র সপরাক্রমে ও মহাগৌরবে মেঘবাহনে আসছেন। তিনি দূতদের প্রেরণ ক'রে

℟ পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকেই তাঁর মনোনীতদের জড় করবেন।

প্র তিনি ধর্মময়তার সঙ্গে জগৎ, সততার সঙ্গে জাতিগুলিকে বিচার করবেন।

℟ পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকেই তাঁর মনোনীতদের জড় করবেন।

তোমার রাজ্যের আগমন হোক

আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তার বাণী অনুসারে, *ঈশ্বরের রাজ্য এমনভাবে আসে না যে, তার আসাটা দেখা যেতে পারবে। আর এমন কেউই থাকবে না যে বলবে, দেখ, এখানে! কিংবা, ওখানে! কারণ দেখ, ঈশ্বরের রাজ্য* আমাদের *মাঝেই উপস্থিত, কেননা বাণী অতি নিকটবর্তী,* সেই বাণী আমাদের ওষ্ঠে, আমাদের হৃদয়েই রয়েছে। এজন্য এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কেউ প্রার্থনা করে যাতে ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন হয়, সে নিজের অন্তরে যে ঐশরাজ্য বহন করছে, তারই বিষয়ে সঠিকভাবে প্রার্থনা করছে যাতে তেমন রাজ্যই উদিত হয়, ফলশালী হয়, ও সিদ্ধি লাভ করে। কেননা ঈশ্বর পবিত্রজনদের অন্তরে রাজত্ব করেন ও সকল পবিত্রজন সেই ঈশ্বরের আত্মিক বিধিনিয়ম মেনে চলে, যিনি তাদের অন্তরে যেন সুশাসিত নগরীর মধ্যেই বাস করেন। পবিত্রজনদের আত্মায় পিতা উপস্থিত, ও পিতার সঙ্গে খ্রীষ্টও রাজত্ব করেন, যেমন লেখা আছে: *আমরা তার কাছে আসব, ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান।*

ফলত আমাদের অন্তরে এই যে ঐশরাজ্য, তা তো আমাদের নিত্য অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তখনই সিদ্ধিলাভ করবে, যখন প্রেরিতদূতের সেই বাণী পূর্ণতা লাভ করবে, যা অনুসারে খ্রীষ্ট সমস্ত শত্রুকে নিজের অধীনে বশীভূত করে *রাজ্যকে পিতা ঈশ্বরের হাতে সঁপে দেবেন যেন স্বয়ং ঈশ্বরই হন সবকিছু—সবারই মধ্যে।* এজন্য আমাদের অন্তরের ভক্তি ঐশবাণী দ্বারা এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠুক, যাতে নিরন্তর প্রার্থনা করে আমরা আমাদের স্বর্গস্থ পিতাকে বলতে পারি: *তোমার নামের পবিত্রতা প্রকাশিত হোক, তোমার রাজ্যের আগমন হোক।*

ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে এ কথাও স্মরণযোগ্য: যেমন *ধর্মে ও অধর্মে পরস্পর সহযোগিতা নেই, অন্ধকারের সঙ্গে আলোরও যেমন সহভাগিতা নেই, ও বেলিয়ারের সঙ্গে খ্রীষ্টেরও যেমন আপস নেই,* তেমনি ঐশরাজ্য পাপরাজ্যের সঙ্গে থাকতে পারে না।

অতএব, আমরা যদি ইচ্ছা করি, ঈশ্বর আমাদের অন্তরে রাজত্ব করবেন, তবে যেন কোন মতে *পাপ আমাদের মরদেহে রাজত্ব না করে,* আমরা বরং আমাদের এ পার্থিব অঙ্গগুলো মৃত্যুসাৎ করি ও পবিত্র আত্মার উদ্দেশেই ফল ফলাই; যাতে আমাদের অন্তরে—সেই পরমদেশেই যেন—ঈশ্বর গমনাগমন করেন ও খ্রীষ্টের সঙ্গে কেবল তিনিই রাজত্ব করেন। খ্রীষ্ট আমাদের অন্তরে সেই আত্মিক শক্তির ডান পাশে আসন গ্রহণ করুন, সেই যে শক্তি গ্রহণ করতে আমরা আকাঙ্ক্ষিত; তিনি আসীন থাকুন যে পর্যন্ত তাঁর সেই সকল শত্রু, যারা আমাদের অন্তরে রয়েছে, তাঁর পাদপীঠ না হয়, ও আমাদের অন্তর থেকে তাদের সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব ও শক্তি বহিষ্কৃত না হয়।

এ সমস্ত কিছু আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে বাস্তব হতে পারে; তবেই *শেষ শত্রু সেই মৃত্যুও* বিনষ্ট হবে; যাতে আমাদের অন্তরে খ্রীষ্ট বলতে পারেন: *ওহে মৃত্যু, তোমার হুল কোথায়? কোথায়, পাতাল, তোমার বিজয়?* তাই এখন থেকেই আমাদের ক্ষয়শীল দেহ অক্ষয়শীলতা পরিধান করুক, ও আমাদের মরণশীল দেহ মৃত্যুকে বের করে দিয়ে পিতৃঅমরত্ব পরিধান করুক, যাতে আমাদের অন্তরে ঈশ্বর রাজত্ব করলে আমরা এখন থেকেই নবীকরণের ও পুনরুত্থানের মঙ্গলদানগুলি অন্তরে উপভোগ করতে পারি।

শ্লোক প্রত্যা ১১:১৫; সাম ২২:২৮-২৯

℣ জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁর খ্রীষ্টেরই রাজ্য হল:
℟ তিনি রাজত্ব করবেন যুগে যুগে চিরকাল!
℣ জাতি-বিজাতির সকল গোষ্ঠী তাঁর সম্মুখে প্রণিপাত করবে, কারণ প্রভুরই তো রাজ-অধিকার:
℟ তিনি রাজত্ব করবেন যুগে যুগে চিরকাল!

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজে ৩৬:১৬-৩৬

ঈশ্বরের জনগণের নবায়ন :
নতুন হৃদয় ও নতুন আত্মা

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'হে আদমসন্তান, ইস্রায়েলকুল যখন তার নিজের দেশভূমিতে বাস করত, তখন তার আচরণ ও কাজকর্ম দ্বারা তা কলুষিত করেছিল; আমার কাছে তাদের আচরণ ছিল স্ত্রীলোকের রক্তস্রাবের অশুচিতার মত। তাই সেই দেশে তারা যে রক্তপাত করেছিল, এবং তাদের পুতুলগুলো দ্বারা তারা দেশ যে কলুষিত করেছিল, এসব কিছুর জন্য আমি তাদের উপরে আমার রোষ বর্ষণ করেছিলাম। আমি জাতিসকলের মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত করেছিলাম, এবং তারা নানা দেশে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল; তাদের আচরণ ও কাজকর্ম অনুসারেই আমি তাদের বিচার করেছিলাম। তারা যে দিকে চালিত হল, সেই জাতিসকলের মাঝে গিয়ে পৌঁছে আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করল, ফলে লোকে তাদের বিষয়ে এখন বলে: এরা প্রভুর আপন জনগণ, তা সত্ত্বেও দেশ থেকে তাদের বের করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি আমার সেই পবিত্র নামের খাতিরেই উদ্বিগ্ন ছিলাম, যা ইস্রায়েলকুল জাতিসকলের মধ্যে যেখানে গিয়েছে, সেখানে অপবিত্র করেছে। তাই তুমি ইস্রায়েলকুলকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে ইস্রায়েলকুল, আমি তোমাদের খাতিরে নয়, আমার সেই পবিত্র নামের খাতিরেই কাজ করছি, যা তোমরা যেখানে গিয়েছ, সেখানে জাতিসকলের মধ্যে অপবিত্র করেছ! আমি আমার সেই মহা নামের পবিত্রতা দেখাতে যাচ্ছি, যা জাতিসকলের মধ্যে অপবিত্রতার বস্তু হয়েছে, যা তোমরা নিজেরাই তাদের মধ্যে অপবিত্র করেছ। তখনই জাতিসকল জানবে যে, আমিই প্রভু,—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—যখন আমি তাদের চোখের সামনে তোমাদের মধ্যে আমার পবিত্রতা দেখাব; কারণ আমি জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের নেব, সকল দেশ থেকে তোমাদের সংগ্রহ করব, তোমাদের নিজেদের দেশভূমিতে তোমাদের নিয়ে আসব। তোমাদের উপর ছিটিয়ে দেব শুদ্ধ জল আর তোমরা শুদ্ধ হবে; তোমাদের সমস্ত মলিনতা থেকে, তোমাদের সকল পুতুল থেকে তোমাদের শোধন করব। তোমাদের দেব এক নতুন হৃদয়, তোমাদের অন্তরে রাখব এক নতুন আত্মা। তোমাদের বুক থেকে সরিয়ে দেব সেই পাথরের হৃদয়, রক্তমাংসেরই এক হৃদয় তোমাদের দেব। তোমাদের অন্তরে রাখব আমার আত্মা, আমার বিধিপথে তোমাদের চালনা করব, আমার নিয়মনীতি পালনে তোমাদের নিষ্ঠাবান করব। আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশ দিয়েছিলাম, তোমরা সেই দেশেই বাস করবে; তোমরা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর। আমি তোমাদের সমস্ত কলুষ থেকে তোমাদের পরিত্রাণ করব; আমি গম ডেকে এনে প্রচুর করে দেব, তোমাদের উপর দুর্ভিক্ষ আর ডেকে আনব না। আমি গাছের ফল ও মাঠের ফসল প্রচুর করে দেব, যেন দুর্ভিক্ষের কারণে জাতিসকলের মধ্যে তোমাদের আর অপমান ভোগ করতে না হয়। তখন তোমরা তোমাদের দুর্ব্যবহার ও অসৎ কর্মকান্ড স্মরণ করবে, এবং তোমাদের শঠতা ও জঘন্য কাজকর্মের জন্য নিজেদেরই অধিক ঘৃণা করবে। জেনে রাখ—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—তোমাদের খাতিরেই যে আমি এই কাজ করছি, এমন নয়। হে ইস্রায়েলকুল, তোমাদের আচরণের জন্য লজ্জিত ও বিষণ্ন হও!

প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যেদিন আমি তোমাদের সমস্ত শঠতা থেকে তোমাদের পরিশুদ্ধ করব, সেদিন তোমাদের শহরগুলিতে তোমাদের পুনরায় বাস করতে দেব, তখন তোমাদের যত ধ্বংসস্তূপ পুনর্নির্মিত হবে। আর সেই দেশ, যা পথিকদের চোখে ছিল ধ্বংসস্থান, সেই বিধ্বস্ত দেশে পুনরায় চাষের কাজ চলবে। তখন লোকে বলবে: এই যে দেশ ছিল বিধ্বস্ত এক দেশ, এখন হয়ে উঠেছে এদেন বাগানের মত; এই যে শহরগুলি ছিল উচ্ছিন্ন, ধ্বংসিত, উৎপাটিত, এখন হয়ে উঠেছে সুরক্ষিত নগর, হয়ে উঠেছে বাসস্থান। তাতে তোমাদের চারদিকে যে জাতিগুলি অবশিষ্ট হয়ে রয়েছে, তারা জানতে পারবে যে, আমি প্রভুই বিলুপ্ত যত স্থান পুনর্নির্মাণ করেছি, ও বিধ্বস্ত যত স্থান পুনরায় চাষের ভূমি করেছি। আমিই, প্রভু, একথা বলেছি, আর তাই করব।'

শ্লোক এজে ১১:১৯,২০

প্র আমি তাদের বুক থেকে সরিয়ে দেব সেই পাথরের হৃদয়, রক্তমাংসেরই এক হৃদয় তাদের দেব, যেন তারা আমার বিধিপথে চলে;

উ তারা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর।

প্র আমি তাদের অখণ্ড এক হৃদয় দেব, তাদের অন্তরে রাখব এক নতুন আত্মা:

উ তারা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিও-লিখিত 'সুখ-বাণী বিষয়ক উপদেশ' **উপদেশ ৯৫:১-২**

আমি আমার বিধিনিয়ম তাদের অন্তরে স্থাপন করব

প্রিয়জনেরা, যখন আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট ঐশরাজ্যের সুসমাচার প্রচার করছিলেন, ও সমস্ত গালিলেয়া জুড়ে নানা রোগ নিরাময় করছিলেন, তখন তাঁর অলৌকিক কাজের কথা সমস্ত সিরিয়া জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিল, ও সমগ্র যুদেয়া থেকে বহু লোকের ভিড় স্বর্গীয় চিকিৎসকের কাছে নদীর জলের মত ভেসে আসছিল। কেননা, যেহেতু মানুষের অজ্ঞতা যা দেখে না, তা বিশ্বাস করতে, ও যা জানে না তাতে আশা রাখতে অধিক ধীর, সেজন্য, দিব্য জ্ঞানদানে যাঁদের সুস্থির করার কথা ছিল, দৈহিক উপকার ও দৃশ্য অলৌকিক কাজ দ্বারা তাঁদের উদ্দীপিত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল, যাতে তাঁরা তাঁর তত মঙ্গলময় পরাক্রমের অভিজ্ঞতা ক'রে তাঁর শিক্ষা পরিত্রাণদায়ী বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা না করেন। তাই বাহ্যিক আরোগ্যলাভ আন্তরিক প্রতিকারে রূপান্তরিত করতে অভিপ্রেত হয়ে, ও শারীরিক সুস্থতার পরে আত্মার নিরাময় সাধন করতে ইচ্ছা করে প্রভু চারপাশের ভিড় থেকে দূরে গিয়ে নিকটবর্তী পর্বতের এক নির্জন স্থানে গিয়ে উঠলেন, ও সেখানে প্রেরিতদূতদের কাছে ডাকলেন, যাতে রহস্যময় শিক্ষাসনের উপর থেকে উচ্চতর শিক্ষাদানে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন; তেমন উচ্চ স্থান ও তেমন উচ্চতর উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতে চাচ্ছিলেন, তিনি নিজেই একসময়ে মোশীর কাছে কথা বলায় প্রসন্নতা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি অধিকতর ভয়ঙ্কর ন্যায্যতার সঙ্গে, এখানে বরং পবিত্রতম মমতার সঙ্গেই কথা বলেন, যাতে নবী যেরেমিয়া যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূর্ণতা লাভ করতে পারে: *দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলের সঙ্গে এক নতুন সন্ধি স্থাপন করব। সেই দিনগুলির পরে—প্রভুর উক্তি—আমি তাদের অন্তঃস্থলে আমার বিধান রেখে দেব, তাদের হৃদয়েই তা লিখে দেব।*

অতএব, যিনি মোশীর কাছে কথা বলেছিলেন, তিনি প্রেরিতদূতদেরও কাছে কথা বললেন, এবং ঐশবাণী শিষ্যদের হৃদয়ে ক্ষিপ্র হাতে লিখে নবসন্ধির বিধিনিয়ম স্থাপন করছিলেন। এবার কিন্তু তিনি সেকালের মত কোন ঘন মেঘের অন্ধকারের মধ্যে থেকে নয়, পর্বত থেকে জনগণকে দূরে রাখছিল তেমন ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুতের মধ্য দিয়েও নয়, কিন্তু প্রকাশ্যেই উপস্থিত সকলের কাছে শান্ত সংলাপে নিজেকে শ্রুতিগোচর করলেন, যাতে অনুগ্রহের কোমলতার মধ্য দিয়ে বিধানের কঠোরতা দূর করা হয়, ও দত্তকপুত্রত্বের প্রেরণা দাসত্বের ভয় অপসারণ করে। সুতরাং, খ্রীষ্টের শিক্ষা কেমন, তাঁর নিজের পবিত্র বচনগুলোই তা প্রমাণ করে, যাতে যারা শাশ্বত আনন্দে পৌঁছতে বাসনা করে, তারা আনন্দময় আরোহণের ধাপ জানতে পারে।

তিনি বললেন, *আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।* যদি কেবল 'যারা দীনহীন যারা, তারাই ধন্য' ব'লে তিনি আরও এমন কিছুও না বলতেন যা দ্বারা দীনহীনদের প্রকৃতি উপলব্ধি করা যেতে পারত, তাহলে ঐশসত্য কোন্ প্রকার দীনহীনদের দিকে অঙুলি নির্দেশ করছেন, তা সম্ভবত অনিশ্চিত হত; এবং আমরা মনে করতে পারতাম, স্বর্গরাজ্য অর্জন করার লক্ষ্যে কেবল সেই দীনতাই যথেষ্ট, যে-দীনতায় অনেকে ভারী ও কঠোর বাধ্যবাধকতার অধীন হয়ে ভুগছে। কিন্তু তিনি যখন বলেন, *আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী,* তখন দেখান যে, স্বর্গরাজ্য তাদেরই দেওয়া হবে, সম্পদের অভাবের চেয়ে অন্তরের বিনম্রতাই যাদের কথা সুপারিশ করে।

শ্লোক সাম ৭৮:১-২

প্র হে আমার আপন জাতি, আমার শিক্ষায় কান দাও,

℟ আমার মুখের কথা কান পেতে শোন।

℣ এক উপমা-কাহিনীর জন্য আমি মুখ খুলব, অতীতের গূঢ় ইতিকথা উচ্চারণ করব:

℟ আমার মুখের কথা কান পেতে শোন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দা ৫:১-২,৫-৯,১৩-১৭,২৫-৩১

বেল্‌শাজারের ভোজসভার সময়ে ঈশ্বরের বিচার

একদিন বেল্‌শাজার রাজা তাঁর এক হাজার প্রজাপ্রধানের জন্য এক মহাভোজের আয়োজন করলেন, এবং সেই এক হাজার লোকের চোখের সামনে আঙুররস পান করতে বসলেন। যথেষ্ট আঙুররস পান করার পর বেল্‌শাজার এই হুকুম দিলেন, যেরুসালেমে একসময় যে মন্দির ছিল, তা থেকে তাঁর পিতা নেবুকাদ্নেজার সোনার ও রুপোর যে সকল পাত্র নিয়ে এসেছিলেন, তা যেন আনা হয়, যাতে রাজা ও তাঁর প্রজাপ্রধানেরা, তাঁর পত্নীরা ও তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত স্ত্রীলোকেরা সেই পাত্রগুলিতেই পান করতে পারেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা মানুষের হাত দেখা দিল, যার আঙুল রাজকক্ষের দেওয়ালের লেপের উপরে, দীপাধারের উল্টো দিকেই, লিখতে লাগল; সেই আঙুলটাকে লিখতে দেখে রাজার মুখ বিবর্ণ হল, মনে তিনি বিহ্বল হলেন, তাঁর কোমরের গ্রন্থি শিথিল হয়ে পড়ল ও তাঁর হাঁটুতে হাঁটু ঠেকতে লাগল। রাজা চিৎকার করে গণক, কাল্দীয় ও জ্যোতির্বেত্তাদের ডাকিয়ে আনতে আদেশ দিলেন। তারা এলে রাজা বাবিলনের জ্ঞানীগুণীদের বললেন, 'যে কেউ সেই লেখাটা পড়ে তার অর্থ আমাকে জানাতে পারবে, সে বেগুনি কাপড়ে ভূষিত হবে, গলায় তাকে সোনার হার দেওয়া হবে, এবং যে তিনজনের হাতে রাজ-শাসনের ভার রয়েছে, সে তাদের একজন হবে।' তখন রাজার জ্ঞানীগুণীরা ভিতরে এল, কিন্তু সেই লেখা পড়তে বা তার অর্থ রাজাকে জানাতে পারল না। বেল্‌শাজার রাজা খুবই বিহ্বল হলেন ও তাঁর মুখ আরও বিবর্ণ হল; তাঁর প্রজাপ্রধানেরাও দিশেহারা হয়ে পড়লেন।

তখন দানিয়েলকে রাজার সাক্ষাতে আনা হল; রাজা দানিয়েলকে বললেন, 'আমার পিতা মহারাজ যুদা থেকে যাদের দেশছাড়া করে এনেছিলেন, সেই নির্বাসিত ইহুদী লোকদের একজন তুমিই কি সেই দানিয়েল? তোমার সম্বন্ধে আমি শুনতে পেয়েছি যে, তোমার অন্তরে দেবদের আত্মা বিরাজ করে, এবং তোমার মধ্যে আলো, সুবুদ্ধি ও অসাধারণ প্রজ্ঞাই রয়েছে। এই লেখা পড়ে তার অর্থ আমাকে জানাবার জন্য একটু আগে আমার সামনে জ্ঞানীগুণী ও গণকদের আনা হয়েছে, কিন্তু তারা পারল না। এখন, আমাকে বলা হয়েছে যে, অর্থ প্রকাশ করতে ও ধাঁধা ভাঙতে তুমি দক্ষ। সুতরাং, যদি তুমি এই লেখা পড়তে ও তার অর্থ আমাকে জানাতে পার, তাহলে বেগুনি কাপড়ে ভূষিত হবে, তোমার গলায় সোনার হার দেওয়া হবে, এবং যে তিনজনের হাতে রাজ-শাসনের ভার রয়েছে, তুমি তাদের একজন হবে।'

দানিয়েল রাজাকে উদ্দেশ করে বললেন: 'আপনার উপহার আপনারই থাকুক, আপনার পুরস্কারও অন্যকে দিন; কিন্তু আমি মহারাজের কাছে লেখাটা পড়ব ও তার অর্থ তাঁকে জানাব। যা লেখা আছে, তা এ: *মেনে, মেনে, তেকেল,* এবং *পার্সিন*; এবং এর অর্থ এ: *মেনে*—ঈশ্বর আপনার রাজ্য পরিমাপ করেছেন ও তার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন; *তেকেল*—দাঁড়িপাল্লায় আপনাকে ওজন করা হয়েছে ও দেখা গেল, ওজন কম; *পার্সিন*—আপনার রাজ্য বিভক্ত করা হল ও মেদীয় ও পারসিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল।' তখন বেল্‌শাজারের আজ্ঞায় দানিয়েল বেগুনি কাপড়ে ভূষিত হলেন, তাঁর গলায় সোনার হার দেওয়া হল, এবং যে তিনজনের হাতে রাজ-শাসনের ভার রয়েছে, প্রকাশ্য প্রচারে তাঁকে তাদের একজন বলে ঘোষণা করা হল।

ঠিক সেই রাতে কাল্দিয়া-রাজ বেল্‌শাজারকে হত্যা করা হয়; মেদীয় দারিউস রাজ্য নিলেন; তাঁর বয়স তখন প্রায় বাষট্টি বছর।

শ্লোক সাম ৭৫:৬,৮,৯; প্রত্যা ১৪:৯,১০

℣ মাথা উঁচু করো না ঊর্ধ্বলোকের দিকে, কারণ পরমেশ্বর থেকেই আসে বিচার, কাউকে তিনি অবনমিত করেন,

কাউকে উন্নীত করেন।

℟ প্রভুর হাতে একটা পানপাত্র আছে, তা থেকে তারা সকলেই পান করবে পৃথিবীর দুর্জন যারা।

℣ যে কেউ সেই পশু ও তার মূর্তি পূজা করে, তাকে ঈশ্বরের সেই রোষের আঙুররস পান করতে হবে।

℟ প্রভুর হাতে একটা পানপাত্র আছে, তা থেকে তারা সকলেই পান করবে পৃথিবীর দুর্জন যারা।

দ্বিতীয় পাঠ - দ্বিতীয় শতাব্দীর অজানা লেখকের উপদেশ **১০:১–১২:১; ১৩:১**

এসো, প্রত্যাশা রেখেই সবকিছু বহন করি

আমার ভাইবোনেরা, এসো, সেই পিতার ইচ্ছা পালন করি, যিনি আমাদের আহ্বান করেছেন যাতে এজীবনে আমরা সদ্‌গুণেরই অধিক অনুসরণ করি, কিন্তু আমাদের অপরাধের অগ্রদূত স্বরূপ সেই রিপু এড়িয়ে থাকি, ও অধর্ম থেকে দূরে যাই পাছে সমস্ত অমঙ্গল আমাদের গ্রাস করে। কেননা আমরা সৎকর্ম সাধনে সচেষ্ট হলে শান্তি আমাদের কাছে কাছে থাকবে। এ কারণেই যারা ভাবী অঙ্গীকারের আগে বর্তমান কামনা-বাসনাকে স্থান দিয়ে মানবীয় ভয়-ভীতি দ্বারা চালিত, তারা শান্তি খুঁজে পেতে পারে না। বাস্তবিকই তারা জানে না, এসংসারের কামনা-বাসনা কতগুলো না জ্বালাতনের ভাণ্ডার; এও জানে না, ভাবী প্রতিশ্রুতি কেমন আনন্দ-সুখের অধিকারী। আর শুধু তা নয়, কেবল তারাই এভাবে ব্যবহার করলে, তবে ব্যাপারটা সহনীয় হত; কিন্তু তারা অধিক নিষ্ঠাবান হয়েই আত্মাগুলোর মধ্যে জঘন্য মতবাদ প্রবেশ করাতে থাকে, একথা না জেনে যে, তারা দ্বিগুণ শাস্তির পাত্র হবে: নিজেদের জন্য একটা, ও যারা তাদের শোনে তাদের জন্যও একটা।

অতএব এসো, আমরা শুদ্ধ হৃদয়ে ঈশ্বরের সেবা করে চলি, তবেই ধর্মময় হব; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি অবিশ্বাস করায় যদি তাঁর সেবা না করি, তাহলে আমাদের অবস্থা শোচনীয় হবে। কেননা নবী একথা বললেন: যারা দোমনা ও সন্ধিগ্ধ হৃদয়ের মানুষ, তারা দুর্ভাগা; তারা তো বলে: এসব কিছু আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়েও শুনেছি, অথচ দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে করতেও ভবিষ্যদ্বাণীর কিছুই দেখতে পাইনি। হায় হায় নির্বোধ, একটা গাছের সঙ্গে নিজেদের তুলনা কর: আঙুরলতার কথা ধর, প্রথমে তার কোন পাতাও থাকে না, তারপরে কিন্তু মুকুল দেখা দেয়, তারপর কাঁচা আঙুরফল হয়, আর শেষেই পরিপক্ক আঙুরফল হয়। তেমনি আমার জনগণ নানা দুর্দশা ও সঙ্কট বহন করে, শেষেই মঙ্গল লাভ করে।

তাই, হে আমার ভাইবোনেরা, আমরা যেন দোমনা মানুষ না হই, কিন্তু প্রত্যাশা রেখেই সবকিছু বহন করি, যাতে পুরস্কারও পেতে পারি। কেননা যিনি প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি বিশ্বস্ত। ফলে আমরা ঈশ্বরের সম্মুখে ন্যায়কর্ম পালন করলে সেই রাজ্যে প্রবেশ করব ও সেই প্রতিশ্রুতি লাভ করব *কোন কান যা শোনেনি, কোন চোখ যা দেখেনি, কোন মানুষের অন্তরে যা কখনও প্রবেশ করেনি।*

সুতরাং এসো, ভালবাসা ও ন্যায্যতা পালন করে পলে পলে ঐশরাজ্যের অপেক্ষায় থাকি, কারণ আমরা ঈশ্বরের আগমনের দিন তো জানি না। ভাইবোনেরা, এসো, ইতিমধ্যেই তপস্যা পালন করি, শুভকর্মে নিষ্ঠাবান থাকি, কারণ আমরা যত প্রকার নির্বুদ্ধিতা ও শঠতায় পূর্ণ। এসো, প্রাচীন পাপ থেকে নিজেদের ধৌত করি, ও অন্তর দিয়ে তপস্যা করি যাতে পরিত্রাণ লাভ করি। আমরা যেন কারও তোষামোদ না করি, ও কেবল ধর্মভাইদের নয়, যারা আমাদের বিশ্বাসের বাইরে, তাদেরও মঙ্গল করতে সচেষ্ট থাকি, ও তাদের সঙ্গে ন্যায়কর্ম পালন করি, পাছে আমাদের কারণে ঐশনামের নিন্দা হয়।

শ্লোক ১ করি ১৫:৫৮; ২ থে ৩:১৩

℣ তোমরা সুস্থির হও, অটল হয়ে থাক, সর্বদাই সক্রিয় হয়েই প্রভুর কাজ করে চল,

℟ একথা জেনে যে, প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম বৃথা নয়।

℣ শুভকর্ম সাধনে কখনও নিরুৎসাহ হয়ো না,

℟ একথা জেনে যে, প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম বৃথা নয়।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজে ৩৭:১-১৪

শুষ্ক হাড়ের দর্শন:
ঈশ্বরের জনগণের পুনরুত্থান

প্রভুর হাত আমার উপর নেমে এল: তিনি প্রভুর আত্মায় আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে এমন উপত্যকার মাঝখানে নামিয়ে রাখলেন, যা হাড়ে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি সেই সব হাড়ের পাশ দিয়ে আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেন; আর দেখ, সেই উপত্যকা জুড়ে সেই হাড়গুলো অসংখ্যই ছিল; আর সবগুলো ছিল শুষ্ক। তিনি আমাকে বললেন, 'হে আদমসন্তান, এই সমস্ত হাড় কি পুনরুজ্জীবিত হতে পারে?' আমি উত্তরে বললাম, 'প্রভু পরমেশ্বর, আপনিই জানেন!' তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি এই সমস্ত হাড়ের উপর ভবিষ্যদ্বাণী দাও; এগুলোকে বল: হে শুষ্ক হাড়, প্রভুর বাণী শোন। প্রভু পরমেশ্বর এই সমস্ত হাড়কে একথা বলছেন: আমি তোমাদের মধ্যে প্রাণবায়ু প্রবেশ করাতে যাচ্ছি, আর তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে। আমি তোমাদের উপরে শিরা দেব, তোমাদের উপরে মাংস বৃদ্ধি পেতে দেব, তোমাদের উপরে চামড়া বিস্তার করব, তোমাদের মধ্যে প্রাণবায়ু দেব, ফলে তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু!'

আমি সেই আজ্ঞামত ভবিষ্যদ্বাণী দিলাম; আর আমি ভবিষ্যদ্বাণী দিতে দিতে একটা শব্দ হল, ঘরঘর শব্দই হল, আর দেখ, এক একটা হাড় যার যার বিশেষ হাড়ের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে। তখন আমি চেয়ে দেখলাম, আর দেখ, সেগুলোর উপরে শিরা হল, মাংসও বৃদ্ধি পেল, চামড়াও বিস্তারলাভ করল, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রাণবায়ু ছিল না। তিনি আমাকে বললেন: 'প্রাণবায়ুর উদ্দেশে ভবিষ্যদ্বাণী দাও; হে আদমসন্তান, ভবিষ্যদ্বাণী দাও, প্রাণবায়ুকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে প্রাণবায়ু, চারবায়ু থেকে এসো, এই মৃতদের উপরে ফুৎকার দাও, যেন তারা পুনরুজ্জীবিত হয়।' আমি তাঁর আজ্ঞামত ভবিষ্যদ্বাণী দিলাম; আর প্রাণবায়ু তাদের মধ্যে প্রবেশ করল এবং তারা পুনরুজ্জীবিত হল ও নিজেদের পায়ে ভর করে দাঁড়াল—তারা ছিল অতিশয় বিশাল বাহিনী।

তখন তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, এই সমস্ত হাড় হল সমগ্র ইস্রায়েলকুল; দেখ, তারা নাকি বলছে, "আমাদের হাড় শুষ্ক হয়ে গেছে, আমাদের আশা ভ্রষ্ট হয়েছে, আমরা একেবারে বিলুপ্ত!" তাই তুমি ভবিষ্যদ্বাণী দাও, তাদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে আমার আপন জনগণ, আমি এখন তোমাদের সমাধিগুহা খুলে দিতে যাচ্ছি, তোমাদের কবর থেকে তোমাদের পুনরুত্থিত করব, ইস্রায়েল-দেশভূমির দিকে তোমাদের চালনা করব। তোমরা তখনই জানবে যে আমিই প্রভু, আমি যখন, হে আমার আপন জনগণ, তোমাদের কবর খুলে দেব ও তোমাদের সমাধিগুহা থেকে তোমাদের পুনরুত্থিত করব। আমি তোমাদের অন্তরে রাখব আমার আত্মা, আর তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে; তোমাদের নিজেদের দেশভূমিতে তোমাদের পুনর্বাসন করাব; তখন তোমরা জানবে যে, আমিই, প্রভু, আমি একথা বলেছি, আর তাই করব।' প্রভুর উক্তি।

শ্লোক এজে ৩৭:১২,১৩; যোহন ১১:২৫

প্র হে আমার আপন জনগণ, আমি এখন তোমাদের সমাধিগুহা খুলে দিতে যাচ্ছি, তোমাদের কবর থেকে তোমাদের পুনরুত্থিত করব,
উ তখন তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।
প্র আমিই পুনরুত্থান ও জীবন: আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে।
উ তখন তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিও-লিখিত 'সুখ-বাণী বিষয়ক উপদেশ' **উপদেশ ৯৫:২-৩**

আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ধনীদের চেয়ে দীনহীনেরাই বিনম্রতার মঙ্গলদান সহজে অর্জন করে; কেননা

তাদের অভাবে কোমলতাই দীনহীনদের সাথী, কিন্তু তাদের প্রাচুর্যে গর্বই ধনীদের সঙ্গী। তবু এ কথা স্বীকার্য যে, অনেক ধনীদের মধ্যে এমন মনোভাব লক্ষণীয়, যাতে তারা নিজেদের প্রাচুর্য গর্বপূর্ণ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু দয়াধর্মের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করে, এবং অভাবগ্রস্তদের হীনাবস্থা ও দুর্দশা লঘুভার করার জন্য যা যা করে, তারা তা অধিক লাভজনক বিবেচনা করে।

সমস্ত প্রকার ও শ্রেণির মানুষই তেমন সদ্‌গুণের অধিকারী, কেননা অর্থনৈতিক দিক থেকে অসমান হয়েও অনেকেই সঙ্কল্পের দিক থেকে সমান; উপরন্তু, লোকে যখন আত্মিক মঙ্গলদানে সমান, তখন পার্থিব বিষয়ে তাদের বৈষম্য তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফলে সুখময় সেই দীনতা, যা পার্থিব বিষয়ের আসক্তির জালে ধরা দেয় না, সংসারের ঐশ্বর্যেও যা বৃদ্ধিশীল হতে আকাঙ্ক্ষী নয়, কিন্তু স্বর্গীয় বিষয়েরই বৃদ্ধি বাসনা করে।

তেমন উদারমনা দীনতার আদর্শ—প্রভুর পরে—প্রেরিতদূতেরাই প্রথম দিলেন, কেননা কোন পার্থক্য না রেখে সবকিছুই ত্যাগ করে তাঁরা স্বর্গীয় গুরুর কণ্ঠের অনুসরণে ক্ষিপ্র পরিবর্তনে মাছ-ধরা জেলে থেকে মানুষ-ধরা জেলেতেই পরিণত হলেন, ও সেই অনেকে যারা তাঁদের বিশ্বাসের অনুকরণ করল, তাদের তাঁরা নিজেদের মত করলেন—সেসময়ে মণ্ডলীর আদিসন্তানেরা সকলে ছিল একহৃদয়, ও বিশ্বাসীরা ছিল একপ্রাণ। নিজেদের সমস্ত বিষয় ও ধনসম্পদ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে তারা ভক্তিপূর্ণ দীনতার মধ্য দিয়ে শাশ্বত মঙ্গলদানে ধনবান হচ্ছিল ও প্রৈরিতিক প্রচারের ফলে এতেই আনন্দ পাচ্ছিল যে, সংসারের তাদের কিছুই ছিল না, কিন্তু খ্রীষ্টের সঙ্গে তারা সমস্ত কিছুর অধিকারী ছিল।

এজন্য ধন্য প্রেরিতদূত পিতর মন্দিরে যেতে যেতে একটা খোঁড়া লোক তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে বললেন, *রুপো বা সোনা আমার নেই, কিন্তু আমার যা আছে তা তোমাকে দিচ্ছি: নাজারেথীয় সেই যীশুখ্রীষ্টের নামে, হেঁটে বেড়াও।* তেমন বিনম্রতার চেয়ে উচ্চতর কী থাকতে পারে? তেমন দীনতার চেয়ে প্রাচুর্যময় কী থাকতে পারে? আর্থিক অধিকার তাঁর নেই, কিন্তু তিনি প্রকৃতির উপকারের অধিকারী। মাতা যাকে দুর্বল প্রসব করেছিলেন, পিতর বাণীগুণে তাকে সুস্থ করে তুললেন; এবং যিনি টাকার কাগজে আঁকা সীজারের প্রতিমূর্তি দেননি, তিনি মানুষের মধ্যে খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন।

হেঁটে বেড়াবার শক্তি যে ফিরে পেয়েছিল, কেবল সেই লোকটা এই ধনের উপকারে সুখী হয়েছিল এমন নয়, সেই পাঁচ হাজার লোকও উপকৃত হল, যারা সেদিন প্রেরিতদূতের উপদেশের পরে তাঁর সাধিত আরোগ্যদানের অলৌকিক কাজের ফলে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। আর ভিক্ষুকের কাছে দেওয়ার মত যাঁর কিছু ছিল না, সেই দীনহীন ঐশঅনুগ্রহের এমন প্রাচুর্য প্রদান করলেন যে, যেমন একটামাত্র লোকের পা সারিয়ে তুলেছিলেন, তেমনি তত হাজার হাজার বিশ্বাসীর হৃদয় সুস্থ করে তুললেন, ও যাদের তিনি বিশ্বাস ক্ষেত্রে খোঁড়া অবস্থায় পেয়েছিলেন, খ্রীষ্টে তাদের দ্রুতগামী করলেন।

শ্লোক মথি ৫:১-৩; ইসা ৬৬:২ দ্রঃ

প্র শিষ্যেরা কাছে এগিয়ে এলে যীশু তাদের এই উপদেশ দিতে লাগলেন:
উ আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।
প্র আমার চোখ কার্ দিকেই বা তাকায়, সেই বিনম্র ও চূর্ণ আত্মা মানুষের দিকেই ছাড়া, যে আমার বাণীতে কম্পিত হয়?
উ আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দা ৬:৩-২৭

সিংহের গর্তে দানিয়েল

অন্যান্য গণপাল ও ক্ষিতিপালদের চেয়ে দানিয়েল শ্রেষ্ঠই ছিলেন, কারণ তাঁর অন্তরে এমন অসাধারণ আত্মা বিরাজ করছিল যে, রাজা ভাবছিলেন, তাঁকে সমগ্র রাজ্যের উপরে নিযুক্ত করবেন। ফলে গণপাল ও ক্ষিতিপাল সকলেই রাজ-ব্যবস্থাপনার বিষয়ে দানিয়েলের কোন একটা দোষ ধরতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু তাঁর বেলায়

অভিযোগ করার মত বা অবহেলা দেখাবার মত কিছুই পেতে পারলেন না; তিনি এমনই বিশ্বস্ত ছিলেন যে, তাঁর মধ্যে প্রবঞ্চনা বা অবহেলার লেশমাত্র ছিল না। তাই তাঁরা ভাবলেন, 'তার ঈশ্বরের বিধান বিষয়ে ছাড়া আমরা ওই দানিয়েলের বিরুদ্ধে অন্য কোন দোষ পাব না।' তাই সেই গণপালেরা ও ক্ষিতিপালেরা একজোট হয়ে রাজাকে গিয়ে বললেন, 'মহারাজ দারিউস, চিরজীবী হোন! রাজ্যের গণপালেরা, প্রদেশপালেরা, ক্ষিতিপালেরা, মন্ত্রীরা ও গণশাসকেরা সকলে মিলে এবিষয়ে একমত যে, এমন রাজাজ্ঞা ও কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক, যা অনুসারে যে কেউ আজ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে মহারাজের কাছে ছাড়া অন্য কোন দেবতা বা মানুষের কাছে আবেদন জানায়, তবে হে রাজন্, তাকে সিংহের গর্তে ফেলা হবে। এখন, হে রাজন্, আপনি সেই নিষেধাজ্ঞা স্থির করে বিধিপত্রে স্বাক্ষর দিন, যেন মেদীয়দের ও পারসিকদের অন্যান্য আইনেরই মত অপরিবর্তনীয় হয়, যা বাতিল হবার নয়।' তখন দারিউস রাজা সেই পত্রে স্বাক্ষর দিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন।

দানিয়েল যখন জানতে পারলেন, পত্রটা স্বাক্ষরিত হয়েছে, তখন ঘরের মধ্যে গেলেন; তাঁর কক্ষের জানালা যেরুসালেমমুখী ছিল; তিনি দিনে তিনবার জানুপাত করে তাঁর ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা ও স্তুতি নিবেদন করলেন—যেমন আগেও করতেন। সেই লোকেরা একজোট হয়ে এসে দেখতে পেলেন, দানিয়েল তাঁর ঈশ্বরের কাছে আবেদন ও মিনতি নিবেদন করছেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে রাজার কাছে গিয়ে তাঁরা তাঁর নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে তাঁকে বললেন: 'হে রাজন্, আপনি কি এই নিষেধপত্রে স্বাক্ষর দেননি যে, যে কেউ আগামী ত্রিশ দিনের মধ্যে মহারাজের কাছে ছাড়া অন্য দেবতা বা মানুষের কাছে আবেদন জানায়, তাকে সিংহের গর্তে ফেলে দেওয়া হবে?' রাজা উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ; ঠিক তাই স্থির করা হয়েছে, যেমন মেদীয়দের ও পারসিকদের সকল আইন, যা বাতিল হবার নয়।' তখন রাজার এই কথায় তাঁরা উত্তরে বললেন, 'আচ্ছা, নির্বাসিত ইহুদীদের একজন, সেই দানিয়েল, আপনাকে, হে রাজন্, ও আপনার স্বাক্ষরিত নিষেধাজ্ঞাও অমান্য করে; বস্তুত সে দিনে তিনবার প্রার্থনা করে।' তেমন কথা শুনে রাজা খুবই মনঃক্ষুণ্ন হলেন, মনে মনে ভাবছিলেন কেমন করে দানিয়েলকে নিস্তার করতে পারবেন, এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাঁকে বাঁচাবার জন্য সবদিক দিয়ে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেই লোকেরা রাজার উপরে চাপ দিয়ে তাঁকে বলতে লাগলেন, 'মহারাজ, মনে রাখবেন, মেদীয়দের ও পারসিকদের আইন অনুসারে রাজা যে নিষেধাজ্ঞা বা বিধিতে একবার স্বাক্ষর দিয়েছেন, তা আর বদলানো যায় না।' তখন রাজা হুকুম দিলেন যেন দানিয়েলকে গ্রেপ্তার করে সিংহের গর্তে ফেলে দেওয়া হয়। দানিয়েলকে উদ্দেশ করে রাজা বললেন, 'যাঁকে তুমি নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা করে থাক, সেই ঈশ্বর তোমাকে নিস্তার করুন!' পরে একটা পাথর আনা হলে তা গর্তের মুখে বসানো হল, এবং কেউ যেন দানিয়েলের দশার পরিবর্তন ঘটাতে না পরে, সেজন্য রাজা তাঁর আঙটি দিয়ে ও প্রজাপ্রধানদের আঙটি দিয়ে পাথরটার উপরে সীলমোহর করে দিলেন। পরে রাজা রাজপ্রাসাদে ফিরে গিয়ে উপবাস পালন করে রাত কাটালেন, তাঁর কাছে কোন উপপত্নীকে পাঠানো হল না, তাঁর ঘুমও হল না।

পরদিন রাজা খুব সকালে উঠে শীঘ্রই সিংহের গর্তের দিকে গেলেন; গর্তের কাছাকাছি এসে পৌঁছে তিনি কাতর কণ্ঠে দানিয়েলকে ডাকতে লাগলেন: 'হে জীবনময় ঈশ্বরের দাস দানিয়েল, যাঁকে তুমি নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা করে থাক, তোমার সেই ঈশ্বর কি সিংহের কবল থেকে তোমাকে নিস্তার করতে পেরেছেন?' দানিয়েল উত্তরে বললেন, 'হে রাজন্, চিরজীবী হোন! আমার ঈশ্বর তাঁর দূত পাঠিয়ে সিংহদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন; তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি, কারণ তাঁর সামনে আমি নিরপরাধী বলে গণ্য হয়েছি; আপনার সামনেও, হে রাজন্, আমি কোন অপরাধ করিনি।' এতে রাজা খুবই আনন্দিত হলেন, এবং দানিয়েলকে গর্ত থেকে তুলে নিতে আজ্ঞা করলেন। গর্ত থেকে তাঁকে তুলে নিলে তাঁর দেহে কোন রকম আঘাত দেখা গেল না, কারণ তিনি তাঁর ঈশ্বরে আস্থা রেখেছিলেন।

তখন রাজা হুকুম দিলেন, যারা দানিয়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল, যেন তাদের এনে সিংহের গর্তে ফেলে দেওয়া হয়, তাদের ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীদেরও যেন সেখানে ফেলে দেওয়া হয়। আর তারা গর্তের তলা স্পর্শ করতে না করতেই সিংহেরা তাদের আক্রমণ করে তাদের হাড় চূর্ণবিচূর্ণ করল।

তখন দারিউস রাজা সমস্ত পৃথিবীর জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষের কাছে এই পত্র লিখলেন: 'সকলের মহাশান্তি হোক! আমার এই রাজাজ্ঞা অনুসারে, আমার অধীনস্থ সমগ্র রাজ্য জুড়ে সকলে দানিয়েলের ঈশ্বরকে

সম্মান করুক ও ভয় করুক, কারণ তিনি জীবনময় ঈশ্বর ও চিরকালস্থায়ী; তাঁর রাজ্য অবিনাশ্য, তাঁর আধিপত্য অন্তহীন।'

শ্লোক প্রজ্ঞা ১০:১২,১১

প্র প্রভু তাকে শত্রুদের হাত থেকে রেহাই দিলেন, কঠোর লড়াইতে তাকে জয়ভূষিত করলেন,
উ যেন সে একথা জানতে পারে যে, সমস্ত কিছুর চেয়ে ধর্মময়তাই শক্তিশালী।
প্র তিনি তার বিরোধীদের কৃপণতার বিরুদ্ধে তার পাশে দাঁড়ালেন,
উ যেন সে একথা জানতে পারে যে, সমস্ত কিছুর চেয়ে ধর্মময়তাই শক্তিশালী।

দ্বিতীয় পাঠ - দ্বিতীয় শতাব্দীর অজানা লেখকের উপদেশ **১৩:২–১৪:৫**

জীবন্ত মণ্ডলীই খ্রীষ্টের দেহ

প্রভু একথা বলছেন, *আমার নাম সকল জাতির মধ্যে নিন্দার বস্তু হচ্ছে;* তিনি আরও বলছেন: *ধিক্ তাকে, যার কারণে আমার নাম নিন্দার বস্তু হচ্ছে।* কেন তাঁর নাম নিন্দার বস্তু হচ্ছে? কারণ আমি যা ইচ্ছা করি তা তোমরা কর না। বাস্তবিকই জাতিগুলো আমাদের মুখ থেকে ঈশ্বরের বাণী শুনে অবাক হয়—সেই বাণী এত উত্তম, এত মহান! তারপরে যখন দেখে আমাদের কর্ম আমাদের উচ্চারিত ঐশবাণীর যোগ্য নয়, তখন সেই বাণী একপ্রকার রূপকথা ও প্রবঞ্চনা বলে বিবেচনা ক'রে তারা সেই বাণীর নিন্দা করতে শুরু করে।

তারা তো আমাদের কাছ থেকে শোনে যে ঈশ্বর বলেন: *যারা তোমাদের ভালবাসে, তাদেরই ভালবাসলে তোমাদের কোন মজুরি নেই; কিন্তু যারা তোমাদের শত্রু ও যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদেরই ভালবাসলে তোমাদের মজুরি হবে;* এ বাণী শুনে তারা তেমন মঙ্গলভাবের উৎকৃষ্টতায় অবাক হয়; কিন্তু যখন দেখে, যারা আমাদের ঘৃণা করে, তাদের শুধু নয়, যারা আমাদের ভালবাসে আমরা তাদেরও ঘৃণা করি, তখন আমাদের পিছনে হাসে ও পুণ্যনাম নিন্দার পাত্র করে।

এজন্য ভাইবোনেরা, আমাদের পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করায় আমরা সেই আত্মিক আদিমণ্ডলীর অংশ হব, যা সূর্য ও চন্দ্রের আগেও স্থাপিত হয়েছে; কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ না করলে শাস্ত্রের এ বাণীই আমাদের বেলায় প্রযোজ্য হবে: *আমার গৃহ দস্যুর আস্তানায় পরিণত হয়েছে।* ফলে দু'টোর মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে, এসো, জীবনদায়ী মণ্ডলীর অংশ হতে চেষ্টা করি, যাতে পরিত্রাণ পেতে পারি।

আমি মনে করি তোমাদের কাছে একথা অজানা নয় যে, জীবনদায়ী *মণ্ডলী হল খ্রীষ্টের দেহ।* কেননা শাস্ত্রে বলে: *ঈশ্বর পুরুষ ও নারী করে তাদের নির্মাণ করলেন:* পুরুষ হলেন খ্রীষ্ট, নারী হল মণ্ডলী; এবং শাস্ত্র ও প্রেরিতদূতেরাও একথা সমর্থন করেন যে, মণ্ডলী এ সম্প্রতিকালের ফল নয়, কিন্তু আদি থেকেই বিদ্যমান; সেকালে মণ্ডলী আত্মিক ছিল, ঠিক যেমন আমাদের যীশুও আত্মিক ছিলেন; কিন্তু এ চরম দিনগুলিতে তেমন আত্মিক মণ্ডলী আবির্ভূত হয়েছে যাতে আমাদের ত্রাণ করতে পারে।

আত্মিক এই মণ্ডলী খ্রীষ্টের মাংসে আবির্ভূত হল, ও আমাদের দেখিয়েছে যে, আমাদের মধ্যে যে কেউ তার ক্ষয়-ক্ষতি না করে মাংসে তা যত্নই করে, সে পবিত্র আত্মায়ই তা ফিরে পাবে; কেননা এ মাংস হল আত্মার প্রতিমূর্তি; ফলে প্রতিমূর্তিকে হারালে কেউই আদিমূর্তি পেতে পারবে না। তাই, ভ্রাতৃগণ, এই সমস্ত কথার অর্থ এ: মাংসের প্রতি যত্নশীল হও, যাতে আত্মার অংশী হতে পার। আমরা যদি বলি, মাংস হল মণ্ডলী ও আত্মা হলেন খ্রীষ্ট, তবে এ সিদ্ধান্ত অনুমেয় যে, মাংসকে যে কলুষিত করে, সে মণ্ডলীকে কলুষিত করে। তেমন ব্যক্তি কিন্তু আত্মার তথা খ্রীষ্টের অংশী নয়। পবিত্র আত্মার সঙ্গে মিলনের ফলে এই মাংস এমন জীবন ও অক্ষয়শীলতা গ্রহণ করতে সক্ষম, যা এমন কেউই নেই যে বলতে বা ব্যক্ত করতে পারে, আপন মনোনীতদের জন্য ঈশ্বর কী না প্রস্তুত করেছেন!

শ্লোক যেরে ৭:৩; যাকোব ৪:৮ দ্রঃ

প্র সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: তোমাদের আচরণ ও কাজকর্ম সংস্কার কর,

℟ তবেই আমি এই স্থানে তোমাদের মাঝে বসবাস করব।

℣ তোমরা ঈশ্বরের কাছে এসো, তিনিও তোমাদের কাছে আসবেন। হে পাপী সকল, হাত শুদ্ধ কর; হে দোমনা সকল, হৃদয় নির্মল কর।

℟ তবেই আমি এই স্থানে তোমাদের মাঝে বসবাস করব।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজে ৩৭:১৫-২৮

যুদা ও ইস্রায়েল হবে এক রাজ্য

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আদমসন্তান, এক টুকরো কাঠ তুলে নিয়ে তার উপরে একথা লেখ: "যুদার জন্য, ও সেই ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য যারা তার প্রতি বিশ্বস্ত।" পরে আর এক টুকরো কাঠ তুলে নিয়ে তার উপরে লেখ: "এফ্রাইমের কাঠ সেই যোসেফের জন্য, ও তার প্রতি বিশ্বস্ত ইস্রায়েলকুলের জন্য।" তুমি সেই কাঠ দু'টো একে অপরের সঙ্গে জোড়া দাও যেন এক কাঠ হয়; কাঠ দু'টো তোমার হাতে এক হোক। তোমার জাতির সন্তানেরা যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, "তোমার কাছে এর অর্থ কী, তা কি আমাদের জানাবে?" তখন তুমি উত্তরে তাদের বলবে: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: এফ্রাইমের হাতে যোসেফের যে কাঠ রয়েছে, আমি সেই কাঠ তুলে নিতে যাচ্ছি, সেইসঙ্গে তুলে নিতে যাচ্ছি ইস্রায়েলের সেই গোষ্ঠীগুলিকে যা তার প্রতি বিশ্বস্ত, এবং সেই কাঠ যুদার কাঠের সঙ্গে জোড়া দেব যেন এক কাঠ হয়; আমার হাতে তারা এক হবে।

তুমি সেই যে দু'টো কাঠে সেই কথা লিখেছ, তা তাদের দৃষ্টিগোচরে তোমার হাতে রেখে তাদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, ইস্রায়েল সন্তানেরা যেখানে যেখানে গিয়েছে, আমি সেখানকার দেশগুলোর মধ্য থেকে তাদের নেব, চারদিক থেকে তাদের সংগ্রহ করব, ও তাদের নিজেদের দেশভূমিতে তাদের নিয়ে আসব; আমি সেই দেশে, ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বতেই, তাদের একমাত্র জাতি করব, ও এক রাজাই তাদের সকলের উপরে রাজা হবে; তারা আর দুই জাতি হবে না, আর কখনও দুই রাজ্যে বিভক্ত হবে না। তারা তাদের সেই পুতুলগুলো ও ঘৃণ্য কর্ম দ্বারা এবং তাদের কোন শঠতা দ্বারা নিজেদের অশুচি করবে না; যে সকল বিদ্রোহ কর্ম সাধনে তারা পাপ করেছে, তাদের সেই সমস্ত দুষ্কর্ম থেকে আমি তাদের ত্রাণ করব; তাদের পরিশুদ্ধ করব: তারা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর। আমার দাস দাউদ তাদের উপরে রাজত্ব করবেন, সকলের জন্য থাকবেন একমাত্র পালক; তারা আমার নিয়মনীতির পথে চলবে আর আমার বিধিগুলো পালনে নিষ্ঠাবান হবে। আমি আমার আপন দাস যাকোবকে যে দেশ দিয়েছি, সেই যে দেশে তাদের পিতৃপুরুষেরা বাস করছিল, সেই দেশেই তারা বাস করবে; তারা, তাদের সন্তানেরা, ও তাদের সন্তানদের সন্তানসন্ততিরা সেখানে বাস করবে চিরকালের মত; আর আমার আপন দাস দাউদ তাদের জনপ্রধান হবেন চিরকাল ধরে! আমি তাদের সঙ্গে শান্তির এক সন্ধি স্থির করব, তাদের সঙ্গে এমন সন্ধি স্থির করব, যা চিরন্তন। আমি তাদের পুনর্বাসন করাব, তাদের বৃদ্ধি ঘটাব, ও তাদের মাঝে আমার পবিত্রধাম স্থাপন করব চিরকালের মত। তাদের মাঝে থাকবে আমার আবাস: আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ। তখন দেশগুলো জানবে যে, আমিই প্রভু, যিনি ইস্রায়েলকে পবিত্র করে তোলেন, যখন আমার পবিত্রধাম তাদের মাঝে থাকবে চিরকাল।'

শ্লোক এজে ৩৭:২১,২২; যোহন ১০:১৬

℣ দেখ, ইস্রায়েল সন্তানেরা যেখানে যেখানে গিয়েছে, আমি সেখানকার দেশগুলোর মধ্য থেকে তাদের নেব, তাদের একমাত্র জাতি করব:

℟ তখন থাকবে একটামাত্র মেষপাল, একটিমাত্র মেষপালক।

℣ আমার আরও মেষ আছে, যারা এই ঘেরির নয়; তাদেরও আমাকে নিয়ে আসতে হবে;

℟ তখন থাকবে একটামাত্র মেষপাল, একটিমাত্র মেষপালক।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিও-লিখিত 'সুখ-বাণী বিষয়ক উপদেশ' **উপদেশ ৯৫:৪-৫**

খ্রীষ্টরাজ্য সংক্রান্ত সুখ-বাণী

সুখময় দীনতার কথা প্রচার করার পর প্রভু বলে চলেন: *শোকার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে।* প্রিয়জনেরা, এই যে শোকের জন্য শাশ্বত সান্ত্বনা প্রতিশ্রুত, এই জগতের বিলাপের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই; তাছাড়া যে চোখের জল গোটা মানবজাতির শোকের দিনে ফেলা হয়, তেমন বিলাপ কাউকে সুখী করে না। পুণ্যজনদের হাহাকার সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার, তাদের সুখময় অশ্রুজলের কারণও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। ভক্তিময় শোক হয় নিজের না হয় পরের পাপের জন্যই চোখের জল ফেলে, ঐশন্যায্যতা যা যা করে তা নিয়ে দুঃখ ভোগ করে না, কিন্তু মানব শঠতা যা যা সাধন করে, তা নিয়েই শোকার্ত। কেননা অমঙ্গল ভোগ করে এমন লোকের জন্য তত নয়, অমঙ্গল সাধন করে এমন লোকের জন্যই বেশি শোক প্রকাশ করতে হয়, কারণ তার নিজের শঠতা অধার্মিককে দণ্ডে নিমজ্জিত করে, কিন্তু সহিষ্ণুতা ধার্মিককে গৌরবলাভে চালিত করে।

তারপর প্রভু বলেন: *কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার।* যারা কোমল ও শান্ত স্বভাবের মানুষ, যারা বিনম্র ও শালীনতা প্রিয়, ও যারা সব প্রকার দুর্নাম সহ্য করতে প্রস্তুত, তাদেরই কাছে দেশের উত্তরাধিকার প্রতিশ্রুত। আর তেমন উত্তরাধিকার—কেমন যেন স্বর্গীয় আবাসের চেয়ে বিচ্ছিন্নই আবাস বলে—তত সামান্য বা হীন বলে বিবেচনাযোগ্য নয়, বিশেষভাবে যখন বোঝা যায় যে, এরা ছাড়া অন্য কেউই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করে না। সুতরাং যে দেশ কোমলপ্রাণদের কাছে প্রতিশ্রুত, ও যার দখল শান্তভাবের মানুষের কাছে দেওয়া হবে, তা হল পুণ্যজনদের দেহ, যে দেহ বিনম্রতা গুণে আনন্দপূর্ণ পুনরুত্থানে রূপান্তরিত হবে ও অমরত্বের গৌরবে পরিবৃত হবে; তেমন দেহ আত্মার বিরোধী আর হবে না, ও অন্তরের ইচ্ছার সঙ্গে নিখুঁত ঐক্যের সম্মতি ভোগ করবে। কেননা সেসময়ে বাইরের মানুষের থাকবে অন্তরের মানুষের উপর শান্ত ও নিশ্চিত অধিকার; এবং ঈশ্বরের দর্শনে মগ্ন হয়ে মন দেহের এ বর্তমান দুর্বলতার মধ্যে আর কোন বাধা পাবে না, কারণ দেশ বাসিন্দার প্রতি আর বিরোধী হবে না, মানুষের শাসনের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করবে না। কোমলপ্রাণ সেই সকল মানুষ চিরস্থায়ী শান্তিতেই দেশের উত্তরাধিকার ভোগ করবে, আর তখন তাদের অধিকার কোন দিকেই হ্রাস পাবে না, *যখন এ ক্ষয়শীল দেহ অক্ষয়শীলতা পরিধান করবে, এবং এ মরণশীল দেহ অমরতাকে পরিধান করবে;* যার ফলে যা ছিল বিপদ তা পুরস্কারেই পরিণত হবে, ও যা ছিল বোঝা তা হবে সম্মান।

শ্লোক ১ পি ২:২০,২১; ৩:১৩-১৪

প্র সদাচরণ ক'রে সহিষ্ণুতার সঙ্গে যন্ত্রণা সহ্য করা, তা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ।
উ কেননা তোমরা এই উদ্দেশ্যেই আহূত হয়েছ।
প্র আর যদি তোমরা সদাচরণে তৎপর হয়ে থাক, তবে কে তোমাদের অমঙ্গল করতে পারবে? কিন্তু যদিও ধর্মময়তার খাতিরে তোমাদের দুঃখকষ্ট পেতে হয়, তোমরা সুখী!
উ কেননা তোমরা এই উদ্দেশ্যেই আহূত হয়েছ।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দা ৮:১-২৬

ভেড়া ও ছাগের দর্শনলাভ
গ্রীক রাজাদের জয় ও পরাজয়

বেল্শাজার রাজার রাজত্বকালের তৃতীয় বর্ষে আমি দানিয়েল সেই প্রথম দর্শন পাবার পর আর এক দর্শন পেলাম। আমি দর্শনটা লক্ষ করছিলাম, এমন সময় দেখতে পেলাম, আমি এলাম প্রদেশের সুসা রাজপুরীতে আছি; দর্শন লক্ষ করতে করতে এও দেখলাম যে, আমি উলাই নদীকূলে আছি। আমি চোখ তুলে তাকালাম, আর দেখ, এক ভেড়া নদীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে; তার দু'টো শিঙ, দু'টোই উচ্চ, কিন্তু একটা অন্যটার চেয়ে খুবই উচ্চ, যদিও এ উচ্চতরটা পরেই গজে উঠল। আমি দেখলাম, ভেড়াটা পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদিকে ঢু মারছিল, আর তার সামনে কোন পশু দাঁড়াতে পারছিল না, তার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারবে এমন কেউও ছিল না:

পশুটা যা খুশি তাই করছিল ও প্রভাবশালী হয়ে উঠল।

আমি ভালোমত লক্ষ করছিলাম, আর দেখ, পশ্চিমদিক থেকে এক ছাগ মাটি স্পর্শ না করেই সমগ্র পৃথিবী পার হয়ে আসছিল; তার দুই চোখের মাঝখানে ছিল প্রকাণ্ড এক শিঙ। নদীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যে ভেড়াটা আমি দেখেছিলাম, সেই দুই শিঙওয়ালা ভেড়াটার কাছে এগিয়ে এসে ছাগটা তার বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি দিয়ে দৌড়তে লাগল। আর আমি দেখলাম যে, তাকে আক্রমণ করার পর সে প্রচণ্ড ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে ভেড়ার গায়ে ঢু মেরে তার দুই শিঙ ভেঙে ফেলল—তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত শক্তি ওই ভেড়ার আর রইল না; পরে সে তাকে মাটিতে লুটিয়ে দিয়ে পায়ে মাড়াতে লাগল; তার হাত থেকে ভেড়াটাকে উদ্ধার করবে এমন কেউ ছিল না। পরে ছাগটা আরও প্রভাবশালী হয়ে উঠল, কিন্তু অধিক শক্তিশালী হলেই তার সেই প্রকাণ্ড শিঙ ভেঙে গেল, আর সেটার জায়গায় আকাশের চারবায়ুমুখী অন্য চারটে প্রকাণ্ড শিঙ গজে উঠল।

সেই শিঙগুলির মধ্য থেকে ক্ষুদ্রতম এক শিঙ গজে উঠল, যা দক্ষিণ ও পুবদিকে এবং শোভার দেশের দিকে অধিক বৃদ্ধি পেতে লাগল; এমনকি আকাশমণ্ডলের বাহিনী পর্যন্তও বেড়ে উঠে সেই বাহিনীর ও তারকারাজির একটা অংশ মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে পায়ে মাড়াতে লাগল। তা বাহিনীপতিরও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল; তাঁর নিত্য বলিদান বাতিল করে দিল ও তাঁর পবিত্রধামের ভিত উৎপাটন করল; সেনাবাহিনীকেও তা আলোড়িত করল, এবং নিত্য বলিদানের স্থানে অধর্মই প্রতিষ্ঠিত করল ও সত্যকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিল; তা তেমন কাজই করল, ও কৃতকার্যও হল!

আমি শুনতে পেলাম, কে যেন এক পবিত্রজন কথা বলছেন, এবং যিনি কথা বলছিলেন, তাঁকে আর এক পবিত্রজন জিজ্ঞাসা করলেন: 'নিত্য বলিদান যে বাতিল করা হল, অধর্ম যে সবকিছু ধ্বংস করছে, পবিত্রধাম ও বাহিনীকে যে মাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, এমন দর্শন আর কতদিনের জন্য?' প্রথমজন উত্তরে তাঁকে বললেন: 'দু'হাজার তিনশ' সন্ধ্যা ও সকাল কেটে যাবে, পরে পবিত্রধামের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।'

আমি দানিয়েল তেমন দর্শন লক্ষ করছিলাম ও তার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করছিলাম, আর দেখ, পুরুষের মত দেখতে কে যেন একজন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন; এবং আমি কার্ যেন কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, যা উলাইয়ের মধ্য থেকে চিৎকার করে বলল: 'গাব্রিয়েল, দর্শনের অর্থ একে বুঝিয়ে দাও।' আমি তখন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তিনি সেখানকার দিকে এগিয়ে এলেন, আর তিনি একবার এসে উপস্থিত হলে আমি অভিভূত হয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লাম। তিনি আমাকে বললেন, 'হে আদমসন্তান, ভাল করে বুঝে নাও, কারণ এই দর্শন অন্তিমকাল সংক্রান্ত।' তিনি আমার সঙ্গে তখনও কথা বলছিলেন, এমন সময় আমি ঘোর নিদ্রায় মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লাম; কিন্তু তিনি আমাকে স্পর্শ করে আবার দাঁড় করালেন। তিনি বললেন: 'দেখ, ক্রোধের শেষকালে যা ঘটবে, তা আমি তোমাকে প্রকাশ করি, কারণ দর্শন অন্তিমকাল সংক্রান্ত। তুমি যে পশুটাকে দেখলে, যার দু'টো শিঙ ছিল, তা হল মেদীয় ও পারসিক রাজা। লোমশ ছাগটা হল গ্রীসদেশের রাজা, এবং তার দু'চোখের মাঝখানে যে প্রকাণ্ড শিঙ, তা হচ্ছে প্রথম রাজা। তা যে ভেঙে গেল ও তার জায়গায় যে আর চারটে শিঙ গজে উঠল, তার মর্মার্থ এই: সেই জাতি থেকে চার রাজ্যের উদ্ভব হবে, কিন্তু ওটার মত তত পরাক্রমী হবে না।

তাদের রাজ্যের শেষকালে
অধর্ম শেষ মাত্রায় পূর্ণ হলে
দুঃসাহসী ও কুটিলমনা এক রাজার উদ্ভব হবে;
তার প্রভাব উত্তরোত্তর বেড়ে উঠবে,
কিন্তু নিজেরই প্রভাবে নয়;
সে অসম্ভব মতলব খাটাবে,
তার সমস্ত প্রচেষ্টায় সফল হবে,
এবং শক্তিশালী মানুষদের ও পবিত্রজনদের জনগণকে বিনাশ করবে।
তার কুটিলতার ফলে

তার হাতে ছলনার সমৃদ্ধি হবে,
সে নিজে গর্বিত-মনা হয়ে উঠবে,
এবং চাতুরি করে অনেকের বিনাশ ঘটাবে;
সে অধিপতিদের অধিপতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে,
কিন্তু কোন মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাকে ভেঙে দেওয়া হবে।
সন্ধ্যা ও সকালের বিষয়ে যে দর্শন প্রকাশিত হয়েছে, তা সত্য।
কিন্তু তুমি এই দর্শনের কথা গুপ্তই রাখ,
কারণ এ অনেক দিন পরের ব্যাপার।'

শ্লোক দা ৩:৪৪-৪৫; সিরা ৩৬:২,৭ দ্রঃ

প্র তারাই নতমুখ হোক, যারা তোমার দাসদের অনিষ্ট সাধন করে; অপমানিত হোক তারা, সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হোক; তাদের শক্তি চূর্ণ হোক!
উ আমরা জানি, তুমিই একমাত্র প্রভু পরমেশ্বর।
প্র যে সকল জাতি তোমার অন্বেষণ করেনি, তাদের উপর সঞ্চার কর তোমার ভয়; তারা যেন তোমার আশ্চর্য কীর্তিকথা বর্ণনা করতে পারে।
উ আমরা জানি, তুমিই একমাত্র প্রভু পরমেশ্বর।

দ্বিতীয় পাঠ - দ্বিতীয় শতাব্দীর অজানা লেখকের উপদেশ **১৫:১–১৭:২**

যিনি আমাদের আহ্বান করেছেন,
এসো, সেই ঈশ্বরের কাছে মন ফেরাই

সংযমী জীবনের জন্য যে পরামর্শ তোমাদের দিয়েছি, আমি তা তত নগণ্য মনে করি না; আর শুধু তা নয়, তেমন পরামর্শ যে পালন করবে তাকে দুঃখিত হতে হবে না, সে বরং নিজেকেও ত্রাণ করবে ও পরামর্শদাতা এই আমাকেও ত্রাণ করবে। কেননা পথভ্রষ্ট ও হারানো আত্মাকে পরিত্রাণের দিকে ফিরিয়ে আনা আদৌ সামান্য লাভ নয়; আর তেমন লাভ আমরা আমাদের স্রষ্টা ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করতে পারব, যদি যে কেউ কথা বলে ও শোনে সে বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গেই কথা বলে ও শোনে।

সুতরাং এসো, আমরা যা যা বিশ্বাস করেছি, তাতে ধর্মময়তা ও পবিত্রতার সঙ্গে স্থিতমূল থাকি, যাতে ভরসার সঙ্গে সেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি, যিনি বলেন, *তুমি কথা বলতে না বলতেই আমি তোমাকে উত্তর দিয়ে বলব: এই যে আমি আছি।* এ বচনটি মহা প্রতিশ্রুতির চিহ্ন, কেননা প্রভু বলেন, আদায় করার চেয়ে তিনি দান করতেই অধিক প্রস্তুত। এজন্য আমরা যখন তেমন মহা মঙ্গলময়তার অংশী, তখন যেন ঈশ্বরের দেওয়া তেমন দানগুলি বিষয়ে পরস্পরকে হিংসা না করি; কেননা সেই বাণী বাধ্যদের অন্তরে যতখানি আনন্দ সঞ্চার করে, অবাধ্যদের অন্তরে ততখানি দন্ড এনে দেয়।

তাই ভাইবোনেরা, তপস্যা করার এ সুন্দর সুযোগ গ্রহণ করে, এসো, সময় থাকতেই ঈশ্বরের কাছে মন ফেরাই যিনি আমাদের আহ্বান করেছেন, কারণ তিনি এখন আমাদের গ্রহণ করতে প্রস্তুত। কেননা আমরা যদি এ সমস্ত দেহলালসা অস্বীকার করি ও তার অমঙ্গল অভিলাষ প্রশ্রয় না দিয়ে আমাদের আত্মা জয় করি, তবে যীশুর দয়ার অংশী হয়ে উঠব। তোমরা তো জান, জ্বলন্ত চুল্লির মত সেই বিচারের দিন আসছে, এবং আকাশের এক অংশ ও গোটা পৃথিবী আগুনে গলে যাওয়া সীসার মত বিলীন হয়ে যাবে, আর তখন মানুষের আবৃত ও অনাবৃত যত কিছুই প্রকাশ পাবে। সুতরাং, পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে ভিক্ষাদান উত্তম; প্রার্থনার চেয়ে উপবাস শ্রেয়, কিন্তু উভয়ের চেয়ে ভিক্ষাদান উত্তম: *ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়।* সদ্বিবেক থেকে উদ্গত প্রার্থনা মৃত্যু থেকে মুক্ত করে, কিন্তু সুখী সেই মানুষ, যে এ সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধপুরুষ বলে প্রতিপন্ন হবে, কেননা ভিক্ষাদান পাপকে দূর করে দেয়।

অতএব এসো, সমস্ত হৃদয় দিয়ে তপস্যা পালন করি, যাতে আমাদের কেউই বিনষ্ট না হয়। প্রতিমা পূজা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে তাকে উদ্বুদ্ধ করা, এমন আদেশ আমরা যখন পেয়েছি, তখন কি অধিক গুরুত্বপূর্ণ

কারণে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে না, যে আত্মা ইতিমধ্যে ঈশ্বরকে জেনেছে সে যেন বিনষ্ট না হয়? এজন্য এসো, পরস্পরকে সাহায্য করি, যাতে দুর্বলকেও মঙ্গলের দিকে আকর্ষণ করতে পারি, এর ফলে সকলেই যেন পরিত্রাণ পাই ও পারস্পরিক মনপরিবর্তনের জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা দান করি।

শ্লোক যুদিথ ৮:১৭; তীত ২:১২ দ্রঃ

প্র তোমরা ঈশ্বরপ্রেমে নিজেদের অক্ষুণ্ন রাখ,
উ ভরসার সঙ্গে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পরিত্রাণের প্রতীক্ষায় থাক।
প্র এসো, ভক্তিহীনতা ও পার্থিব যত অভিলাষ অস্বীকার ক'রে আমরা এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি।
উ ভরসার সঙ্গে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পরিত্রাণের প্রতীক্ষায় থাক।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজে ৩৮:১৪–৩৯:১০

চরমকাল বিষয়ক দর্শন

'আদমসন্তান, ভবিষ্যদ্বাণী দাও; গোগকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: সেইদিন যখন আমার আপন জনগণ ইস্রায়েল নিরুদ্বিগ্নে বাস করবে, তখন তুমি উঠবে, তুমি তোমার বাসস্থান থেকে, উত্তরদিকের সেই প্রান্ত থেকে আসবে; তুমি ও তোমার সঙ্গী সেই বহুজাতিও আসবে—সকলে ঘোড়ায় চড়ে আসবে, অসংখ্য এক জনতা, পরাক্রমী এক সৈন্যদল। তুমি মেঘের মত দেশ আচ্ছন্ন করতে আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসবে। অন্তিম দিনগুলিতে এমনটি ঘটবে যে, আমি তোমাকে আমার নিজের দেশ আক্রমণ করতে আনব, যেন সর্বজাতি আমাকে জানতে পারে, যখন আমি তোমার মধ্য দিয়েই, হে গোগ, তাদের চোখের সামনে আমার পবিত্রতা দেখাব।

প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তুমি কি সেই ব্যক্তি নও, যার বিষয়ে আমি আমার দাসদের মধ্য দিয়ে, ইস্রায়েলের সেই নবীদেরই মধ্য দিয়ে পুরাকালে কথা বলেছিলাম? তারা তো সেসময়ে ও বহুবছর ধরে এই ভবিষ্যদ্বাণী দিল যে, আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে পাঠাব। কিন্তু সেইদিন যখন গোগ ইস্রায়েল-দেশভূমি আক্রমণ করবে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—তখন আমার ক্রোধ জ্বলে উঠবে। আমার উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালায় ও জ্বলন্ত কোপে আমি তোমাদের বলছি: সেইদিন ইস্রায়েল-দেশভূমিতে মহা ভূমিকম্প হবে। সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি, বনের জন্তু, মাটির বুকে চরে সমস্ত সরিসৃপ ও পৃথিবীর বুকে বাস করে যত মানুষ আমার সামনে কম্পিত হবে, পাহাড়পর্বত পড়ে যাবে, শৈলগিরি চূর্ণ হবে ও যত নগরপ্রাচীর খসে পড়বে। আর আমি ইস্রায়েলের পর্বতে পর্বতে তার বিরুদ্ধে খড়্গ ডেকে আনব—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি! তাদের প্রত্যেকের খড়্গ নিজ নিজ ভাইয়ের বিরুদ্ধে ফিরবে; আর আমি মহামারী ও রক্ত দ্বারা তার যোগ্য শাস্তি দেব: তার উপরে, তার সমস্ত সৈন্যদলের উপরে ও তার সঙ্গী সেই বহুজাতির উপরে মুষলধারে বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি, আগুন ও গন্ধক বর্ষণ করব। আমি আমার মহত্ত্ব ও পবিত্রতা দেখাব ও বহুদেশের সামনে নিজেকে প্রকাশ করব; তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু!

আর তুমি, হে আদমসন্তান, তুমি এখন গোগের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দাও; বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: ওহে মেশেক ও তুবালের প্রধান নেতা যে গোগ, এই যে, আমি তোমার বিপক্ষে! আমি এদিক ওদিক তোমাকে ঠেলা দেব, তোমাকে চালিয়ে বেড়াব, ও উত্তরদিকের প্রান্ত থেকে তোমাকে এনে ইস্রায়েলের পর্বতমালায় তোমাকে নিয়ে আসব। আমি তোমার হাতের ধনু ছিন্ন করব ও তোমার ডান হাত থেকে তোমার যত তীর নিয়ে ছড়িয়ে দেব। তুমি, তোমার গোটা সৈন্যদল ও তোমার সঙ্গী সেই বহুজাতি—তোমরা সকলেই ইস্রায়েলের পর্বতে পর্বতে মারা পড়বে; আমি তোমাকে সবরকম হিংস্র পাখি ও বন্যজন্তুর খাদ্য করব। খোলা মাঠে তোমাকে নিপাত

করা হবে, কারণ আমিই একথা বললাম—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি!

আমি মাগোগের উপরে ও যারা নিরুদ্বিগ্ন হয়ে দ্বীপপুঞ্জে বাস করে, তাদের উপরেও আগুন প্রেরণ করব; তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু। আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের মধ্যে আমার পবিত্র নাম জ্ঞাত করব; আর এমনটি হতে দেব না যে, আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করা হবে; তাতে জাতি-বিজাতি জানবে যে, আমিই প্রভু, ইস্রায়েলের মধ্যে পবিত্র! দেখ, এসব কিছু ঘটছে ও সিদ্ধিলাভ করছে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—: এ-ই সেই দিন, যে দিনের কথা আমি বলেছি। ইস্রায়েলের শহরগুলির অধিবাসীরা বেরিয়ে পড়বে, এবং ঢাল ও ফলক, ধনু ও তীর, লাঠি ও বর্শা, এসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে সবই পুড়িয়ে দেবে; সেইসব কিছু নিয়ে তারা সাত বছর ধরে আগুন জ্বালাবে। তারা মাঠ থেকে কাঠ আনবে না, বনের গাছপালা কাটবে না, কারণ সেই অস্ত্রশস্ত্র দিয়েই তারা আগুন জ্বালাবে; যারা তাদের ধন লুট করেছিল, এবার তারাই তাদের ধন লুট করবে; আর যারা তাদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছিল, এবার তারাই তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেবে। প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।'

শ্লোক এজে ৩৮:১৯; মথি ২৪:২৭

প্র আমার উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালায় ও জ্বলন্ত কোপে আমি তোমাদের বলছি:
উ সেইদিন ইস্রায়েল-দেশভূমিতে মহা ভূমিকম্প হবে।
প্র বিদ্যুৎ-ঝলক যেমন পুবদিক থেকে নির্গত হয়ে পশ্চিমদিক পর্যন্ত প্রকাশ পায়, মানবপুত্রের আগমন ঠিক তেমনি হবে।
উ সেইদিন ইস্রায়েল-দেশভূমিতে মহা ভূমিকম্প হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিও-লিখিত 'সুখ-বাণী বিষয়ক উপদেশ' **উপদেশ ৯৫:৬-৭**

সুখী সেই প্রাণ, যে এ খাদ্যের আকাঙ্ক্ষী

প্রভু একথা বলেন: *ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে।* এ ক্ষুধা পার্থিব কোন খাদ্য দ্বারা মেটানো যায় না; এ তৃষ্ণাও পার্থিব কোন পানীয় দ্বারা মেটানো যায় না, কিন্তু ধর্মময়তা-মঙ্গলেই পরিতৃপ্ত হতে বাসনা করে, ও গুপ্ত সকল রহস্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে স্বয়ং প্রভুতেই পরিপূর্ণ হতে আকাঙ্ক্ষা করে।

সুখী সেই প্রাণ, যে ধর্মময়তা-খাদ্যের আকাঙ্ক্ষী ও তেমন পানীয়ের জন্য তৃষিত, এমনকি তার বাসনাও করত না, যদি না ইতিমধ্যে এই খাদ্যের মাধুর্য আস্বাদ না করে থাকত। কিন্তু *আস্বাদন কর, দেখ প্রভু কত মঙ্গলময়,* নিজের প্রতি উচ্চারিত নবীয় প্রেরণার এবাণী শুনে সে-ই প্রাণ স্বর্গীয় মাধুর্যের কিছুটা বিন্দু গ্রহণ করল, ও পবিত্রতম ইচ্ছার প্রতি এমন ভালবাসায় জ্বলে উঠল যে, পার্থিব সমস্ত কিছু তুচ্ছ করে ধর্মময়তাকে আহার ও পান করার জন্য গভীরতম অনুরাগে উদ্দীপ্ত হল, ও সেই প্রথম আজ্ঞার সত্য উপলব্ধি করল যা অনুসারে, *তুমি প্রভু ঈশ্বরকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে:* বাস্তবিকই ধর্মময়তাকে ভালবাসা হল ঈশ্বরকে ভালবাসার নামান্তর।

আর যেমন ঈশ্বরকে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীর সেবাযত্ন উপস্থিত, তেমনি ধর্মময়তার আকাঙ্ক্ষার সাথে সেই দয়া-সদ্‌গুণ জড়িত যা অনুসারে লেখা আছে, *দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে।*

হে খ্রীষ্টভক্ত, তোমার প্রজ্ঞার মর্যাদা জেনে নাও; উপলব্ধি কর কেমন নিপুণ উপায়ে ও কেমন পুরস্কারের দিকে তুমি আহূত! যিনি নিজে দয়া, তিনি তোমাকে দয়াবান চান; যিনি নিজে ধর্মময়তা, তিনি তোমাকে ধর্মময় চান, যাতে নিজের সৃষ্টজীবের মধ্যে স্বয়ং স্রষ্টাই প্রকাশিত হন, ও মানব হৃদয়ের দর্পণের মধ্যে সূক্ষ্ম অনুকরণে অঙ্কিত হয়ে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সাধকদের বিশ্বাস অতিনিশ্চিত: হ্যাঁ, তোমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা লাভ করবে, ও যা ভালবাস তুমি তা নিরন্তর ভোগ করবে।

আর যেহেতু দয়াকর্মের মধ্য দিয়ে *সবই শুচি হবে,* সেজন্য তুমি সেই আশীর্বচনে পৌঁছতে পারবে যা তার ফলস্বরূপে প্রতিশ্রুত—প্রভু যেমনটি বলেন: *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।*

শ্লোক মথি ৫:৬; সাম ৩৬:১০,৯

℣ ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে;
℟ কারণ তোমাতেই জীবনের উৎস! তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।
℣ তারা তোমার গৃহের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত, তুমি তোমার অমৃতধারায় তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দাও;
℟ কারণ তোমাতেই জীবনের উৎস! তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দা ৯:১-৪ক,১৮-২৭

দানিয়েলের প্রার্থনা ও দর্শনলাভ

মেদীয় বংশজাত আহাসুয়েরোসের সন্তান যে দারিউস কাল্দিয়া-রাজ্যের রাজপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁর প্রথম বর্ষে, তাঁর রাজত্বকালেরই প্রথম বর্ষে, আমি দানিয়েল শাস্ত্রগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করে সেই বছর-গণনায় ব্যস্ত ছিলাম, যে বছরের বিষয়ে প্রভু নবী যেরেমিয়ার কাছে কথা বলেছিলেন, অর্থাৎ সেই সত্তর বছর, যা যেরুসালেমের উৎসন্ন-দশা শেষ হবার আগে অতিবাহিত হওয়ার কথা। আমি উপবাস পালনে, চটের কাপড়ে ও ছাই মেখে প্রার্থনা ও মিনতি করতে করতে প্রভু পরমেশ্বরের দিকে মুখ ফেরালাম, এবং আমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে এই স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করলাম: 'হে আমার পরমেশ্বর, কান পেতে শোন, এবং চোখ উন্মীলিত করে আমাদের উৎসন্নস্থানের দিকে, সেই নগরীর দিকেই চেয়ে দেখ, যা তোমার আপন নাম বহন করে! আমরা তো আমাদের ধর্মিষ্ঠতার জোরে নয়, তোমার মহাস্নেহকেই হাতিয়ার করে তোমার সামনে আমাদের মিনতি রাখছি। শোন, প্রভু! ক্ষমা কর, প্রভু! শোন, প্রভু, আমাদের পক্ষসমর্থন কর! হে আমার পরমেশ্বর, তোমার নিজের খাতিরেই আর দেরি করো না, কারণ তোমার নগরী ও তোমার জনগণ তোমার আপন নাম বহন করে।'

আমি তখনও কথা বলছিলাম, তখনও প্রার্থনায় রত ছিলাম এবং আমার পাপ ও আমার জাতি ইস্রায়েলের পাপ স্বীকার করছিলাম, এবং আমার পরমেশ্বরের পবিত্র পর্বতের জন্য আমার পরমেশ্বর প্রভুর সামনে মিনতি নিবেদন করছিলাম, যখন আমার প্রার্থনার কথা শেষ হতে না হতেই সেই গাব্রিয়েল—যাঁকে আমি প্রথম দর্শনে দেখেছিলাম—আমার কাছে দ্রুতবেগে উড়ে এলেন: তখন সান্ধ্য বলিদানের সময়। আমাকে উদ্বুদ্ধ করে তিনি আমাকে বললেন: 'দানিয়েল, আমি তোমাকে উদ্বুদ্ধ করতে ও চেতনা দিতে এসেছি। তোমার মিনতির আরম্ভ থেকেই একটা বাণী উদ্গত হল, তাই আমি তোমাকে তার সংবাদ দিতে এসেছি, কারণ তুমি মহাপ্রীতির পাত্র। সুতরাং তুমি এখন সেই বাণীতে মনোযোগ দাও আর এই দর্শন বুঝে নাও:

তোমার জাতির ও তোমার পবিত্র নগরীর পক্ষে
অধর্মের শেষ দশা ঘটাবার জন্য,
পাপ মুছে দেবার জন্য, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য,
চিরস্থায়ী ধর্মময়তা আনবার জন্য,
দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলে সপ্রমাণ করার জন্য,
ও মহাপবিত্রজনকে অভিষিক্ত করার জন্য,
সত্তর সপ্তাহ নিরূপিত হয়েছে।

তাই তুমি জেনে রাখ, বুঝে নাও: "যেরুসালেম পুনর্নির্মাণ করতে ফিরে যাও" এই বাণী বের হওয়ার সময় থেকে অভিষিক্ত এক জনপ্রধানের আগমন পর্যন্ত সাত সপ্তাহ হবে। বাষট্টি সপ্তাহ ধরে যত খোলা জায়গা ও প্রাকার পুনর্নির্মিত হবে—তা সঙ্কটের সময়ই হবে। এই বাষট্টি সপ্তাহ পরে অভিষিক্ত একজনকে উচ্ছেদ করা হবে, কিন্তু তাঁর দোষে নয়; এবং ভাবীকালে আসন্ন জনপ্রধানের এক জনগণ নগরীকে ও পবিত্রধাম ধ্বংস করবে; তার শেষ পরিণাম প্লাবন দ্বারা চিহ্নিত হবে, এবং শেষ যুদ্ধ পর্যন্ত নিরূপিত সর্বনাশের পর সর্বনাশ হবে। সে এক সপ্তাহ ধরে বহুজনের সঙ্গে দৃঢ় সন্ধি স্থাপন করবে, এবং এক সপ্তাহের অর্ধেক কালের মধ্যে বলিদান ও অর্ঘ্য বাতিল করে দেবে; [মন্দিরের] জঘন্য পাশটিতে এক সর্বনাশা বস্তু থাকবে, আর সেখানে শেষ পর্যন্তই থাকবে,

অর্থাৎ ততক্ষণ যতক্ষণ না সেই সর্বনাশা বস্তুর নিরূপিত উচ্ছেদ ঘটে।'

শ্লোক বারুক ২:১৬; দা ৯:১৮; সাম ৮০:২০

প্র প্রভু, তোমার পবিত্র বাসস্থান থেকে দৃষ্টিপাত কর, আমাদের কথা চিন্তা কর; প্রভু, কান পেতে শোন;
উ চোখ উন্মীলিত করে আমাদের উৎসন্নস্থানের দিকে চেয়ে দেখ।
প্র হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর, শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।
উ চোখ উন্মীলিত করে আমাদের উৎসন্নস্থানের দিকে চেয়ে দেখ।

দ্বিতীয় পাঠ - দ্বিতীয় শতাব্দীর অজানা লেখকের উপদেশ **১৮:১–২০:৫**

এসো, পুণ্যকর্ম সাধন করি
যাতে পরিত্রাণ পেতে পারি

এসো, সচেষ্ট থাকি, যাতে আমরাও তাঁদেরই সংখ্যায় পরিগণিত হতে পারি যাঁরা ঈশ্বরের সেবা করেছিলেন বিধায় এখন তাঁর প্রশংসা করেন, সেই দুর্জনদেরই সংখ্যায় পরিগণিত না হই যারা বিচারাধীন। সবদিক দিয়ে পাপী, প্রলোভনের অধীন, ও এখনও শয়তানের ফন্দি-ফিকিরের মধ্যে থাকলেও আমিও ধর্মময়তার পথে চলতে চেষ্টা করছি, যাতে ভাবী বিচার ভয় করে সেই ধর্মময়তার কাছে এগিয়ে যেতে পারি।

এজন্য, ভাইবোনেরা, তোমরা সত্যের ঈশ্বরের বাণী শোনার পর আমি তোমাদের কাছে এ উপদেশ পেশ করতে যাচ্ছি, যাতে আমার লেখা মনোযোগ দিয়ে শুনে তোমরাও পরিত্রাণ পেতে পার, ও তোমাদের মাঝে যিনি পাঠ করছেন তিনিও যেন পরিত্রাণ পান; কেননা তোমাদের কাছ থেকে যে প্রতিদান ভিক্ষা করছি তা এরূপ, যাতে তোমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে তপস্যা করে থাক, এবং এর ফলে পরিত্রাণ ও জীবন অর্জন কর। তাই করে আমরা সকল যুবক-যুবতীর কাছে একটা আদর্শ রাখব, কারণ তারা বাস্তবরূপেই ঈশ্বরকে ভক্তি করতে ও ভালবাসতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কেউ আমাদের সংশোধন করলে ও অধর্ম থেকে ধর্মময়তার পথে আমাদের ফেরালে আমরা যেন নিজেদের অপমানিত মনে না করি, অস্থিরও যেন না হয়ে উঠি, তেমন ব্যবহার আমাদের নির্বুদ্ধিতারই লক্ষণ হবে; আর প্রকৃতপক্ষে আমাদের অন্তর দোমনা ও অবিশ্বস্ত হওয়ায় ও আমাদের মন নানা দুর্মতিতে আচ্ছন্ন হওয়ায় আমরা বহুবার দুষ্কর্ম করেও সেই বিষয়ে সচেতন নই।

সুতরাং এসো, ধর্মময়তা পালন করি যাতে শেষে পরিত্রাণ পাই। সুখী যারা এ নির্দেশগুলো মেনে নেয়; যদিও কিছুকালের মত এই জগতে অমঙ্গল ভোগ করে থাকে, তারা পুনরুত্থানের অক্ষয় ফসল সংগ্রহ করবেই। ফলত যদি ভক্তজন এ বর্তমানকালে দুর্দশায় ভুগছে, এর জন্য সে যেন দুঃখ না পায়, কেননা আনন্দময় কাল তার প্রতীক্ষায় রয়েছে, আর তখন সে পিতৃপুরুষদের সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত হয়ে আবার আনন্দ করবে, তার আর কখনও দুঃখ হবে না।

ভক্তিহীনেরা ধনবান ও ঈশ্বরের দাসেরা সঙ্কটাপন্ন—তা দেখেও আমরা যেন অস্থির না হই। ভাইবোনেরা, এসো, একথা বিশ্বাস করি: আমরা জীবনময় ঈশ্বর দ্বারা পরীক্ষিত, এবং এজীবনে লড়াইতে অভ্যাস করে থাকি যাতে ভাবী জীবনে জয়মালায় ভূষিত হতে পারি। ধার্মিকদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে শীঘ্রই ফল পেয়েছে, কিন্তু ফলের জন্য সে অপেক্ষা করে থাকল। কেননা ঈশ্বর যদি ধার্মিকদের প্রতিফল শীঘ্রই দিতেন, আমরা সঙ্গে সঙ্গে উপকৃত হতাম বটে, কিন্তু ভক্তি ক্ষেত্রে নয়, কারণ প্রকৃত ভক্তির অনুসরণ না করায়, কিন্তু নিজ উপকারই লোভ করায় আমরা কেবল বাইরে ধার্মিক হতাম। এজন্যই যে ধার্মিক নয়, তার অন্তর ঐশবিচারের চিন্তায় অস্থির ও সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে।

যিনি আমাদের কাছে সেই ত্রাণকর্তা ও অক্ষয়শীলতার সাধনকর্তাকে প্রেরণ করেছেন যাঁর দ্বারা তিনি আমাদের কাছে সত্য ও স্বর্গীয় জীবনও প্রকাশ করেছেন, সত্যময় পিতা সেই অদৃশ্য ঈশ্বরের গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক সাম ৩৭:২৭,২৮,১

℣ কুকর্ম থেকে সরে যাও, সৎকর্ম কর,
℟ কারণ প্রভু ন্যায়ই ভালবাসেন, তিনি আপন ভক্তজনদের করবেন না পরিত্যাগ।
℣ দুষ্কর্মার বিষয়ে তুমি ক্ষুব্ধ হয়ো না; অপকর্মার বিষয়ে ঈর্ষান্বিত হয়ো না;
℟ কারণ প্রভু ন্যায়ই ভালবাসেন, তিনি আপন ভক্তজনদের করবেন না পরিত্যাগ।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজে ৪০:১-৪; ৪৩:১-১২; ৪৪:৬-৯

ইস্রায়েলের মন্দির-পুনরুৎসর্গ, এর দর্শন

আমাদের নির্বাসনকালের পঞ্চবিংশ বর্ষে, বর্ষের আরম্ভে, মাসের দশম দিনে, অর্থাৎ নগরী-পতনের পরে চতুর্দশ বর্ষের সেই দিনে, প্রভুর হাত আমার উপরে নেমে এল: তিনি আমাকে সেইখানে নিয়ে গেলেন। তিনি ঐশ্বরিক দর্শনযোগে আমাকে ইস্রায়েল দেশে নিয়ে গিয়ে উচ্চতম এক পর্বতে নামিয়ে রাখলেন, যার উপরে, দক্ষিণদিকে, মনে হচ্ছিল, এক নগরী নির্মিত ছিল। তিনি আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন, আর দেখ, এক পুরুষ, যাঁর চেহারা ব্রঞ্জের মত, যাঁর হাতে একটা ক্ষোমের ফিতা ও মাপবার জন্য একটা নল, নগরদ্বারের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই পুরুষ আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, আমি তোমাকে যা যা দেখাব, তুমি সেইসব কিছু সযত্নে লক্ষ কর, কান পেতে শোন, সবকিছুতে মনোযোগ দাও, কারণ তোমাকে এজন্যই এখানে আনা হয়েছে, যেন আমি তোমাকে এইসব কিছু দেখাই। তুমি যা কিছু দেখ, তা ইস্রায়েলকুলকে জানাবে।'

তখন তিনি আমাকে পুবদ্বারের দিকে নিয়ে গেলেন; আর দেখ, পুবদিক থেকে ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের গৌরব এগিয়ে আসছে; সেই আগমনের শব্দ ছিল মহাজলরাশির শব্দের মত, ও তাঁর গৌরবে পৃথিবী আলোময় ছিল। আমি দর্শনে যা দেখতে পেলাম, তা ছিল সেই দর্শনেরই মত, যা আমি সেসময় পেয়েছিলাম, যখন নগরী বিনাশের জন্য এসেছিলাম; আবার, এ ঠিক সেই দর্শনেরই মত, যা আমি কেবার নদীর ধারে পেয়েছিলাম। তখন আমি মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়লাম। প্রভুর গৌরব পুবদ্বারের পথ দিয়ে গৃহে প্রবেশ করল। আত্মা আমাকে তুলে ভিতরের প্রাঙ্গণে নিয়ে গেল; আর দেখ, গৃহ প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল। সেই পুরুষ তখন আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় আমি শুনতে পেলাম, গৃহের মধ্য থেকে কে একজন যেন আমার কাছে কথা বলছেন; তিনি আমাকে বললেন: 'আদমসন্তান, এ আমার সিংহাসনের স্থান, এ আমার পদতল রাখার স্থান। এইখানে আমি ইস্রায়েল সন্তানদের মাঝে বসবাস করব চিরকাল ধরে; এবং ইস্রায়েলকুল—লোকেরা ও তাদের রাজারা—তারা তাদের ব্যভিচার কর্ম দ্বারা, তাদের রাজাদের লাশ দ্বারা, তাদের স্মৃতিস্তম্ভ দ্বারা আমার পবিত্র নাম আর কলুষিত করবে না। তারা আমার চৌকাটের নিম্ন অংশের কাছে তাদের চৌকাটের নিম্ন অংশ, ও আমার চৌকাটের পাশে তাদের চৌকাট দিত, ফলে আমার ও তাদের মধ্যে কেবল দেওয়ালটা ছিল; তারা তাদের সাধিত যত জঘন্য কর্ম দ্বারা আমার পবিত্র নাম কলুষিত করত, আর এজন্য আমি জ্বলন্ত ক্রোধে তাদের নিঃশেষ করলাম। কিন্তু এখন থেকে তারা তাদের সেই ব্যভিচার ও তাদের রাজাদের লাশ আমা থেকে দূর করে দেবে, আর আমি তাদের মাঝে বসবাস করব চিরকাল ধরে।

হে আদমসন্তান, তুমি ইস্রায়েলকুলের কাছে এই গৃহের বর্ণনা দাও, যেন তারা তাদের শঠতার বিষয়ে লজ্জাবোধ করে; তারা এর সমস্ত স্থান মেপে নিক; আর যদি তারা তাদের সাধিত যত দুষ্কর্মের বিষয়ে লজ্জাবোধ করে, তবে তুমি তাদের কাছে গৃহের আকার, গঠন, নির্গম-স্থানগুলো ও প্রবেশস্থানগুলো, তার সমস্ত দিক ও সমস্ত বিধি, তার সমস্ত আকৃতি ও তার সমস্ত নিয়ম ব্যক্ত কর: সবকিছু তাদের চোখের সামনে লিখিত আকারে রাখ, যেন তারা এই সমস্ত নিয়ম ও বিধি পালন করে কাজ করে। গৃহ সংক্রান্ত ব্যবস্থা এ: পর্বতশিখরে চারদিকেই তার সমস্ত পরিসীমা পরমপবিত্র। দেখ, এটিই গৃহ সংক্রান্ত ব্যবস্থা।

তুমি সেই বিদ্রোহী দলকে, সেই ইস্রায়েলকুলকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে ইস্রায়েলকুল, তোমাদের সকল জঘন্য কর্ম যথেষ্ট হয়েছে! যারা হৃদয়েও পরিচ্ছেদিত নয় ও দেহেও পরিচ্ছেদিত নয়, সেই বিজাতীয়দেরই তোমরা আমার পবিত্রধামে থাকতে ও আমার গৃহকে অপবিত্র করতে প্রবেশ করিয়েছ, আর সেইসঙ্গে তোমরা আমার খাদ্য, চর্বি ও রক্ত উৎসর্গ করছিলে ও তোমাদের জঘন্য কর্ম সাধনে আমার সন্ধি ভঙ্গ করছিলে। আমার পবিত্র দ্রব্য-সামগ্রী নিজেরা যত্ন না করে তোমরা বরং অন্য কাউকেই আমার পবিত্রধামের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়েছ। প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হৃদয়েও পরিচ্ছেদিত নয় ও দেহেও পরিচ্ছেদিত নয় এমন বিজাতীয় কোন মানুষই আমার পবিত্রধামে প্রবেশ করবে না—ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে যে সকল বিজাতীয় মানুষ আছে, তাদের কেউই প্রবেশ করবেই না!'

শ্লোক এজে ৪৩:৪,৫; লুক ২:২৭ দ্রঃ

প্র প্রভুর গৌরব পুবদ্বারের পথ দিয়ে গৃহে প্রবেশ করল:
উ আর দেখ, গৃহ প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল।
প্র তাঁর পিতামাতা বালক যীশুকে মন্দিরে নিয়ে গেলেন:
উ আর দেখ, গৃহ প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিও-লিখিত 'সুখ-বাণী বিষয়ক উপদেশ' **উপদেশ ৯৫:৮,৯**

প্রভু, যারা তোমার বিধান ভালবাসে,
তাদের জন্য রয়েছে মহাশান্তি,
কিছুই তাদের স্খলন ঘটাতে পারে না

প্রিয়জনেরা, যার জন্য মহা পুরস্কার গচ্ছিত রয়েছে, তার আনন্দ মহান। তবে, শুদ্ধহৃদয় হওয়া বলতে সদ্‌গুণের অনুশীলনে সচেষ্ট থাকা ছাড়া আর কীবা বোঝাতে পারে? আর ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যে কেমন আশীর্বাদ, কোন্ মন একথা উপলব্ধি করতে ও কোন্ ভাষা একথা ব্যক্ত করতে পারে? তথাপি এ আশীর্বাদ তখনই প্রাপ্য হবে, যখন মানবস্বরূপ রূপান্তরিত হবে, যার ফলে সে *আর দর্পণের মধ্য দিয়ে নয়, কিন্তু মুখোমুখি হয়েই* সেই ঈশ্বরত্বের দর্শন পেতে পারবে যাঁর দর্শন কোন মানুষ কখনও পেতে পারেনি, এবং চিরন্তন ঐশদর্শনের অনির্বচনীয় আনন্দে তা-ই লাভ করতে পারবে *যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান যা শোনেনি, কোন মানুষের অন্তরে যা কখনও প্রবেশ করেনি।*

ঈশ্বরের দর্শন পাবার আশীর্বাদ সঙ্গতভাবেই শুদ্ধহৃদয়দের কাছে প্রতিশ্রুত, কেননা মলিন চোখ প্রকৃত আলোর উজ্জ্বলতা দেখতে অক্ষম; আর নিষ্কলঙ্ক অন্তরের পক্ষে যা আনন্দের বিষয় হবে, কলঙ্কপূর্ণ অন্তরের পক্ষে তা হবে দুঃখের কারণ। অতএব, এসো, পার্থিব মোহ-মায়ার কালিমা এড়াই ও মনশ্চক্ষু থেকে অধর্মের সমস্ত কলুষ মুছে দিই, যাতে আমাদের স্বচ্ছ চোখ ঈশ্বরের তেমন দর্শনে পরিতৃপ্ত হয়।

ব্যাপারটা উপলব্ধি করার জন্য, এসো, পরবর্তী বচন পাঠ করি: *শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে।* প্রিয়জনেরা, তেমন আশীর্বাদ যে কোন ধরনের সম্মতি বা একাত্মতার ফল নয়, কিন্তু সেটারই ফল যা বিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *আমরা এখন ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করি;* ও যা বিষয়ে নবী বলেন: *যারা তোমার বিধান ভালবাসে, তাদের জন্য রয়েছে মহাশান্তি, কিছুই তাদের স্খলন ঘটাতে পারে না।*

বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতম বন্ধন ও মনের অধিক নিখুঁত সামঞ্জস্যও তেমন শান্তি নিজেদের সম্পদ বলে বৃথাই দাবি করে, যদি না ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে তারা এক। এ শান্তির মর্যাদার বাইরে কেবল কুকামনা-বাসনারই সামঞ্জস্য রয়েছে, রয়েছে শুধু অপকর্মের সন্ধি ও রিপুর চুক্তি। সংসারের ভালবাসা ঈশ্বরের ভালবাসার সঙ্গে খাপ খায় না; সাংসারিক আসক্তি থেকে যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে না, সেও ঈশ্বরসন্তানদের সাহচর্যে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু যারা ঈশ্বরের চিন্তায় নিত্যমগ্ন হয়ে *শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান,* তারা সনাতন বিধান বিষয়ে কখনও বিমত নয়, ও যখন বলে, *তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক,* তখন তাদের প্রার্থনা

অকপট।

এরাই প্রকৃত শান্তির সাধক, এরাই পুণ্য সাহচর্যে একমন একাত্মা, ফলে এরাই এই সনাতন নামে অভিহিত হবে, তথা *ঈশ্বরের সন্তান ও খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী*; কারণ ঈশ্বরের ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসাই তাদের এমন যোগ্যতার অধিকারী করবে যে, তারা বর্তমান কোন প্রতিকূলতা আর অনুভব করবে না, কোন বাধা-বিঘ্নও ভয় করবে না; কিন্তু সমস্ত পরীক্ষার লড়াই শেষ করে ঈশ্বরের পূর্ণ শান্তিতে বিশ্রাম পাবে, আমাদের সেই প্রভু দ্বারা, যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

শ্লোক প্রত্যা ১২:১০,১২,৫

প্র আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ, পরাক্রম ও রাজ্য এবার এসে গেছে, তাঁর খ্রীষ্টের প্রাপ্য অধিকারও এসে গেছে;
উ তাই স্বর্গলোক, মেতে ওঠ! তোমরাও মেতে ওঠ, সেখানে যাদের তাঁবু!
প্র সেই পুত্রসন্তানকে ঈশ্বর ও তাঁর সিংহাসনের কাছে কেড়ে নেওয়া হল।
উ তাই স্বর্গলোক, মেতে ওঠ! তোমরাও মেতে ওঠ, সেখানে যাদের তাঁবু!

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দা ১০:১-২১

সেই পুরুষের দর্শন ও স্বর্গদূতের আবির্ভাব

পারস্য-রাজ সাইরাসের তৃতীয় বর্ষে বেল্টেশাজার নামে পরিচিত দানিয়েলের কাছে এক বাণী প্রকাশিত হল—সত্য ও মহাসঙ্ঘাত সংক্রান্তই এবাণী! তিনি বাণীর অর্থ বুঝলেন, দর্শনের অর্থও তাঁকে বুঝতে দেওয়া হল।

সেসময় আমি দানিয়েল তিন সপ্তাহ ধরে তপস্যা করছিলাম; এই তিন সপ্তাহ-কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমি সুস্বাদু খাবার খাইনি, আমার মুখে মাংস বা আঙুররস প্রবেশ করেনি, গায়ে তেলও মাখাইনি। পরে, প্রথম মাসের চতুর্বিংশ দিনে যখন আমি মহানদীকূলে, সেই টাইগ্রীস নদীকূলে ছিলাম, তখন চোখ তুলে তাকালাম, আর দেখ, ক্ষোমের পোশাক পরা ও কোমরে উফাজের সোনার বন্ধনী বাঁধা কে যেন একজন! তাঁর দেহ বৈদূর্যমণির মত, তাঁর মুখ বিদ্যুতের মত দেখতে, তাঁর চোখ জ্বলন্ত আগুনের মত, তাঁর হাত-পা উজ্জ্বল ব্রঞ্জের মত, এবং তাঁর কথার সুর বিপুল জনতার কোলাহলের মত। আমি দানিয়েল একাকী সেই দর্শন পেলাম; যারা আমার সঙ্গে ছিল, তারা সেই দর্শন পায়নি, তবু এমন মহাবিভীষিকায় অভিভূত হয়ে পড়ল যে, নিজেদের লুকোতে পালিয়ে গেল। তাই সেই মহাদর্শনের দিকে তাকাতে আমি একা হয়ে রইলাম; আমার কেমন যেন আর বল ছিল না, আমার চেহারা অন্য রকম হল, সমস্ত বল হারিয়ে ফেললাম। আমি তাঁর বাণীর সুর শুনলাম, কিন্তু সেই বাণীর সুর শোনামাত্র ঘোর নিদ্রায় মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লাম। আর দেখ, কার্ যেন হাত আমাকে স্পর্শ করে কম্পমান এই আমাকে হাঁটুতে দাঁড় করিয়ে আমার দু'হাতের পাতার উপরে ভর করাল। তিনি আমাকে বললেন, 'হে মহাপ্রীতির পাত্র দানিয়েল, আমি তোমাকে যে যে কথা বলতে যাচ্ছি, তা তুমি বুঝে নাও: উঠে দাঁড়াও, কারণ এখন তোমারই কাছে আমি প্রেরিত হয়েছি।' তিনি আমাকে একথা বললে আমি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'দানিয়েল, ভয় করো না; কারণ সেই যে প্রথম দিন তুমি পরমেশ্বরের সামনে নত হয়ে বুঝবার জন্য চেষ্টা করেছ, সেদিন থেকে তোমার সমস্ত বাণী শোনা হয়েছে, আর তোমার সেই বাণীর জন্যই আমি এসেছি। পারস্য-রাজ্যের জনপ্রধান একুশ দিন ধরে আমাকে প্রতিরোধ করল; তবু প্রথম শ্রেণির দূতপ্রধান মিখায়েল আমার সহায়তায় এলে তাঁকেই আমি সেখানে, পারস্য-রাজদের সেই জনপ্রধানের কাছে, রেখে এলাম। অন্তিম দিনগুলিতে তোমার জাতির প্রতি যা ঘটবে, তা তোমাকে জানাতে এসেছি; কারণ সেই দিনগুলি সম্বন্ধে এখনও একটা দর্শন আছে।'

তিনি আমার কাছে এধরনের কথা বলতে বলতে আমি মাটিতে উপুড় হয়ে নির্বাক্ হয়ে রইলাম। আর দেখ, মানুষের মত দেখতে কে যেন একজন আমার ওষ্ঠ স্পর্শ করলেন; তখন আমি মুখ খুলে কথা বললাম; যিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁকে আমি বললাম: 'প্রভু আমার, এই দর্শনে আমার তীব্র যন্ত্রণা ধরেছে, সমস্ত

বল হারিয়ে ফেলেছি; কারণ আমার প্রভুর এই দাস কেমন করে আমার এই প্রভুর সঙ্গে কথা বলতে পারে, যখন আমার মধ্যে কিছুই বল আর থাকল না, আমার মধ্যে শ্বাসও আর নেই!' মানুষের মত দেখতে সেই একজন আমাকে আবার স্পর্শ করে আমাতে শক্তি যোগালেন; আমাকে বললেন, 'হে মহাপ্রীতির পাত্র, ভয় করো না, তোমার শান্তি হোক, শক্তি দেখাও, সাহস ধর।' তিনি আমাকে এই কথা বলতে বলতেই আমার শক্তি ফিরে এল; তখন বললাম: 'আমার প্রভু কথা বলুন, কেননা আপনি আমার শক্তি যুগিয়েছেন।' তখন তিনি বললেন, 'আমি কিজন্য তোমার কাছে এসেছি, তুমি কি জান? এখন আমি পারস্যের সেই জনপ্রধানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ফিরে যাব; পরে চলে যাব, আর তখন গ্রীসদেশের জনপ্রধান আসবে। আচ্ছা, সত্য-পুস্তকে যা লেখা আছে, তা আমি তোমাকে জানিয়ে দেব। এই কাজে আমাকে সাহায্য করতে তোমাদের দূতপ্রধান মিখায়েল ছাড়া আর কেউ নেই।'

শ্লোক দা ১০:১২,১৯,২১ দ্রঃ

প্র সেই যে প্রথম দিন তুমি পরমেশ্বরের সামনে নত হয়ে বুঝবার জন্য চেষ্টা করেছ,
সেদিন থেকে
উ তোমার সমস্ত বাণী শোনা হয়েছে, আর তোমার সেই বাণীর জন্যই আমি এসেছি।
প্র হে মহাপ্রীতির পাত্র, ভয় করো না: সত্য-পুস্তকে যা লেখা আছে, তা আমি তোমাকে
জানিয়ে দেব।
উ তোমার সমস্ত বাণী শোনা হয়েছে, আর তোমার সেই বাণীর জন্যই আমি এসেছি।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৫ম পুস্তক ১

আমাদের শান্তি সেই খ্রীষ্ট আবির্ভূত হলেন

আমরা যারা তাঁর দ্বারা আহূত হয়েছি, তাঁর গৌরব জানতে পেরেছি: যিনি সকলের বিচারকর্তা ও পরিত্রাতা, আমরা সেই যীশুখ্রীষ্টের কাছে ঠিক যেন সাধারণ মানুষেরই কাছে এগিয়ে যাই না; কিন্তু ঐশবাণী যদিও মাংস হলেন, তথাপি আমরা বিশ্বাস করি: তিনি স্বরূপে ঈশ্বর, রহস্যময় ভাবে সঞ্জাত হয়ে তিনি পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছার ফলেই সমস্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত, সর্বোচ্চ আসনে আসীন হয়ে উজ্জ্বল, সমস্ত কিছুর উপরে কর্তৃত্ব রাখেন, তাঁর ডান হাত এমন শক্তির অধিকারী যে, যাদের ইচ্ছা করে তাদের নিজের অধীনে রাখতে পারে, এবং এমন কিছুই নেই যা তাঁকে জয় করতে পারে ও—বলতে গেলে—তাঁর ক্ষমতার ঊর্ধ্বে স্থান পেতে পারে। অথচ ইস্রায়েল তা বুঝল না। মানুষ-হওয়া-ঈশ্বরের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করা উচিত সেভাবে নয়, আমাদের সদৃশ একটা মানুষের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করা হয়, সেইভাবেই তারা তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করল; এজন্য একদিন তাঁকে বলল: *আপনি কে? নিজের পরিচয় বলে কী দাবি করছেন?* তারা এ কথাও বলল, *ভাল কাজের জন্য আমরা আপনাকে পাথর মারছি না, কিন্তু ঈশ্বরনিন্দার জন্য, কারণ আপনি মানুষ হয়ে নিজেকে ঈশ্বর করে তুলছেন।*

তিনি কিন্তু একথা বললেন যে, যারা সত্য জানতে আহূত, তারা আমার গৌরব জানবে, কেননা আমিই নবীদের মধ্য দিয়ে বলেছিলাম, *এই যে, আমি আছি।* বাস্তবিকই ঈশ্বর সেই প্রভু আমাদের কাছে আবির্ভূত হলেন, যেভাবে লেখা রয়েছে: *ঈশ্বর, যিনি প্রাচীনকালে বহুবার বহুরূপে পিতৃপুরুষদের কাছে নবীদের মধ্যে কথা বলেছিলেন, শেষযুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে সেই পুত্রে কথা বলেছেন যাঁকে তিনি সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী রূপে নিযুক্ত করলেন ও যাঁর দ্বারা যুগগুলো রচনা করলেন।* সুতরাং এ লক্ষ করার বিষয় যে, পিতা ঈশ্বর পুত্রের মধ্য দিয়েই সমস্ত কিছু গড়েছেন ও শেষযুগের এই দিনগুলিতে তাঁর মধ্য দিয়েই আমাদের কাছে কথা বলেছেন; কিন্তু তাঁর কাছে সেই পুত্রটি মাংস অনুসারে নারীগর্ভে জাত অন্য পুত্রের মত ছিলেন না—একথা কেবল ভ্রান্তমতের মানুষই মাত্র সমর্থন করে। বরং অদ্বিতীয়ই সেই পুত্র, কেননা যিনি সর্বযুগের স্রষ্টাও, সেই বাণী আমাদের জন্য মানবস্বরূপ ধারণ করলেন। আমাদের শান্তি সেই খ্রীষ্ট আবির্ভূত হলেন: তিনি পাপের বাধা সরিয়ে দিলেন, পিতার সঙ্গে মানুষকে পুনর্মিলিত করলেন, ও নিজের সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত করলেন: বাস্তবিকই তাঁরই দ্বারা আমরা পিতার কাছে প্রবেশাধিকার পেয়েছি। যেভাবে এক ব্যক্তি দ্রুতপদে ও শীঘ্রই এসে শত্রুদের বন্দি করে নিয়ে আসে যাতে শান্তির বার্তা ও শুভসংবাদ দিতে পারে, সেভাবেই বিশ্বত্রাতা মাংসে জগতের কাছে এসে উপস্থিত হলেন, এবং শয়তানকে বিলীন করে ও তার সমস্ত সেনাদল নিশ্চিহ্ন করে পিতা ঈশ্বরের কাছে শান্তির মধ্যস্থ হলেন।

আর যেহেতু যারা ইচ্ছা করে তারা এ সময়েই সমস্ত মঙ্গলের অংশী হতে পারে, সেজন্য তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে যারা তাঁর ইচ্ছা জানে ও পালনও করে, তিনি তাদের পাশে পাশেই থাকেন, তারা যেন স্বর্গীয় মঙ্গলদানের পূর্ণ সহভাগিতায় উত্তীর্ণ হয় ও সমস্ত মঙ্গল প্রত্যাশায় পরিপূর্ণ হয়—হ্যাঁ, আমাদের ত্রাণকর্তা সমস্ত প্রকার মঙ্গলদানেই ধনবান।

শ্লোক এফে ২:১৩-১৪,১৭

প্র তোমরা যারা আগে দূরবর্তী ছিলে, খ্রীষ্টের রক্তগুণে নিকটবর্তী হয়েছ।
উ কেননা তিনি নিজেই আমাদের শান্তি; তিনি সেই দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন।
প্র খ্রীষ্ট এসে দূরবর্তী এই তোমাদের কাছে শান্তির, এবং নিকটবর্তীদেরও কাছে শান্তির শুভসংবাদ জানিয়েছেন,
উ কেননা তিনি নিজেই আমাদের শান্তি; তিনি সেই দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এজে ৪৭:১-১২

মন্দিরের ঝরনার দর্শন

একদিন স্বর্গদূত আমাকে আবার গৃহের প্রবেশস্থানে ফিরিয়ে আনলেন, আর দেখ, গৃহের চৌকাটের নিম্ন অংশের তলা থেকে জল বেরিয়ে এসে পুবদিকে বয়ে চলছে, কারণ গৃহের সামনের দিকটা পুবমুখী ছিল। সেই জল গৃহের ডান দিকের তলা থেকে নেমে এসে যজ্ঞবেদির ডান পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। তিনি উত্তরদ্বারের পথ দিয়ে আমাকে বাইরে নিয়ে গেলেন, এবং বাইরের পথ দিয়ে ঘুরে ঘুরে পুবদ্বার পর্যন্ত নিয়ে গেলেন; আর আমি দেখতে পেলাম, জল ডান দিক দিয়েই বেরিয়ে আসছে। সেই পুরুষ হাতে একটা ফিতা করে পুব দিকে গিয়ে এক হাজার হাত মেপে আমাকে সেই জলধারা হেঁটে পার করালেন: সেখানে জল আমার গোড়ালি পর্যন্ত উচ্চ ছিল। আবার তিনি এক হাজার হাত মেপে আমাকে সেই জলধারা হেঁটে পার করালেন: সেখানে জল আমার হাঁটু পর্যন্ত উচ্চ ছিল। আবার তিনি এক হাজার হাত মেপে আমাকে সেই জলধারা হেঁটে পার করালেন: সেখানে জল কোমর পর্যন্ত উচ্চ ছিল। আবার তিনি এক হাজার হাত মাপলেন: সেখানে জলধারা এমন নদী ছিল, যা পার হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না; কারণ সেই জল বেড়ে উঠেছিল, গভীরতম জলাশয় হয়ে উঠেছিল—এমন নদী, যা পায়ে হেঁটে পার হওয়া অসাধ্য। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'হে আদমসন্তান, তুমি দেখতে পেয়েছ কি?'

পরে তিনি আমাকে আবার সেই নদীর কূলে নিয়ে গেলেন; ফিরে তাকিয়ে আমি দেখতে পেলাম, নদীর কূলে এপারে ওপারে বহু বহু গাছপালা। তিনি আমাকে বললেন, 'এই জলধারা পুবদিকে বয়ে আরাবা সমতল ভূমিতে নেমে সমুদ্রের দিকে যায়, এবং সমুদ্রে প্রবেশ করলে তার জল নিরাময় হয়। এই জলস্রোত যেইখানে বয়ে যায়, সেখানকার যত জীবজন্তু বাঁচবে; মাছও সেখানে অধিক প্রচুর হবে, কারণ এই জলধারা যেইখানে বয়ে যায়, সেখানে নিরাময় করে, এবং জলস্রোতটা যেখানে গিয়ে পৌঁছবে, সেখানে সবকিছু সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। তার তীরে জেলেরা থাকবে, এন্-গেদি থেকে এন্-এগ্লাইম পর্যন্ত বহু বহু জাল নেড়ে দেওয়া থাকবে। মাছগুলো—নিজ নিজ জাত অনুযায়ী—মহাসমুদ্রের মাছের মতই প্রচুর হবে। কিন্তু তার বিল ও জলাভূমির নিরাময় হবে না: লবণাক্ত থাকা-ই সেগুলোর দশা। নদীর ধারে এপারে ওপারে সবরকম ফলদায়ী গাছ গজে উঠবে, যেগুলোর পাতা কখনও ম্লান হবে না; সেগুলো ফলদানেও কখনও ক্ষান্ত হবে না, মাসে মাসে তাদের ফল পাকবে, কারণ তাদের জল পবিত্রধাম থেকেই বেরিয়ে আসে; তাদের ফল খেতে রুচিকর হবে, ও তাদের পাতা হবে আরোগ্যদায়ী।'

শ্লোক এজে ৪৭:১,৯; যোহন ৪:১৪ দ্রঃ

প্র আমি দেখতে পেলাম, গৃহের চৌকাটের নিম্ন অংশের তলা থেকে জল বেরিয়ে এসে পুবদিকে বয়ে চলছে;
উ এই জলস্রোত যেইখানে বয়ে যায়, সেখানকার সকল মানুষ বাঁচবে।

℣ আমি যে জল দেব, সেই জলই তার অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী;

℟ এই জলস্রোত যেইখানে বয়ে যায়, সেখানকার সকল মানুষ বাঁচবে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু হিলারি-লিখিত 'ত্রিত্ব' **৩য় পুস্তক ১৫-১৬**

পিতার সমস্ত প্রশংসা পুত্র থেকেই নির্গত

তুমি আমাকে যে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলে, তা সম্পন্ন করায় আমি পৃথিবীতে তোমাকে গৌরবান্বিত করেছি। পিতার সমস্ত প্রশংসা পুত্র থেকেই নির্গত, কেননা যেখানে পুত্র গৌরবান্বিত, সেখানে পিতাই প্রশংসিত, কারণ পুত্র পিতার ইচ্ছা সম্পন্ন করেন। ঈশ্বরের পুত্র মানুষ হিসাবে জন্ম নেন, কিন্তু কুমারীর প্রসবে ঈশ্বরের প্রভাব উপস্থিত। ঈশ্বরের পুত্র মানুষ হিসাবে দৃশ্যমান হন, কিন্তু সেই মানুষের কর্মে ঈশ্বর বিদ্যমান। ঈশ্বরের পুত্র ক্রুশবিদ্ধ হন, কিন্তু সেই ক্রুশে ঈশ্বর মানব মৃত্যুর উপর বিজয়ী। ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু সেই খ্রীষ্টে সমস্ত মানুষ সঞ্জীবিত হয়। ঈশ্বরের পুত্র পাতালে যান, কিন্তু মানুষ স্বর্গে ফিরে যায়। খ্রীষ্টে এ সমস্ত বিষয় যত সঙ্কীর্তিত হবে, খ্রীষ্ট যাঁর কাছ থেকে উদ্গত, সেই ঈশ্বরই তত বেশি প্রশংসিত হবেন।

তাই পিতা এভাবেই পুত্রকে পৃথিবীতে গৌরবান্বিত করেন, অপরদিকে পুত্রও জাতিগুলোর অজ্ঞতা ও সংসারের নির্বুদ্ধিতার সামনে নিজ প্রভাবশালী কর্মের মধ্য দিয়ে তাঁকেই গৌরবান্বিত করেন, যাঁর কাছ থেকে তিনি নিজে উদ্গত। প্রকৃতপক্ষে এ পারস্পরিক গৌরবারোপণ ঈশ্বরত্বকে লক্ষ করে না, কিন্তু সেই ঐশপ্রশংসাকেই লক্ষ করে যা তাদেরই মধ্য থেকে নির্গত হয় যারা আগে ঈশ্বরকে জানত না। আসলে, যাঁর কাছ থেকে সমস্ত কিছু উদ্গত, সেই পিতার কিসের প্রয়োজন ছিল? কিংবা, যাঁর মধ্যে ঈশ্বরত্বের পরিপূর্ণতা বাস করতে প্রসন্ন হয়েছিল, সেই পুত্রের কিসের অভাব ছিল? অতএব, পিতা পৃথিবীতে গৌরবান্বিত, কারণ তাঁর আদিষ্ট কর্ম সম্পন্ন।

এসো, এবার দেখি পুত্র পিতার কাছ থেকে কেমন গৌরব প্রত্যাশা করেন: ব্যাপারটা খুবই স্পষ্ট, কেননা সুসমাচারের পরবর্তী পংক্তিতে লেখা আছে: *পিতা, জগৎ হবার আগে তোমার কাছে আমার যে গৌরব ছিল, তুমি এখন তোমার নিজের সাক্ষাতে আমাকে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত কর। আমি মানুষের কাছে তোমার নাম প্রকাশ করেছি।* সুতরাং পিতা পুত্রের কর্মে গৌরবান্বিত ছিলেন; এতে স্পষ্টই প্রকাশিত ছিল যে, তিনি ছিলেন ঈশ্বর এবং অদ্বিতীয় পুত্র-ঈশ্বরের পিতা; এও স্পষ্টই প্রকাশিত ছিল যে, তিনি চেয়েছিলেন তাঁর পুত্র আমাদের পরিত্রাণের জন্য কুমারী থেকে মানুষরূপে জন্ম নেবেন, ও তাঁর যন্ত্রণাভোগে সেই সমস্ত আশ্চর্য কাজ পূর্ণতা লাভ করবে যা সেই কুমারীর প্রসবকাল থেকে শুরু হয়েছিল।

এভাবে যিনি সবদিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অনাদিকালের আগেও ঈশ্বরত্বের পরিপূর্ণতায় সঞ্জাত, ঈশ্বরের সেই পুত্র এবার তাঁর দেহধারণ লগ্ন থেকে মানুষ হয়ে মৃত্যু পর্যন্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন করছিলেন: এজন্যই তিনি প্রার্থনা করেন, যাতে তিনি নিজে যেভাবে পিতাকে পৃথিবীতে গৌরবান্বিত করছিলেন, তিনিও যেন সেইভাবে পিতার সান্নিধ্যে গৌরবান্বিত হন; কেননা সেসময়ে ঈশ্বরের প্রভাবের গৌরব অজ্ঞ জগতের কাছে মাংসেই প্রকাশ পাচ্ছিল।

কিন্তু, তিনি এখন পিতার সান্নিধ্যে কেমন গৌরব প্রত্যাশা করেন? জগৎসৃষ্টির আগে পিতার কাছে তাঁর যে গৌরব ছিল, ঠিক সেটাই। তাঁর ছিল ঈশ্বরত্বের পরিপূর্ণতা, এখনও তাঁর আছে, যেহেতু তিনি ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু যিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন, তিনি মানবপুত্রও হতে শুরু করেছিলেন যেহেতু তিনি মাংস-হওয়া-বাণী ছিলেন। তাঁর যা ছিল, তিনি তা হারাননি, কিন্তু তিনি আগে যা ছিলেন না, তা হতে শুরু করেছিলেন; নিজের ঐশস্বরূপও পরিত্যাগ করেননি, কিন্তু আমাদের যা ছিল, তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন: তাতে নতুন কিছুই গ্রহণ করেছিলেন।

অতএব যে পুত্র স্বয়ং বাণী ও মাংস-হওয়া-বাণী, ও এমন বাণী যিনি স্বয়ং ঈশ্বর ও আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, ও এমন বাণী যিনি জগৎসৃষ্টির আগেও পুত্র ছিলেন, এখন এই মাংস-হওয়া-পুত্র প্রার্থনা করছেন যাতে পিতার কাছে বাণী যা, মাংসও পিতার কাছে তা হতে শুরু করতে পারে। অর্থাৎ তিনি প্রার্থনা করছিলেন, যা ছিল কালে সীমাবদ্ধ, তা যেন তাঁর সেই গৌরব পেতে পারে যা কালবিহীন, যাতে করে মাংসের ক্ষয়শীলতা ঈশ্বরের

আত্মার অক্ষয়শীল প্রভাবে রূপান্তরিত ও গৃহীত হতে পারে।

সুতরাং এ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, এ পিতার কাছে পুত্রের স্বীকারোক্তি, এ মাংসের মিনতি, তথা, বিচারের দিনে এই মাংসেই তাঁকে বিদ্ধ ব'লে ও ক্রুশচিহ্ন দ্বারা পরিচিত ব'লে সকলে দেখবে; এই মাংসেই তিনি পর্বতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, এই মাংসেই স্বর্গে আরোহণ করলেন, এই মাংসেই ঈশ্বরের ডান পাশে সমাসীন।

শ্লোক যোহন ৩:১৬; হাবা ৩:১৩

প্র ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করেছেন,
উ তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে।
প্র প্রভু, তুমি বেরিয়ে পড়েছ তোমার জনগণকে পরিত্রাণ করতে, তোমার অভিষিক্তজনকে পরিত্রাণ করতে;
উ তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - দা ১২:১-১৩

চরমদিন ও পুনরুত্থান বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী

তাই স্বর্গদূত আমাকে বললেন, 'যে মহা দূতপ্রধান তোমার জাতির সন্তানদের রক্ষাকর্তা, সেসময়ে সেই মিখায়েল উঠে দাঁড়াবেন। তখন এমন সঙ্কটের কাল দেখা দেবে, যা মানবজাতির উৎপত্তির সময় থেকে সেই সময় পর্যন্ত কখনও হয়নি; কিন্তু সেই কালে তোমার আপন জাতি নিষ্কৃতি পাবে—তারা সকলেই নিষ্কৃতি পাবে, যাদের নাম পুস্তকে লেখা রয়েছে। ধুলার দেশে যারা নিদ্রিত, তাদের মধ্যে অনেকেই আবার জেগে উঠবে—কেউ কেউ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে, কেউ কেউ লজ্জা ও অনন্ত দুর্নামের উদ্দেশে। জ্ঞানবানেরা গগনতলের দীপ্তির মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে; এবং যারা অনেককে ধর্মিষ্ঠতা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে, তারা চিরকাল ধরে তারানক্ষত্রের মত উজ্জ্বল হবে।

কিন্তু, হে দানিয়েল, তুমি চরমকাল পর্যন্ত এই বাণীগুলি বন্ধ করে রাখ, এই পুস্তকের উপর সীলমোহর দাও। অনেকেই স্তম্ভিত হবে, কিন্তু সদ্‌জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।'

আমি দানিয়েল তখন চেয়ে তাকালাম, আর দেখ, অন্য কারা দু'জন দাঁড়িয়ে আছেন, একজন নদীকূলে এপারে, অন্যজন নদীকূলে ওপারে। তাঁদের একজন ক্ষোমের পোশাক পরা সেই মানুষকে—যিনি জলের ঊর্ধ্বে ছিলেন, তাঁকে—বললেন, 'আশ্চর্যময় এই সমস্ত কিছু কখন সিদ্ধিলাভ করবে?' তখন আমি শুনতে পেলাম, নদীর ঊর্ধ্বে থাকা সেই ক্ষোমের পোশাক পরা মানুষ ডান ও বাঁ হাত স্বর্গের দিকে তুলে, চিরজীবী যিনি তাঁরই দিব্যি দিয়ে শপথ করে বললেন, 'এক কাল, নানা কাল ও অর্ধেক কাল! তারপর পবিত্র জাতির প্রতাপ-ভঙ্গকাল পূর্ণ হলে এই সমস্ত কিছু সিদ্ধিলাভ করবে।' আমি একথা শুনলাম বটে, কিন্তু বুঝতে পারলাম না, তাই বললাম: 'প্রভু আমার, এই সমস্ত কিছুর শেষ পরিণাম কেমন হবে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'দানিয়েল, তুমি এবার যাও; শেষ পরিণাম পর্যন্ত এই সমস্ত বাণী বন্ধ রয়েছে, তাদের উপরে সীলমোহরও দেওয়া আছে। অনেককে পরিশুদ্ধ, নির্মল ও নিখুঁত করা হবে, কিন্তু দুর্জনেরা দুষ্কর্ম করে চলবে: দুর্জনেরা কেউই বুঝবে না; কেবল জ্ঞানবানেরাই বুঝবে। আর যে সময়ে নিত্য বলিদান বাতিল করা হবে ও সর্বনাশা সেই জঘন্য বস্তু বসানো হবে, সেই সময় থেকে এক হাজার দু'শো নব্বই দিন হবে। সুখী সেই মানুষ, যে নিষ্ঠাবান থাকবে ও সেই এক হাজার তিনশ' পঁয়ত্রিশ দিন পর্যন্ত পৌঁছবে। কিন্তু তুমি তোমার নিজের শেষ পরিণামের দিকে এগিয়ে যাও ও বিশ্রাম কর; দিনগুলি শেষে তোমার নিজের মজুরির জন্য উঠে দাঁড়াবেই।'

শ্লোক লুক ২০:৩৫,৩৬,৩৮ দ্রঃ

প্র যারা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের যোগ্য বলে গণ্য, তাদের মৃত্যু হতে পারে না:
উ পুনরুত্থানের সন্তান হওয়ায় তারা স্বর্গদূতদের মত, ঈশ্বরসন্তানদেরই মত!
প্র ঈশ্বর তো মৃতদের ঈশ্বর নন, তিনি জীবিতদেরই ঈশ্বর, কেননা তাঁর কাছে সকলেই জীবিত।

℟ পুনরুত্থানের সন্তান হওয়ায় তারা স্বর্গদূতদের মত, ঈশ্বরসন্তানদেরই মত!

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে অরিজেনের ব্যাখ্যা **১০:২০**

খ্রীষ্ট নিজ দেহ-পবিত্রধামেরই কথা বলছিলেন

তোমরা এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব। যারা দৈহিক মানুষ ও জড় বস্তুতে আসক্ত মানুষ, তারা আমার কাছে সেই ইহুদীদেরই মত প্রতীয়মান যারা, যীশু আপন পিতার গৃহ থেকে ব্যবসায়ীদের তাড়িয়ে দেওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, ও তিনি যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে কাজ করছিলেন ও ঈশ্বরের পুত্র রূপে ব্যবহার করছিলেন, তার প্রমাণস্বরূপ তাঁর কাছে একটা চিহ্ন দেখবার দাবি করছিল; কেননা নিজেদের অবিশ্বাসে তারা তা মানতে রাজি ছিল না। কিন্তু ত্রাণকর্তা প্রতীক ও বাস্তবতা, তথা পবিত্রধাম ও নিজ দেহকে একত্র ক'রে, যারা তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করছিল, *এই যা আপনি করছেন, তার জন্য আমাদের কী চিহ্ন দেখাতে পারেন?* তাদের তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, *এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব।* সম্ভাব্য ব্যাখ্যা অনুসারে আমি মনে করি যে, উভয় বস্তু তথা পবিত্রধাম ও যীশুর দেহ দু'টোই সেই মণ্ডলীর প্রতীক, যে মণ্ডলী *জীবন্ত পাথর দিয়ে নির্মিত,* যে মণ্ডলী *এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশেই নির্মিত এক আত্মিক গৃহ,* যে মণ্ডলী *প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে গাঁথা, আর যার সংযোগপ্রস্তর স্বয়ং খ্রীষ্টযীশু* হওয়ায় যে মণ্ডলী মন্দির বলে অভিহিত। তবু এ কথাও সত্য যে, *তোমরা নিজেরাই খ্রীষ্টের দেহ ও এক একজন নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে তাঁর অঙ্গগুলো;* তাহলে মন্দিরের পাথরগুলোকে যা সংযুক্ত রাখে, তা অবশ্য ধ্বংস করা যায়, পাথরগুলোও ২১ নং সামসঙ্গীতের কথা অনুসারে গ্রন্থিচ্যুত হতে পারে, অর্থাৎ যারা মন্দিরের ঐক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের নিপীড়ন ও নির্যাতনের ফলে খ্রীষ্টের সকল হাড় বিক্ষিপ্ত হতেও পারে, তথাপি মন্দিরটা পুনর্নির্মিত হবেই, ও তৃতীয় দিনে অর্থাৎ তাঁর নিপীড়নের দিন ও সেই দিনের পরবর্তী দিনের পরে তথা সিদ্ধিলাভের দিনে দেহটি পুনরুত্থিত হবেই।

নতুন আকাশে ও নতুন পৃথিবীতে তৃতীয় দিনটি বাস্তবেই থাকবে, অর্থাৎ তখনই থাকবে যখন প্রভুর মহাদিনে ইস্রায়েলকুল-স্বরূপ এই হাড়গুলো মৃত্যুর উপরে তাঁর মহাবিজয়ের ফলে নতুন প্রাণে উদ্দীপিত হবে। অতএব ক্রুশযন্ত্রণার পরে যীশুর যে পুনরুত্থান ঘটেছে, খ্রীষ্টের গোটা দেহের পুনরুত্থান-রহস্য তাঁর সেই পুনরুত্থানে একীভূত। যীশুর বাহ্যিক দেহ যেমন ক্রুশবিদ্ধ, সমাহিত ও পুনরুত্থিত হয়েছে, তেমনি খ্রীষ্টের পুণ্যজনদের গোটা দেহ আগে খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হয় ও তার মধ্যে জীবন আর থাকে না, কেননা পলের মত আমাদের এক একজনকেও কেবল আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশেই গৌরব বোধ করতে হয় যাঁর দ্বারা আমাদের কাছে জগৎ ও জগতের কাছে আমরা ক্রুশবিদ্ধ।

কিন্তু আমরা এক একজন খ্রীষ্টের সঙ্গে ও জগতের কাছে কেবল ক্রুশবিদ্ধ হইনি, খ্রীষ্টের সঙ্গে সমাহিতও হয়েছি, কেননা পল বলেন, *আমরা বাস্তবিকই তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি।* তবু ঠিক যেন পুনরুত্থানের একপ্রকার অগ্রিমদান পেয়ে গেছেন, তিনি বলে চলেন, *আর তাঁর সঙ্গে আমরাও পুনরুত্থান করেছি।*

শ্লোক ১ করি ৬:১৯,২০; লেবীয় ১১:৪৩,৪৪ দ্রঃ

প্র তোমাদের দেহ হল পবিত্র আত্মারই মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে বিদ্যমান ও যাঁকে তোমরা ঈশ্বর থেকেই পেয়েছ; আর তোমরা নিজেদের নও, মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে।

উ তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর!

প্র তোমরা নিজেদের কলুষিত করো না: পবিত্রই হও, কেননা আমি নিজে পবিত্র।

উ তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর!